NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ দোল পূর্ণিমার দিনেই শ্রী শ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ দেব পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়

সঞ্জুর অর্ধশতরানে জিৎ রাজস্থানের, রাহুল রান পেলেও হার লখনউয়ের ৮

কলকাতা ২৫ মার্চ ২০২৪ ১১ চৈত্র ১৪৩০ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ২৮৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 25.3.2024, Vol.17, Issue No. 283, 8 Pages, Price 3.00

ছুটি

দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে একদিন পত্রিকার সমস্ত বিভাগ আজ বন্ধ থাকবে। অতএব আগামীকাল ২৬ মার্চ আমাদের কোনও সংস্করণ প্রকাশিত হবে না। পরবর্তী প্রকাশন ২৭ মার্চ, বুধবার

শুভেচ্ছা

দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে একদিন পত্রিকার সমস্ত পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, বিক্রেতা এবং এজেন্টদের জন্য রইল আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। রঙের উৎসবে আপনাদের জীবন রঙিন হয়ে উঠুক।

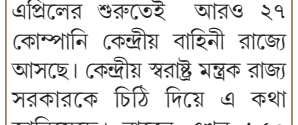

এক নজরে

জেএনইউ-তে জোর টক্কর এবিভিপি-বাম

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ: জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ (জেএনএসইউ) নির্বাচনের ভোট গণনা চলছে। সভাপতি-সহ চারটি পদেই এগিয়ে রয়েছেন বাম প্রার্থীরা। প্রাথমিকভাবে, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ সব পদে এগিয়ে ছিল। ফলে দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যেই কাঁটায়-কাঁটায় চলছে টক্কর। রাত ৯টা পর্যন্ত ভোট গণনার পরে, বামেদের ধনঞ্জয় ২, ৪১১টি ভোট পেয়েছেন এবং এবিভিপি-এর উমেশ চন্দ্র আজমিরা রাষ্ট্রপতি পদে ১,৭৮৭টি ভোট পেয়েছেন। সহ-সভাপতি পদে বামপন্থী অভিজিৎ ঘোষ পেয়েছেন ২,১৩৫ ভোট এবং এবিভিপি-র দীপিকা শর্মা পেয়েছেন ১,৫৪৫টি ভোট। এছাড়াও সাধারণ সম্পাদক পদে বামপন্থী প্রিয়ংশী আর্য পেয়েছেন ২,৭১৯ ভোট এবং এবিভিপি-র অর্জুন আনন্দ পেয়েছেন ১,৯৯২ ভোট। যুগ্ম সচিব পদে বাম প্রার্থী মোহাম্মদ সাজিদ ২,৩৩৬টি ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। এবিভিপি-র গোবিন্দ ডাঙ্গি পেয়েছেন ২,১৫৯ ভোট।

এপ্রিলের শুরুতে ২৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এপ্রিলের শুরুতেই আরও ২৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে আসছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়ে এ কথা জানিয়েছে। রাজ্যে এখন ১৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে।

খোল দ্বার খোল...

লাগল যে দোল। সাউথ সিথিতে বসন্ত উৎসব উদ্‌যাপন। *ছবি: অদিতি সাহা*

সিবিআই-এর বিরুদ্ধে সরব মহুয়া, নালিশ ঠুকলেন নির্বাচন কমিশনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাংসদ কার্যালয়, দলীয় অফিস, করিমপুরের বাড়ি। শনিবার দিনভর তৃণমূলের বহিষ্কৃত সাংসদ মহুয়া মৈত্রের কর্মক্ষেত্র থেকে বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে সিবিআই। এবার সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানালেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্র। নির্বাচন কমিশনের কাছে এ ব্যাপারে তিনটি আর্জি পেশ করেছেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী।

মহুয়ার দাবি, সিবিআই তাঁর নির্বাচনী প্রচারে কাজে বাধা সৃষ্টি করছে। তাঁকে হেনস্থা করা হচ্ছে। চিঠি দিয়ে কমিশনকে সিবিআইয়ের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতেও বলেছেন মহুয়া। গত ১৯ মার্চ 'সংসদে ঘুষ নিয়ে প্রশ্ন'কাণ্ডে মহুয়ার বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় লোকপাল। সেই নির্দেশের ভিত্তিতে মহুয়ার বিরুদ্ধে এফআইআরও দায়ের করে সিবিআই। শনিবার সকালে মহুয়ার কলকাতার বাড়ি এবং অফিস মিলিয়ে মোট চারটি আস্তানায় তল্লাশি অভিযান চালায় সিবিআই। কৃষ্ণনগরের বহিষ্কৃত সাংসদ মহুয়া ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে আবার তৃণমূলের টিকিটে লোকসভা প্রার্থী হয়েছেন কৃষ্ণনগর থেকেই। ভোটের প্রচারের কাজও শুরু করে দিয়েছেন মহুয়া।

মহুয়া নির্বাচন কমিশনকে চিঠিতে প্রশ্ন করেছেন, দেশে নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি বলবৎ করা হয়েছে, তখন রাজনৈতিক নেতার বাড়িতে গিয়ে এই ধরনের তল্লাশিও কি আদর্শ আচরণের বিরোধী নয়? মহুয়ার যুক্তি, যেখানে ভোট ঘোষণার পর দেশের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সমতা রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে সংবিধানে, যেখানে সেই দায়িত্ব রয়েছে খোদ নির্বাচন কমিশনেরই হাতে, সেখানে কী ভাবে কমিশন এই ধরনের তল্লাশি চালানোর অধিকার দিচ্ছে সিবিআইকে! এ কথা কী করে ভুলে যাচ্ছে কমিশন যে, সিবিআই কেন্দ্রের অধীনস্থ তদন্তকারী সংস্থা। ফলে তার নিয়ন্ত্রণও কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকা শাসকদলের হাতেই থাকা স্বাভাবিক। সে ক্ষেত্রে তারা নির্বাচনী ফায়দা তুলতে এই ধরনের সংস্থার ব্যবহার করতেই পারে।

কমিশনের কাছে তাঁর আশা দেশে আদর্শ আচরণবিধি চালু থাকাকালীন সিবিআই তাদের তদন্তের কাজ কীভাবে করবে তা নিয়ে কমিশন একটি গাইডলাইন বা নির্দেশিকা তৈরি করে দেবে। পাশাপাশি নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি চালু থাকাকালীন যেন কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, নেতা বা প্রার্থীর বিরুদ্ধে কঠিন পদক্ষেপ না করতে পারে সিবিআই, তা নিশ্চিত করবে কমিশন। তিনি বলেছেন, এই ধরনের সিবিআই তল্লাশি শুধু তাঁর প্রচারে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে তা-ই নয়, যে হেতু তিনি লোকসভা ভোটের প্রার্থী, তাই তাঁর প্রচারের উপর নেতিবাচক প্রভাবও ফেলছে।

প্রসঙ্গত, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারির পর বলেছিলেন বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র সদস্যরাও বলেছিলেন, সিবিআই এবং ইডির মতো কেন্দ্রীয় সংস্থা এক জনও বিজেপি নেতা বা মন্ত্রী বা সাংসদ-বিধায়কদের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে যায়নি। যা প্রমাণ করে এই সংস্থাগুলিকে স্পষ্টতই ব্যবহার করা হচ্ছে।

বিজেপির দুই নেতাকে মারধরে অভিযুক্ত শাসকদল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ক্যানিং: বিজেপির মণ্ডল সভাপতির বাড়িতে ঢুকে তাঁকে এবং দলের এক কার্যকর্তাকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল। বিজেপির অভিযোগ, মারধরকারীরা আদতে তৃণমূলেরই 'গুন্ডাবাহিনী'। ক্যানিংয়ের এই ঘটনায় আঘাত লাগায় হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছে বিজেপির ওই দুই নেতাকে। এলাকার বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছেন রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলের ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক সওকত মোল্লা। তাঁর 'পোষা গুন্ডারাই' ভোটের আগে সন্ত্রাস তৈরি করতে চাইছে। এলাকা বিরোধীশূন্য করতে চেয়ে এ ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে। তৃণমূল অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। পাল্টা তৃণমূলের দাবি, ভোটের আগে পায়ের উপর পা তুলে ঝগড়া করছে বিজেপি। সওকতের দাবি, 'তৃণমূল এই ঘটনার সঙ্গে কোনও ভাবেই জড়িত নয়। তৃণমূলকে জড়ানোর ঘটনার নিন্দা করছি। ধিক্কার জানাচ্ছি।' রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার

অন্তর্গত জীবনতলা থানার মটরদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের শান্তা পাড়ায়। অভিযোগ, বন্দুক, বোমা, রড এবং অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে বিজেপির মণ্ডল প্রেসিডেন্ট সুব্রত দাসকে তার বাড়িতে ঢুকে মারধর করা হয়। এ ছাড়াও আক্রান্ত হন ক্যানিং পূর্ব তিন নম্বর মণ্ডলের মণ্ডল সম্পাদক বিভাস মণ্ডল। বিজেপির অভিযোগ পুলিশকে সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হলেও তারা আসে প্রায় দু'ঘণ্টা পর। এই ঘটনার পর আক্রান্ত সুব্রতকে মোবাইলে একটি ভিডিয়ো করে তাঁর রক্তাক্ত অবস্থার ছবি দেখিয়েছেন। একই সঙ্গে প্রায় বেহুঁশ হয়ে যাওয়া বিজেপি কার্যকর্তা বিভাসকে একটি টোটোয় চাপিয়ে কোনও মতে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্যেরও ভিডিয়ো রেকর্ডিং করেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে সুব্রতের মাথা ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে। পুলিশ এবং জেলাশাসকের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন সুব্রত। ভিডিয়োয় ক্যানিংয়ের পরিস্থিতি জানিয়ে তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে সাহায্য চেয়েছেন। যদিও বিজেপির এই ভিডিয়োর সত্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল।

কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে মেগা র‍্যালি হবে, ঘোষণা 'ইন্ডিয়া'-র

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ: দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে দিল্লিতে 'মেগা র‍্যালি'র ডাক দিল বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর গ্রেপ্তারির পর এই প্রথম বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' কর্মসূচির কথা জানাল। রবিবার সাংবাদিক বৈঠক করে জোটের তরফে জানানো হয়, আগামী ৩১ মার্চ দিল্লির রামলীলা ময়দান থেকে একটি 'মেগা র‍্যালি'র আয়োজন করা হয়েছে। সাংবাদিক বৈঠকে দিল্লির মন্ত্রী গোপাল রাই বলেন, 'কেজরিওয়ালকে যে ভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তা মানুষের মনে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। রাজনীতিবিদদের ভয় দেখানোর এবং বিরোধীদের নির্মূল করার জন্য প্রধানমন্ত্রী দেশের তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করছেন। ঝাড়খণ্ডের হেমন্ত সোরেন হোক বা বিহারের তেজস্বী যাদব, সকলের বিরুদ্ধেই মিথ্যা মামলা করা হচ্ছে।' প্রসঙ্গত, কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারির পরই ক্রমশ ভাঙতে বসা 'ইন্ডিয়া' জোটকে ঐক্যবদ্ধ হতে দেখা গিয়েছে। প্রথমেই তারা নালিশ ঠুকেছে নির্বাচন কমিশনে। প্রসঙ্গত, কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারির পর থেকেই দিল্লির রাস্তায় বিক্ষোভ, প্রতিবাদ মিছিল করছেন আপ নেতা-কর্মীরা। রবিবারও একাধিক কর্মসূচি রয়েছে। এ ছাড়াও ২৬ মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবন 'ঘেরাও কর্মসূচি' নিয়েছে আপ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ প্রদর্শনী করছেন তাঁরা। আপের অভিযোগ, তাদের প্রতিবাদ আটকাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দিল্লিকে একটি দুর্গে পরিণত করেছেন। দিল্লির মন্ত্রী গোপালের কথায়, 'অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পরিবারকে গৃহবন্দি করা হয়েছে। আপের সদর দপ্তরে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। এখন দেশে নির্বাচনী আচরণবিধি জারি রয়েছে। আমরা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছি। তাই বিজেপি আমাদের বিভিন্ন ভাবে আচকানোর চেষ্টা করছে।' পাশাপাশি কংগ্রেসের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট 'ফ্রিজ' করা নিয়েও সরব হয়েছেন তিনি। আপের সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে দিল্লি কংগ্রেসের প্রধান অরবিন্দর সিংহ লাভলি বিজেপিকে নিশানা করে বলেন, 'এটা কেমন গণতন্ত্র? আপনি নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীদের গ্রেপ্তার করছেন, কংগ্রেসের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিচ্ছেন। আমাদের নেতা রাহুল গান্ধী গণতন্ত্র বাঁচাতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। কংগ্রেস লড়াই থেকে পিছপা হবেন না।'

বঙ্গে বিজেপির দ্বিতীয় দফার তালিকা প্রকাশ

উত্তর কলকাতায় বিজেপির প্রার্থী তাপস রায়, ব্যারাকপুরে অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলার জন্য দ্বিতীয় দফার প্রার্থী তালিকা কবে ঘোষণা করবে বিজেপি, তা নিয়ে জল্পনা ছিল। রবিবারই দ্বিতীয় দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশের খবর ছিল। কিন্তু ক্রমশ রাত হতে থাকায় এ নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হচ্ছিল। তবে কি আজ হবে না! অবেশেষে রবিবার রাতে দিল্লিতে বিজেপির সদর দপ্তর থেকেই ঘোষণা করা হল বাংলার ১৯টি আসনের প্রার্থীদের নাম। তৃণমূল থেকে টিকিট না পাওয়ায় ক্ষোভ ছিল অর্জুন সিংয়ের। তৃণমূল ছেড়ে ফের বিজেপিতে ফিরেছিলেন তিনি। প্রত্যাশামতোই বিজেপির তরফে দ্বিতীয় দফার প্রার্থী তালিকায় তাঁর নাম থাকল। লোকসভা প্রার্থী হিসাবে নাম রয়েছে সদ্য তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া তাপস রায়। নাম রয়েছে কলকাতা হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামও। কলকাতা উত্তর থেকে বিজেপির হয়ে দাঁড়াচ্ছেন তাপস রায়। ব্যারাকপুর থেকে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে আরও একবার লড়বেন বিদায়ী সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি গত লোকসভা ভোটে বিজেপির হয়ে এই কেন্দ্রে জিতে সাংসদ হয়েছিলেন। প্রাক্তন বিচারপতির অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় লড়বেন তমলুক থেকে।

এ ছাড়া বিজেপির দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকা ঘিরে নানা জল্পনার একটি ছিল বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে নিয়ে। বিজেপির প্রথম তালিকায় দিলীপের নাম না থাকায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল, তাঁর পুরনো বদল হবে কি! সেটাই সত্যি হল। দিলীপ ঘোষকে প্রার্থী করা হয়েছে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে। মেদিনীপুরে দিলীপের পুরনো কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করেছে আসানসোলের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালকে।

জানা গিয়েছে, আগেই বৈঠক হলেও রবিবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকে বসেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। এর পরেই ঘোষণা করা হয় প্রার্থীদের নাম। সন্দেশখালি গত একমাসে রাজ্য রাজনীতিতে উঠে এসেছে। বঙ্গে বিজেপির অন্যতম হাতিয়ার সন্দেশখালি। সেখানকার বসিরহাট কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে স্থানীয় এক

গৃহবধূকে। তাঁর নাম রেখা পাত্র। সন্দেশখালির ঘটনায় এই রেখাই এফআইআর দায়ের করেছিলেন শিবু হাজরাদের বিরুদ্ধে।

একনজরে বিজেপির দ্বিতীয় দফার তালিকা

উত্তর কলকাতা :	তাপস রায়
দক্ষিণ কলকাতা :	দেবশ্রী চৌধুরী
দমদম :	শীলভদ্র দত্ত
ব্যারাকপুর :	অর্জুন সিংহ
বর্ধমান দুর্গাপুর :	দিলীপ ঘোষ
বর্ধমান পূর্ব:	অসীম সরকার
মেদিনীপুর:	অগ্নিমিত্রা পাল
রায়গঞ্জ :	কার্তিক পাল
শ্রীরামপুর :	কবীর শঙ্কর বোস
আরামবাগ :	অরূপকান্তি দিগার
তমলুক :	অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
বসিরহাট :	রেখা পাত্র
বারাসত:	স্বপন মজুমদার
কৃষ্ণনগর :	অমৃতা রায়
জলপাইগুড়ি :	জয়ন্ত রায়
দার্জিলিং :	রাজু বিস্তা
জঙ্গিপুর :	ধনঞ্জয় ঘোষ
মথুরাপুর :	অশোক পুরকাইত
উলুবড়িয়া :	অরুণউদয় পালচৌধুরী

সন্দেশখালিতে ফের সিবিআই, ইডির ওপর আক্রমণের ঘটনায় আটক আরও ১ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সন্দেশখালিকাণ্ডে ফের অ্যাকশনে সিবিআই। রবিবারের বেলা বাড়তে সন্দেশখালি পৌঁছে যান সিবিআই আধিকারিকেরা। স্থানীয় সূত্রে খবর, সরবেড়িয়ার বিভিন্ন জায়গার দোকান ও বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয় ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। শাহজাহান শেখের নামাঙ্কিত বাজারে হানা দেওয়ার পাশাপাশি বাজার থেকে কিলোমিটার খানেক দূরে একটি মুদিখানার দোকানেও হানা দেন গোয়েন্দারা। বেশ কিছু ক্ষণ ধরে কথা বলার পর মুদিখানার মালিককে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় সিবিআই। সূত্রের খবর, সিবিআইয়ের একটি গাড়ি কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। আর একটি দল সন্দেশখালির বাজারে থেকে 'শেখ শাহাজাহান মার্কেট' ঘুরে ঘুরে দোকানদারের সঙ্গে কথা বলে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর কয়েক জন জওয়ান। প্রসঙ্গত, ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালিতে ইডি অফিসরদের

উপর হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয় কয়েকজনকে। তাঁদের মধ্যেই দুই অভিযুক্তকে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই দুই অভিযুক্ত স্থানীয় এক দোকানদারকে চিহ্নিত করে। এরপরই ওই দোকানদারকে আটক করেন সিবিআই আধিকারিকরা। এদিকে সিবিআই সূত্রে জানা যাচ্ছে, গত ৫ই জানুয়ারি কী ঘটেছিল, কোন দিকে থেকে অভিযুক্তরা এসে ইডি আধিকারিকদের উপর হামলা চালিয়েছিল, সেই ঘটনার পুনর্নির্মাণ করেন সিবিআই আধিকারিকরা। ঘটনার সময় কারা উপস্থিত ছিলেন সেই প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথাও বলেন গোয়েন্দারা। শুধু তাই নয়, যে সিআরপিএফ জওয়ানরা ঘটনার দিন ইডি আধিকারিকদের সঙ্গে ছিলেন, তাঁদেরও রবিবার সরবেড়িয়ায় নিয়ে আসে সিবিআই। তাঁদের কাছ থেকেও তথ্য জানার চেষ্টা করছেন তাঁরা।

পাহাড়ে পদ্মের জয়রথ থামাতে মরিয়া ঘাসফুল

শুভাশিস বিশ্বাস

দার্জিলিং: দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্র ভারতীয় রাজনীতিতে এক আলাদা মাত্রা পায় তাদের গোর্খাল্যান্ডের দাবির কারণে। এই গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়েছে বহুকাল আগে থেকেই। পাহাড়ের রং বদলানোর মতোই গোর্খাল্যান্ড থেকে শুরু করে উন্নয়নের ইস্যু ঘিরে দার্জিলিংয়ের রাজনৈতিক চেহারা বদলেছে ক্ষণে-ক্ষণে। স্বাধীনতার পর থেকে অধিকাংশ সময় দার্জিলিংয়ে ক্ষমতার হাতবদল হয়েছে জাতীয় কংগ্রেস এবং সিপিআই(এম)-এর মধ্যে। হিসেব বলছে দার্জিলিং কেন্দ্র থেকে ১৯৫৭, ১৮৬২, ১৯৭৭, ১৯৯১,২০০৪-মিলিয়ে মোট পাঁচবার বিজয়ী হয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী। অন্য দিকে, সিপিআই(এম) জয় পেয়েছে ১৯৭১, ১৯৮০, ১৯৮৪, ১৯৯৬, ১৯৯৮, ১৯৯৯ -এ। মোট ছয়বার। মাঝে ১৯৬৭ সালে নির্দল প্রার্থী আর ১৯৮৯ সালে গোর্খা ন্যাশনাল লিগ ফ্রন্টের প্রার্থী জয়ী হন। ২০০৯ সাল থেকে এই লোকসভা কেন্দ্র বিজেপির দখলে। বর্তমান সাংসদ রাজু বিস্তা। এখনও পর্যন্ত এই লোকসভা কেন্দ্রে একবারও জেতেনি তৃণমূল। ফলে এবার দার্জিলিংয়ের ইতিহাস বদলাতে মরিয়া শাসক দল। দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে মোট সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র। কালিম্পং, দার্জিলিং, কার্শিয়াং, মাটিগারা-নকশালবাড়ি, শিলিগুড়ি, ফাঁসিদেওয়া, ও চোপরা।

কালিম্পং রয়েছে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার দখলে আর চোপরা তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। একুশের বিধানসভা ভোটে বাকি পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রেই উড়েছে গেরুয়া আবির। ফলে স্যাফ্রন ব্রিগেড এই লোকসভা কেন্দ্রে জয় নিয়ে বেশ কিছুটা আত্মবিশ্বাসী।

এবারের নির্বাচনেও এই কেন্দ্রে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দল বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস এবং সিপিআই(এম)। দার্জিলিংয়ের মোট ভোটদাতার সংখ্যা ১৬,১১,৩১৭। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে ভোট পড়েছিল মোট ৭৮.৬৫ শতাংশ। মোট জনসংখ্যার ৬৬.৬৮ শতাংশ গ্রামে এবং ৩৩.৩২ শতাংশ শহরে বসবাস করেন। এঁদের মধ্যে ১৭ শতাংশ তফসিলি জাতি এবং ১৮.৯৯ শতাংশ তফসিলি উপজাতি।

এই কেন্দ্রের রাজনীতি প্রথম থেকেই আবর্তিত হয়েছে চা শ্রমিকদের সংগঠনকে কেন্দ্র করে। প্রাথমিকভাবে শ্রমিক সংগঠনগুলি কংগ্রেসের দখলে ছিল। পরে তা ঝোঁকে বামেদের দিকে। যার প্রতিফলন পড়ে লোকসভা নির্বাচনেও। এরপর গত শতাব্দীর আটের দশকের শেষদিকে দার্জিলিংয়ে ছড়িয়ে পড়ে পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে আন্দোলন। রাস্তার আন্দোলনকে সংসদে পৌঁছে দিতে রাজনৈতিক দল, গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট গঠন করেন আন্দোলনকারীরা। এই আন্দোলনের হাত ধরে ১৯৮৯ সালের নির্বাচনে জয়ী হন গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের ইন্দ্রজিৎ। এরপর অবশ্য গতি হারায় এই আন্দোলন। ফের রাজনৈতিক লড়াই শুরু বাম-কংগ্রেসের মধ্যে। ২০০৮ সাল থেকে ফের গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের জেরে অশান্ত হয় পাহাড়।

এরপর দুয়ের পাতায়

হোলির দিন শিয়ালদহ ও হাওড়া বিভাগে শতাধিক ট্রেন বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার ২৫ তারিখে দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে শহরতলির ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার কথা জানাল পূর্ব রেল। হাওড়া ও শিয়ালদা দুই বিভাগে একাধিক ট্রেন বাতিল করল পূর্ব রেল। দোলযাত্রার দিন সকালে যাত্রী সংখ্যা অত্যাধিক কম থাকার কারণেই শিয়ালদহ বিভাগে ২৩৪ টি ও হাওড়া বিভাগে ৬৫ টি ট্রেন বাতিল পূর্ব রেল বাতিল ঘোষণা করেছে। সোমবার শিয়ালদা বিভাগে বাতিল হওয়া ট্রেনের তালিকা।

মেন লাইনে

শিয়ালদহ - বর্ধমান ৩১১৫১/৩১১৫২ (২ টি)

শিয়ালদহ - রানাঘাট ৩১৬০১, ৩১৬১৩, ৩১৬১৭, ৩১৬৩১/৩১৬০২, ৩১৬১৪, ৩১৬২৪, ৩১৬৩৪ (৮ টি)

রানাঘাট - গেদে ৩১৭৪৭, ৩১৭৫৩, ৩১৭৫৫, ৩১৭৪৪, ৩১৭৪৬, ৩১৭৪৮, ৩১৭৫০, ৩১৭৫৪, (৮টি)শিয়ালদহ - গেদে ৩১১৯১১, ৩১৯১৭, ৩১৯২৬, (৩টি)

রানাঘাট /কৃষ্ণনগর - শান্তিপুর ৩১৫৮৫/৩১৫৮৬ (২টি)

কৃষ্ণনগর - রানাঘাট ৩১৭২৩, ৩১৭২৫, ৩১৭২২, ৩১৭২৬, (৪টি) শিয়ালদহ - কৃষ্ণনগর ৩১৮০১, ৩১৮১৩, ৩১৮৩১, ৩১৮০২, (৪টি)

নৈহাটী - রানাঘাট ৩১৭১১, ৩১৭১২, (২টি)

রানাঘাট - শান্তিপুর ৩১৭৮১, ৩১৭৮৩, ৩১৭৮২, ৩১৭৮৪, ৩১৭৮৬, (৫টি)

শিয়ালদহ - শান্তিপুর ৩১৫১১, ৩১৫১৫, ৩১৫২১, ৩১৫২৭, ৩১৫১২, ৩১৫২২, ৩১৫২৮, ৩১৫৩৪, (৮টি) রানাঘাট - বনগাঁ ৩৩৭১১, ৩৩৭১৩, ৩৩৭১৭, ৩৩৭১৯, ৩৩৭২৯, ৩৩৭৩৩, ৩৩৭১৬, ৩৩৭২০, ৩৩৭২৪, ৩৩৭৩২, (১০টি)

শিয়ালদা - ব্যারাকপুর ৩১২১৫, ৩১২১৭, ৩১২১৯, ৩১২২৩, ৩১২২৫, ৩১২২৭, ৩১২২৯, ৩১২২৯, ৩১২৩১, ৩১২৩৭, ৩১২১৬, ৩১২১৮, ৩১২২০, ৩১২২৪, ৩১২২৬, ৩১২২৮, ৩১২৩০, ৩১২৩৬, ৩১২৪০, ৩১২৪২, (২০টি)

বিধাননগর রোড - ব্যারাকপুর ৩১২৬১ (১টি)

বিধাননগর রোড - নৈহাটি ৩১৪৭১ (১টি)

শিয়ালদা- নৈহাটি ৩১৪১৩, ৩১৪১৭, ৩১৪২৩, ৩১৪২৫, ৩১৪২৭, ৩১৪৩৫, ৩১৪৩৭, ৩১৪৪৩, ৩১৪১৬, ৩১৪১৮, ৩১৪২৪, ৩১৪৩২, ৩১৪৩৪, ৩১৪৩৮, ৩১৪৪০, ৩১৪৫০ (১৬টি)

দেশজুড়ে ৪৫টি আসনে ভোটে লড়া ও তৃণমূলের দেশ গঠনে কোনো ভূমিকা নেই উদয়নারায়ণপুর থেকে হুঙ্কার শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার দোলযাত্রার আগেরদিন হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর এলাকাতে দলীয় জনসভা থেকে লোকসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের দাবিকে কার্যত উড়িয়ে দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঞ্চ থেকে তিনি শাসকদলকে আক্রমণ করে বলেন, দেশে মোট লোকসভার আসন সংখ্যা ৫৪৩টি, আর সরকার গড়তে লাগবে ২৭২ টি আসন। অথচ দেশজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্যান্য রাজ্যে ৪৫ টি আসনে। তাই কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচনে তৃণমূলের দাবির কোনো যৌক্তিকতা নেই। পাশপাশি শুভেন্দু দাবি করেন,লোকসভা ভোটে পঁয়তাল্লিশ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ও তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে ভোট নষ্ট করা। এছাড়াও উলুবেড়িয়া লোকসভা আসনে তৃণমূলের প্রার্থী সাজদা আহমেদের কার্যকারিতা নিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'এখানকার সাংসদকে দেখা যায় নাকি! তোমার দেখা নাই, তোমার দেখা নাই। শুধু তৃণমূলের মাতব্বররা ঘুরে বেরাচ্ছে।'

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের খতিয়ান দিয়ে শুভেন্দু দাবি করেন, উদয়নারায়ণপুর এলাকাতে সাধারণ মানুষ এই প্রকল্প পায়নি, যার মধ্যে ইজ্জত ঘর, উজ্বালা গ্যাস সহ বিভিন্ন প্রকল্প রয়েছে। সব কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা লুট করেছে তৃণমূল বলেই অভিযোগ তোলেন বিরোধী দলনেতা। রবিবারের সভা থেকে তৃণমূলের নেতাদের উদ্দেশে হুমকি দিয়ে বলেন, ' বন্ধুরা শান্তি রাখতে হবে। বিজেপির সঙ্গে ভালো ব্যবহার রাখতে হবে। সব দিন কারোর সমান যায় না। যা যা করেছেন তা যদি বিজেপি সুদে আসলে তুলতে চায়, তাহলে পালাবার পথ খুঁজে পাবেন না।'

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৫ শে মার্চ। ১১ ই চৈত্র। সোম বার। দোল পূর্ণিমা তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা, বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ পাদ দোষ সকাল ১০/১৬ র পরে দোষ নেই।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন সুযোগ অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দোল পূর্ণিমা মেকানিক্যাল কর্মে যারা আছেন তাদের শুভ। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের ভালো। বিদ্যার্থীদের শুভ, সুযোগ আসবে বিশেষত যারা কর্মের অনুসন্ধানে রয়েছেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আজ শ্রী শিবের পুজো করুন।

বৃষ রাশি : দোল পূর্ণিমা পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোন একজন পুরাতন বান্ধব দ্বারা উপকৃত হবেন। মাসি সম্পর্কিত কোন প্রবীণ মহিলা দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। সন্তানের সাফল্যে আনন্দবৃদ্ধি। ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি আসবে, অর্থ লাভের সম্ভাবনা। যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা বাড়ি তে আমপাতা টাঙান শুভ হবে।

মিথুন রাশি : দোল পূর্ণিমা পরিবারের তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। মনের মধ্যে নৈরাশ্য হতাশা কেটে যাবে। এক বান্ধবীর সহযোগিতায় মনের জোর বাড়বে। ব্যাংকিং এবং ইন্সুরেন্সের খোঁজখবর নিন, কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কোন প্রয়োজন হতে পারে। আধার কার্ড এবং প্যান কার্ড বিষয়ে সচেতন থাকুন। কোন প্রয়োজন হতে পারে। যারা পাসপোর্ট করে বিদেশে রওনা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তাদের জন্য শুভ যোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

কর্কট রাশি : দোল পূর্ণিমা সুন্দর বাতাবরণ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সকালে চায়ের টেবিলে কোন পজিটিভ চিন্তাধারার বাস্তবায়িত হতে পারে। প্রবীন মহিলা মাতৃ সম্পর্কিত মাসি সম্পর্কিত তার দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি, তবে জল ভ্রমণে বাধা। শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো যারা কর্মের আবেদন করেছেন তাদের জন্য কোন নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। ভগবান দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : দোল পূর্ণিমা দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। মানসিক অবসাদ থেকে বেরিয়ে আসবেন। নার্ভের যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল সুস্থতার দিকে আসবেন। দুশ্চিন্তা নাশ হয়ে কোন স্বজনের দ্বারা বিশেষ উপকার পাবেন। পরিবারের সহানুভূতি পাবেন, সম্মান পাবেন, বাড়ির প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। আঞ্চলিক মানুষের সহযোগিতায় কোন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। ব্যবসায়িক একটি বড় চুক্তির সম্ভাবনা ছিল তা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : দোল পূর্ণিমা যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের শুভ। যারা খাদ্যদ্রব্য বা হোটেল ব্যবসায় আছেন তাদের জন্য শুভ। স্বজনের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শিক্ষক বা অধ্যাপক দের এক নতুন সম্মান প্রাপ্তির দিন। এন জি ও তে যারা চাকরি করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বেল পাতা দিন শুভ হবে।

তুলা রাশি : দোল পূর্ণিমা ব্যবসায়িক কোনো ঋণ বিষয় দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সন্তানের কারনে, সকালবেলায় চায়ের টেবিলে বিতর্ক তৈরি হবে। রান্না করা বাজার করা, বিষয় নিয়ে পরিবারে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। যাকে বিশ্বাস করেছিলেন তিনি সহযোগিতা নাও করতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাধা পড়বে, তাদের বিদ্যা ভাগ্যে ধৈর্য ধরলে, অতীব শুভ দিন আগত। ভগবান গনেশজি চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন অতীব শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে অশান্তির বাতাবরণ। সকাল বেলায় ভুল বোঝাবুঝি। কাউকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি কাজটি না করে দেওয়ার জন্য, দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি এবং পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। ছবি আঁকা লেখালেখি যারা করেন তাদের কিছু বাধা আজকের দিন পড়বে। কর্মপ্রার্থী যারা তারা চেষ্টা করুন, হাল ছাড়বেন না। দেব দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্ব পত্র দিয়ে দিন শুরু করুন অতীব শুভ হবে।

ধনু রাশি : দোল পূর্ণিমা বান্ধবীর সহযোগিতায় কাজটি হয়ে পড়বে। নতুন যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন, তা দেখে নেওয়া ভালো। ধৈর্য ধরলে, অপেক্ষা করলে জিনিসটি ভালো হবে। স্ত্রী বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। প্রতিবেশীর দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা। নারায়ণ শ্রীবিষ্ণুর চরণে, তুলসীপত্র দিলে অতীব শুভ ফল পাবেন।

মকর রাশি : দোল পূর্ণিমা দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে যাবে।সন্তানের জন্য যে দুশ্চিন্তা করেছিলেন, যে খবর শুধুমাত্র প্রতিবেশী জানে, আজ শুভ হবে। আইন বা মামলা তার শুভ ফল পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ভাগ্য। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন। বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : দোল পূর্ণিমা। আলস্য এবং নৈরাশ্য জন্য যোগাযোগে বাধা পড়বে। ব্যাংকিং বা ইন্সুরেন্স এর দৌড়াদৌড়ি হবে কিন্তু তা কাজে রূপান্তরিত হবে না। আজ যেখানে যাবেন মনে করেছিলেন কিছুতেই সেখানে যাওয়া গেল না। গ্রহ বাধা রয়েছে, ধৈর্য রাখলে আগামীতে অবশ্যই শুভ দিন হবে। তামার পয়সা বট বৃক্ষের তলায় রাখুন দিনের বেলায়, শুভ হবে।

মীন রাশি : দোল পূর্ণিমা।অযথা বিতর্কের মধ্যে না যাওয়া ভালো। সকাল থেকেই তর্ক বিতর্কের একটা পরিবেশ তৈরি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে। দাম্পত্যে ভুল বোঝাবুঝি, গৃহবধুরা একটু ধৈর্য রাখলে আগামীতে শুভ সময় আসন্ন। বিদ্যার্থীদের জন্য কোন বই বা খাতা বা বিদ্যা সামগ্রী কেনার জন্য, স্কুল কলেজের ফি নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এই অশান্তি থেকে বেরিয়ে আসতে বিল্বপত্র প্রদান করুন পারবেন শুধু ধৈর্যের বলে। ওম নমঃ শিবায় এই নামে বাবা বিশ্বনাথের চরণে শুভ হবে।

(চৈত্র দোল পূর্ণিমা সকাল ১১/৪৮ মিনিট পর্যন্ত।
শ্রীশ্রী চৈতন্যঅব্দ। শ্রী কৃষ্ণ দোলযাত্রা।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

পূর্ব রেলওয়ের বর্ণাঢ্য উদ্যোগ ব্যারাকপুর স্টেশনের দেওয়ালে ঐতিহাসিক চিত্রকথন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:ফ এই নান্দনিক উদ্যোগে, পূর্ব রেল ব্যারাকপুর স্টেশনের চারপাশের বাইরের দেওয়ালগুলিতে রঙিন চিত্রকর্মের এক বর্ণিল সমারোহে সাজানোর আয়োজন করে এক বর্ণময় যাত্রার পথে এগিয়ে চলেছে। শুধুই রেল স্টেশনের সঙ্গে এই শহরের সংযোগ আরও সুদৃঢ় করা নয়, এটি হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত এই মনোরম উপশহরের সমগ্র অঞ্চলের নান্দনিক মূল্য বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রেও কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রাচীরে নান্দনিক চিত্রকর্মগুলির বিষয়বস্তু ব্যাপক পরিসরে বিস্তৃত। স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মরণীয় ঘটনাগুলির চিত্রায়ন থেকে শুরু করে আমাদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ক্রমিক বিবর্তনের চিত্রায়ন পর্যন্ত বিস্তৃত। উল্লেখ্য, ব্যারাকপুরকে ইতিমধ্যেই 'অমৃত ভারত স্টেশন' হিসাবে গড়ে তোলার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে ফলে অতি দ্রুত গতিতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম শুরু হওয়ার সঙ্গে এটি সামগ্রিকভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে।

৭৫০ মিটার দীর্ঘ রেলের প্রাচীর, ব্যারাকপুর রেলওয়ে স্টেশনের পাশে ঐতিহাসিক কাহিনির এক অপূর্ব ক্যানভাসে পরিণত হয়েছে। এই চিত্রকর্মগুলি আমাদের জাতির গৌরবময় অতীতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে জীবন্ত করে তুলেছে। ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে মঙ্গল পাণ্ডে'র বিদ্রোহ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধিজির অবদান-এর মতো ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি এই চিত্রকর্মগুলিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহ-এর অমর কাহিনি এবং স্বামী বিবেকানন্দ, ক্ষুদিরাম বসু, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু-র মতো জাতীয় বীরদের সম্মান জানিয়ে তাদের চিত্রকর্ম দেওয়ালগুলিকে আরও মহিমান্বিত করে তুলেছে।

এছাড়াও, এই উদ্যোগটি কেবল ঐতিহাসিক স্মৃতিচারণেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং এটি বিনোদন এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপাদানগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করে। দুর্গাপূজার মতো উৎসবের আনন্দময় মুহূর্তের চিত্রায়ন ও চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী রেলওয়ে প্রাঙ্গণে এক আকর্ষণীয় চমক প্রদান করবে। পূর্ব রেলের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র এই প্রশংসনীয় উদ্যোগের প্রতি তাঁর মতামত প্রকাশ করে বলেন, ব্যারাকপুর এলাকা স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং এই ইতিহাস, সঙ্গে বাংলার বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ধারা

২০১৯ সালের জয়ের মার্জিন ছাপিয়ে যাবে, বললেন অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ফের ব্যারাকপুর কেন্দ্রের অর্জুন সিংয়ের ওপর আস্থা রাখল গেরুয়া শিবির। রবিবার রাতে বিদায়ী সাংসদ অর্জুন সিংয়ের নাম ঘোষিত হল ব্যারাকপুর কেন্দ্রে। নাম ঘোষণা হতেই অকাল দীপাবলির চেহারা নিল জগদ্দলের মজদুর ভবন চত্বর। প্রার্থী পদ ঘোষণার পর ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং দাবি করলেন, ২০১৯ সালের জয়ের মার্জিন ছাপিয়ে যাবে ২০২৪ সালে। বিজেপি প্রার্থী বলেন, দল তাঁর ওপর আস্থা রেখেছে। আশা ছিল দল তাঁকে প্রার্থী করবে। তাই আগে থেকেই তিনি প্রচারে নেমে পড়েছেন। সাংসদের ক্ষোভ, পুরসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট লুঠ করেছে শাসকদল। এবার সেই লুটের জবাব দেবে বাংলার মানুষ। প্রতিদ্বন্দ্বী পার্থ ভৌমিক নিয়ে বিদায়ী সাংসদের প্রতিক্রিয়া, পার্থ ভৌমিকের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই নয়। তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করছে পুলিশ আর গুন্ডা ।

স্মার্ট যুগে মানুষের স্মার্ট পছন্দ, দোল উৎসবে ভেষজ আবিরেই ভরসা ক্রেতাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার বাঙালির দোল যাত্রা উৎসব। আর সেই উৎসব উদযাপন করতে সাধারণ মানুষ ভেষজ আবিরের উপরেই ভরসা রাখছেন। স্মার্ট ফোনের যুগে এখন অধিকাংশ লোকেরাই অতীতের চেয়ে বেশি স্বাস্থ্য সচেতন হয়েছেন। বাঙালির রং খেলার দিকেও স্বাস্থ্যের দিকটি বিবেচনা করছেন। ২৫ মার্চ দোল পূর্ণিমায় ছোট থেকে বড় সকলেই রং খেলায় মাতবেন। আর এই রং থেকে তাদের গায়ের চামড়ায় যাতে কোনওরকম রোগ না জন্মায় তাই আগেভাগেই সচেতন সাধারণ মানুষ। ক্রেতা, বিক্রেতা উভয়েই বলছেন এখন দোকানে ভেষজ আবিরের চাহিদাটাই বেশি। মাঝের কিছু বছরে কেমিক্যাল মিশ্রিত জলে গোলা রং ও বালি মিশ্রিত আবির চাহিদাতে ঢুকলেও ফের ভেষজ আবিরের বাজার অনেকটাই বেড়েছে। এই বছরেও তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। ক্রেতারা আবির কিনতে এলেই আগে ভেষজ আবির চাইছেন। বেশ কয়েক বছর আগে দোল পূর্ণিমার দিনেই রং খেলায় নামতেন সকলেই। কিন্তু বর্তমান যুগে দোল যাত্রার অনেক আগে থেকেই বাঙালি বসন্ত উৎসবটাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছে। রবি ঠাকুরের গানে আবির উড়িয়ে বসন্ত উৎসব পালন করেন। তাই এখন অনেক বিক্রেতারা দোল যাত্রার কদিন আগে থেকেই রংয়ের পসরা সাজিয়ে বসেন কিছু লাভের আশায়। তেমনি হাওড়া চুনাভাটি এলাকায় দেখা গেল নানা রঙের পিচকারি, টুপি, মুখোশ সহ নানা রঙের আবির এবং রং নিয়ে বসেছেন।

বিপ্লব ভট্টাচার্য আবির বিক্রেতা জানান, তিনি প্রত্যেক বছর রঙের পসরা সাজিয়ে বসেন এখনো হাতে দুটো দিন আছে তবে কম বিক্রি হচ্ছে। ভেষজ আবিরকেই নতুন প্রজন্মরা বেছে নিয়েছে।

কঠিন লড়াই, তবু জিতবেন, পিয়া'র বিশ্বাস

অশোক সেনগুপ্ত

শেষ রাতে ঘুম থেকে ওঠা অভ্যাস পিয়া সাহার। কিন্তু প্রচারের চাপে এখন প্রায় গোটা দিনটা এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে ঘুমোতে ঘুমোতে রাত প্রায় সাড়ে ১২টা। ৬টার আগে আর ঘুম ভাঙে না।

ক'দিন হল বদলে গিয়েছে পিয়ার দৈনন্দিন রুটিন। নিছকই গ্রাম্য বধূ। ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলে কে খুঁজে পাবেন প্রার্থীকে? গ্রামবাংলা যেন তাঁকে বলে তুমি তো আমাদেরই মেয়ে। এই বৈশিষ্ট্যই বুঝি বল জোগাচ্ছে পিয়ার। দৈনন্দিন রুটিন বদলে গিয়েছে ভোটের প্রচারে।

গত ৩ মার্চ বিজেপি লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থীপদ পাওয়ার পর দিনই সাংগঠনিক জেলা সভাপতি (বোলপুর) সন্ন্যাসীচরণ মণ্ডলের কীর্ণাহারের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আশীর্বাদ নিতে যান বিজেপির বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী পিয়া সাহা। পরে শান্তিনিকেতনে বিজেপির দলীয় কার্যালয়েও যান পিয়া। প্রার্থী হতে অনেকেই উন্মুখ ছিলেন। দল তবু পিয়ার ওপর আস্থা রেখেছে। তাই প্রচারে চেষ্টার কোনও ফাঁক রাখতে রাজি নন পিয়া। রোজ সকাল ৯টা নাগাদ ৩-৪ জন সঙ্গীকে নিয়ে গাড়ি ভাড়া করে বেরিয়ে পড়ছেন। এলাকায় গেলে জড়ো হয়ে যান আরও অনেকে।

কোনও এক কার্যকর্তার বাড়িতেই হয় দুপুরের খাবার। বিকেলে কেবল এক কাপ লিকার চা। রাতে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ৯টা। তার পরেও সাংবাদিকদেরা কেউ কেউ যোগাযোগ করেন। ঘরের কিছু কাজ তো থাকেই! তার পর রাতের খাবার।

এত খাটনিতে খাবারটা একটু কি কম হয়ে যাচ্ছে? পিয়ার জবাব, না, আমি ইচ্ছে করেই কম খাচ্ছি। রোজ সকালে যোগা করার পর আখরোট, বাদাম, কাজু-কিশমিশ আগের মতোই খাচ্ছি। তবে, মেনুতে দুটো পরিবর্তন এনেছি। প্রাতঃরাশে এবং রাতে আটার রুটি বাদ দিয়েছি। খাচ্ছি হালকা খাবার। আর, সকালে রোজ চেষ্টা করছি ডাবের জল পান করার। প্রচারের চাপে আর একটা জিনিস সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিছু অভাবী ঘরের ছেলেমেয়ে পড়ে পিয়ার কাছে। আপাতত তার সময় হচ্ছে না। তিনি এবং স্বামী, পুত্র, শ্বশুর, শাশুড়ি; মোট ৫ জনের সংসার। ঘরের পূর্ণ দায়িত্ব এখন শাশুড়িমা তাঁর কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

প্রচারের খরচ? পিয়া জানান, গাড়ির ভাড়া এবং আনুষঙ্গিক খরচ কোনও সক্ষম কার্যকর্তা দিয়ে দিচ্ছেন। প্রতিদিন সেই খরচ লিখে রাখি। প্রার্থীর জন্য বরাদ্দ অর্থ কবে, কত আসবে জানিনা। এলে সেই কার্যকর্তাকে দিয়ে দেব।

২০১৫-তে বিজেপি-তে যোগ দিয়েই পুরসভা ভোটে সাঁইথিয়ার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী হয়েছিলেন। এরপর ২০১৬ এবং ২১ সালে দু'বার সাঁইথিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন পিয়া। গত বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর প্রার্থীপদ নিয়ে দলের একাংশের 'অসন্তোষ' দেখা দিয়েছিল। একযোগে বেশ কয়েক জন নেতা, নেত্রী চিঠি লিখে পদত্যাগও করেন। এ বারেও পিয়া প্রার্থী হওয়ার দিনই তাঁর প্রার্থীপদ নিয়ে কটাক্ষ করে পোস্ট করেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক অনুপম হাজরা।

২০১৯-এর লোকসভা ভোটে বোলপুর কেন্দ্রে তৃণমূলের অসিত মাল ১ লক্ষ ৬ হাজার ৪০২ ভোটে হারিয়েছিলেন বিজেপি-র রমাপ্রসাদ দাসকে। এত প্রতিকূল অবস্থাতেও তিন বার ভোটে হেরে যাওয়া পিয়া মনে করছেন, এবার ফল অন্যরকম হবে। বুকভরা আশা নিয়ে তাই রোজ চেষ্টা করছেন যতটা ভোটদাতার সান্নিধ্যে আসা যায়। ১৯৬২ সালের লোকসভা কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৯-এ এটি তপসিলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত হয়। কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট, আউশগ্রাম (এসসি), বোলপুর, নানুর (এসসি), লাভপুর ও ময়ূরেশ্বর; এই সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে গঠিত বোলপুর লোকসভা কেন্দ্র। এগুলোর তিনটি পূর্ব বর্ধমান জেলায়, চারটি বীরভূমে। এই কেন্দ্রে ভোটদাতা প্রায় ১৭ লক্ষ। বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের ভোট চতুর্থ পর্যায়ে, ১৩ মে।

পাহাড়ে পদ্মের জয়রথ থামাতে মরিয়া ঘাসফুল

প্রথম পাতার পর

এবার গোর্ণাল্যান্ডের স্বপ্ন পূরণে গেরুয়া শিবিরের উপর ভরসা করা শুরু করে দার্জিলিং। ২০০৯ লোকসভা নির্বাচন থেকেই কার্যত দার্জিলিং কেন্দ্রে রাজনৈতিক বিন্যাস পালটাতে শুরু করে। জাতিসত্তার ইস্যু সামনে রেগে পাহাড়ে শুরু হয় গেরুয়া শিবিরের আধিপত্য। সমতলের পাশাপাশি পাহাড়েও কংগ্রেস ও বামেদের সাংগঠনিক শক্তির অবক্ষয় বাড়ে। আর তা পুষ্টি জোগায় গেরুয়া শিবিরকে। ২০০৯ সালে বিজেপির যশবন্ত সিং ৫১.৫০ শতাংশ ভোট পেয়ে এই আসনে নির্বাচিত হন। অন্যদিকে বামেদের প্রাপ্ত ভোট ছিল ২৫.২৯ শতাংশ। আর কংগ্রেসের দাওয়া নরবুলার প্রাপ্ত ভোট ছিল ১৯.৪৩ শতাংশ। যেণানে ২০০৪ লোকসভা নির্বাচনে সিপিএমের মণি থাপাকে পরাজিত করে জয়ী হন কংগ্রেসের দাওয়া নরবুলা। তার প্রাপ্ত ভোট ছিল ৩ লক্ষ ৯৬ হাজার ৯৭৬। মণি থাপা পেয়েছিলেন ২ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫৫৭ ভোট। ফলে ২০০৯ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের নিরিণে স্পষ্ট কংগ্রেসের ভোট কমে ২৫.২৭ শতাংশ এবং বামেদের ৭.৯৯ শতাংশ। এরপর ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বাম ও কংগ্রেস শিবিরের ভূমিক্ষয় অনেক বেড়ে যায়। ২০০৯ সালের তুলনায় কংগ্রেস ১১.৫৫ শতাংশ এবং সিপিএম ১০.৬৬ শতাংশ ভোট কমে। ২০১৪ নির্বাচনে বিজেপির এসএস আলুওয়ালিয়া ৪২.৭৩ শতাংশ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তৃণমূলের বাইচুং ভুটিয়া পান ২৫.৪৭ শতাংশ ভোট। বামেরা পায় ১৪.৬৩ শতাংশ ভোট। এরপর ২০১৯ নির্বাচনে পাহাড়-সমতলে কংগ্রেস ও বামেদের ভোটব্যাঙ্ক একেবারে লুট করে নেয় গেরুয়া শিবির। সেণানে কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট কমে দাঁড়ায় ৫.১৪ এবং বামেদের ৩.৯৯ শতাংশে। বিজেপির রাজু বিস্তা ৫৯.১৯ শতাংশ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। যা পাহাড়ে বিজেপির নিরঙ্কুশ আধিপত্যই চিহ্নিত করে। এদিকে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে ফের পাহাড়ে মাথাচাড়া দিয়েছে গোর্ণাল্যান্ড ইস্যু। একটি অরাজনৈতিক সংগঠনের তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে, শুধু সংসদই যথেষ্ট নয়, একইসঙ্গে জনগণকেও এই লড়াইয়ের জন্য পথে নামতে হবে। এদিকে বিজেপি দার্জিলিংয়ে পাশে পাচ্ছে বেশ কিছু স্থানীয় ছোট দলকে। তবে এবারে সেই পাহাড়ের রাশ আক্ষরিক অর্থেই কারও হাতেই নেই। পাহাড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তি ফিরিয়েছেন এবং উন্নয়ন ঘটিয়েছেন এই বার্তা নিয়ে জোর প্রচারে নেমেছে তৃণমূল। এরই পাশাপাশি ভারতীয় গোর্ণা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার সমর্থনে এবার পাহাড়ে ঘাসফুল ফোটাতে চাইছে তৃণমূল। এদিকে কংগ্রেস-সিপিএমের ভোট কাটাকাটিতে তৃণমূল কিছুটা সুবিধা পেতে পারে বলেও মনে করছেন অনেকেই।

ভোটপ্রচারের পোস্টার, লিফলেটে নজরদারি

নিজস্ব প্রকতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচন কমিশন এবার থেকে রাজনৈতিক দলের যে সমস্ত পোস্টার এবং লিফলেট ছাপানো হচ্ছে ভোট প্রচারের জন্য তা এবার নজরদারির আওতায় আনা হচ্ছে। এই ধরনের পোস্টার বা লিফলেটের প্রিন্টারের নাম ঠিকানা আবশ্যিক করা র নির্দেশ দেয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট জেলা শাসকদের। এই নিয়ম লঙ্ঘন করা হলে প্রিন্টার দের বিরুদ্ধে করা ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তাদের সতর্ক করা হয়েছে। সূত্রে জানা গেছে কমিশন এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে ১৯৫১সালের জন প্রতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী লিফলেট এর বিষয়বস্তু চাপানোর আগে তা জেলাশাসকদের জানাতে হবে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৫ মার্চ ২০২৪ ১১ চৈত্র ১৪৩০ সোমবার

রাজ্যের ৪ লক্ষ ২২ হাজার ৭৭১ জনের কাছে পৌঁছয়নি ভোটার পরিচয়পত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এখনও পর্যন্ত রাজ্যের ৪ লক্ষ ২২ হাজার ৭৭১ জনের কাছে নতুন ভোটার পরিচয়পত্র পৌঁছয়নি। এর মধ্যে ৫২ হাজার ৮৫২ জনকে তাঁদের সচিত্র পরিচয়পত্র ডাকে পাঠানো হলেও তাঁরা হাতে পাননি। কমিশন এজন্য সরাসরি দায়ী করেছে ডাক ব্যবস্থাকে। যদিও বহু জেলায় নির্বাচন আধিকারিকের দপ্তরেই এখনও পড়ে রয়েছে হাজার হাজার সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র। এদিকে নির্বাচন কমিশনের তথ্য বলছে, রাজ্যে এবার নতুন সচিত্র ভোটার পরিচয় পত্র তৈরি হয়েছে ২৮ লক্ষ ৭৬ হাজার ১১৭টি। এর মধ্যে নতুন ভোটারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪ লক্ষ ৩০ হাজার ৯৯৮। এর একটা বড় অংশের বয়স ১৮ থেকে ১৯ বছর। যাদের সচিত্র পরিচয় পত্র দেওয়া হয়। পাশাপাশি কিছু ভোটার তাঁদের পরিচয় পত্র সংশোধনের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। তাঁদেরও নতুন করে পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছে। ফলে সব মিলিয়ে ২৮ লক্ষ ৭৬ হাজার ১১৭টি সচিত্র ভোটার পরিচয় পত্র তৈরি করা হয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক নতুন ভোটার কার্ড তৈরি হলেও তার সিংহভাগ পাঠানোই হয়নি পোস্ট

অফিসে। নিয়ম অনুযায়ী, সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র তৈরির পরে কমিশন তরফে ডাকে তা ভোটারের বাড়িতেই পৌঁছে দেওয়ার কথা। ডাক বিভাগ না পারলে নির্বাচন আধিকারিকরা তা বুথ লেভেল রির্টানিং অফিসার অর্থাৎ বিএলআরও'র মাধ্যমে ভোটারদের হাতে পৌঁছে দিতে হয়। কারণ, অনেক সময়েই ডাক বিভাগ লোকাভাবের অজুহাত দেখিয়ে সময় মতো সেগুলি পৌঁছে দেয় না। কখনও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পাওয়া যায়নি তাই কমিশনের সচিত্র পরিচয়পত্র তুলে দেওয়া যায়নি বলে দাবি করে তারা। তখনই বিএলআরও সাহায্যে বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলে কমিশন।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সম্প্রতি জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠকে এনিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বৈঠকে তাঁর দেওয়া তথ্যই বলছে, গত ১৬ মার্চ পর্যন্ত রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোটার পরিচয় পত্র ডাক বিভাগে না পাঠিয়ে জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের অফিসে ফেলে রাখা হয়েছে যার মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এখনও সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র না পাওয়ার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সংখ্যার বিচারে দক্ষিণ দিনাজপুরে ৮,৫৪৩ টি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১৫,৬০৮, হাওড়ার ১৯,৪৪১, হুগলিতে ২৯,৩০৬, পূর্ব মেদিনীপুরের ১১,২৫৭টি এবং পশ্চিম বর্ধমানের ৫,৯০৮টি, উত্তর ২৪ পরগনায় ৩৭,৭৭৭টি, নদিয়ায় ২৭,৮৪৬টি সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র পড়ে রয়েছে। ফলে ভোটের সময়ে এদের সমস্যায় পড়তে হবে।

লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় ৩৫ টি-রও বেশি আসন পাবে বিজেপি, দাবি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সন্দেশখালির মা-বোনেরা যেভাবে আন্দোলন শুরু করেছেন। তাতে পরিষ্কার লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় ৩৫ টির বেশি আসন পাবে বিজেপি। আর বাংলায় আগামীদিনে সুশাসন ফিরবে। রবিবার সন্ধেয় নৈহাটির সিংহ ভবনে বিজেপির নৈহাটি-১ মণ্ডলের উদ্যোগে বসন্ত উৎসবে যোগ দিয়ে এমনটাই দাবি করলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন বিদায়ী সাংসদ চ্যালেঞ্জের সুরে বলেন, অত্যাচারী রাবণ ভাবতেন তাঁর চেয়ে শক্তিশালী কেউ নেই। কিন্তু সেই রাবণের সাম্রাজ্য শেষ হয়ে গিয়েছিল। বাংলার প্রতিবাদী মানুষ এখন অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছেন। রাবণের লঙ্কা বিনাশের মতোই তৃণমূল সরকারও বাংলা থেকে বিদায় নেবে। নৈহাটির বড়মার মন্দির নিয়ে রাজনীতি করার অভিযোগে এদিন সরব হলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ। তাঁর অভিযোগ, মায়ের প্রণামীর অর্থ লুট করা হচ্ছে। মন্দিরের নিয়ম-রীতি বলে কিছুই নেই। মন্দির সমিতির লোকজনকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হচ্ছে। পুরোহিতদের ভোটের কাজে লাগানো হচ্ছে। এটা নৈহাটির অপমান। বন্ধ গৌরীপুর জুটমিল নিয়ে বিদায়ী সাংসদ বলেন, বন্ধ গৌরীপুর মিল খোলা নিয়ে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তৃণমূল সরকার। তাঁর দাবি, তৃণমূল সরকার চলে গেলেই গৌরীপুর জুটমিল-সহ অন্যান্য বন্ধ কলকারখানাও খুলবে। অর্জুন সিং ছাড়াও বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, প্রাক্তন জেলা সভাপতি সন্দীপ ব্যানার্জি, ব্যারাকপুর জেলার সাধারণ সম্পাদক রূপক মিত্র, হালিশহরের প্রাক্তন কাউন্সিলর বন্ধু গোপাল সাহা বসন্ত উৎসবে সমবেত হয়েছিলেন।

কলকাতার ইসকন মন্দিরে দোল খেলায় মেতেছেন ভক্তরা।

ছবি- অদিতি সাহা

আইপিএস নিয়ে শুভেন্দুর অভিযোগ খারিজ রাজ্য পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আইপিএস নিয়ে শাসকদলের ওপর চাপ তৈরি করলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে শুভেন্দু দাবি করেন আইপিএস ক্যাডারদের সুনির্দিষ্ট পদে আছেন নন আইপিএস অফিসার, তাঁদের সরাতে হবে। এর পাশাপাশি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, ২০২৪ সালের ২১ মার্চ একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল নির্বাচন কমিশনের তরফে। সেই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছিল, পুলিশ সুপার এবং স্পেশ্যাল পুলিশ সুপার পদে থাকা সমস্ত নন-ক্যাডার অফিসারকে অবিলম্বে বদলি করে দিতে হবে। এই বিষয় নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট পাঠাতে হবে। এরপরই শুভেন্দু কিছু আধিকারিকদের তথ্য দিয়ে দাবি করেছিলেন, এঁরা আদৌ আইপিএস নন। এরই রেশ ধরে শুভেন্দু সিআইডির ডিআইজি সোমা দাস মিত্র, কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার শুভঙ্কর সিনহা সরকার, দুর্নীতি-বিরোধী শাখার ডিআইজি অঞ্জন চক্রবর্তী, মালদা রেঞ্জের ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) দীপনারায়ণ গোস্বামী, সিআইডির

ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল (ডিআই) শঙ্খশুভ্র চক্রবর্তী, গোয়েন্দা বিভাগের ডিআইজি রমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ একাধিক জেলার পুলিশ সুপার এবং ডিআইজি পদের অফিসারদের নাম উল্লেখ করেন। একইসঙ্গে দাবি করেন, এই সমস্ত পদে থাকা পুলিশ আধিকারিকদের নিয়মমাফিক নিযুক্ত করা হয়নি।

প্রত্যুত্তরে রাজ্য পুলিশের তরফে দাবি করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নিয়ম মেনেই এই সমস্ত পদে নিয়োগ করা হয়েছে। একইসঙ্গে রাজ্য পুলিশের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে একটি বার্তা দেওয়া হয়, শুভেন্দু অধিকারীর তরফে যে দাবি করা হয়েছে, তা 'মিথ্যা' এবং 'বিভ্রান্তিকর'। পুলিশের তরফে জানানো হয়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নিয়ম মেনেই এই নিযুক্তিকরণ করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে কোনও বেনিয়ম করা হয়নি।

উল্লেখ্য, ভোটের আগে রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই সরব হয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবারও হাওড়া জেলার একটি নির্বাচনী সভা থেকে শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, নির্বাচন কমিশনের কাছে তিনি আর্জি জানতে চান, শুধুমাত্র ভোটের সময় নয়, ভোটের আগে থেকেই পশ্চিমবঙ্গে ভিন রাজ্য থেকে পুলিশ আনা হোক। রাজ্য পুলিশ 'দলদাস' পরিণত হয়েছে বলে দাবি করে শুভেন্দু জানান, ভোটের আগে থেকেই ভিন রাজ্য থেকে পুলিশ নিয়ে এসে এই রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা হোক।

চাপ সামাল দিতে গাড়ির বকেয়া কর নেওয়া হবে মার্চের শেষ শনি-রবিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গাড়ির বকেয়া কর মেটানোর ক্ষেত্রে যে জরিমানা মকুবের জন্য যে প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছিল রাজ্য সরকারের তরফ থেকে তার সময়সীমা ছিল ৩১ মার্চ। এদিকে শেষ বেলায় চাপ এতটাই যে তা সামাল দিতে ছুটির দিনেও অফিস খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নিতে হল রাজ্য পরিবহণ দপ্তরকে। পরিবহণ দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে আগামী ৩০ ও ৩১ মার্চ, শনি ও রবিবারও অফিস খোলা থাকবে। শুধু তা-ই নয়, সময়সীমাও আরও দু'দিন বাড়ানো হয়েছে। ২ এপ্রিল পর্যন্ত ওয়েভার স্কিমের কাজ চলবে। নতুন করে গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট নেওয়া যাবে না। তবে ফিটনেস সার্টিফিকেট নেওয়া থাকলে কোনও ফাইন বা অতিরিক্ত চার্জ ছাড়াই আবেদন করা যাবে।

প্রসঙ্গত, এই ওয়েভার স্কিম-এর সময়সীমা আগেও একবার বাড়ানো হয়েছিল। আগের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ফেব্রুয়ারিতেই প্রকল্পের সময়সীমা শেষ হওয়ার কথা। বিভিন্ন পরিবহণ সংগঠনের তরফে এই সময়সীমা বাড়ানোর জন্য পরিবহণমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। এরপর পরিবহণ দপ্তরের তরফ থেকে এই সময়সীমা ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই ওয়েভার স্কিম চালু হয়েছিল গত ১ জানুয়ারি থেকে। এরপর পরিবহণ দপ্তরের তরফ থেকে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় তাতে বলা হয়েছিল, গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া থাকা কর ১ জানুয়ারি থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে মেটালে জরিমানার উপর ছাড় পাওয়া যাবে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বকেয়া মেটালে ১০০ শতাংশ কর মকুব করা হচ্ছে। ৩১ মার্চ পর্যন্ত বকেয়া মেটালে পুরো ছাড়ই মিলবে। এদিকে আবার কিছুদিন আগেই সম্প্রতি গাড়ি ও বাস মালিকদের সংগঠন 'জয়েন্ট ফোরাম অফ ট্রান্সপোর্ট অপারেটর্স'-এর তরফে পরিবহণমন্ত্রীকে সময়সীমা বাড়াতে আর্জি জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়।

নির্বাচনে বেআইনি অর্থের অপব্যবহার রুখতে নয়া উদ্যোগ আয়কর দপ্তরের

চালু হল টোল ফ্রি নম্বর, কাজে লাগানো হবে ইএসএমএস অ্যাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে বেআইনি অর্থের অপব্যবহার রুখতে নয়া উদ্যোগ নেওয়া হল আয়কর দপ্তরের তরফ থেকে। এবার টোল ফ্রি নম্বর চালু করা হল আয়কর দপ্তরে। আয়কর দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে কলকাতার পক্ষ থেকে ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকবে এই নম্বর। কন্ট্রোল রুম থেকে এর দেখভাল করা হবে। টোল ফ্রি নম্বর হল ১৮০০-৩৪৫-৫৫৪৪। এর পাশাপাশি আরও দু'টি নম্বরও চালু করা হয়েছে আয়কর দপ্তরের তরফ থেকে। এগুলি হল ০৩৩-২২৬২-৮১৫০ এবং ০৩৩-২৪৪১-০৩২৫। আগামী ৪ জুন পর্যন্ত এই কন্ট্রোল রুম সারাদিন খোলা থাকবে। আগামী ১৯ এপ্রিল থেকে লোকসভা ভোট শুরু হচ্ছে। চলবে ১ জুন পর্যন্ত। গণনা ৪ জুন। মোট সাত দফায় এবারের নির্বাচন হবে। বাংলাতেও সাত দফাতেই ভোট। ভোটের গণনার দিন পর্যন্ত আয়কর দপ্তর বেআইনি অর্থের ব্যবহারের দিকে তাদের নজরদারি চালাবে। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ এ ধরনের কোনও বিষয়ে অভিযোগ জানাতে চাইলে টোল ফ্রি নম্বর বা ল্যান্ডলাইনে ফোন করে বেআইনি অর্থের অপব্যবহার সম্পর্কে অভিযোগ জানাতে পারবেন। এছাড়া ইমেল করেও অভিযোগ জানানো যাবে।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিউটাউনে ট্রলি ব্যাগে মৃতদেহের রহস্যের কিনারা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিউটাউনে ট্রলি ব্যাগে মৃতদেহ রহস্যের কিনারা করল টেকনো সিটি থানার পুলিশ। এই ঘটনায় পটাশপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক ব্যাংক কর্মীকে। এরই পাশাপাশি আটক করা হয়েছে আরও দু'জনকে, এমনটাই পুলিশ সূত্রে খবর। এরই পাশাপাশি পুলিশ সূত্রে এও জানানো হয়েছে, ধৃতের নাম সৌম্যকান্তি জানা। বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা এলাকায়। এই ঘটনায় অসীম হালদার ও উত্তম দেকে আটক করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ব্যাংকে যাতায়াতের সূত্রেই সৌম্যর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সুবোধবাবুর কাছ থেকে ৭ লক্ষ টাকা ধারও নিয়েছিলেন তিনি। সেই টাকা ফেরত চাইতেই এই খুন বলে মনে করছে পুলিশ। খুনের পিছনে কারা-কারা জড়িত আছে তা খতিয়ে দেখছে টেকনো সিটি থানার পুলিশ।

প্রসঙ্গত, শনিবার সকালে নিউটাউন কারিগরি ভবনের পিছনে খাল থেকে লাল ট্রলি ব্যাগবন্দি মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এরপরেই তদন্তে নামে টেকনো সিটি থানার পুলিশ। জানা যায় মৃত ব্যক্তির নাম সুবোধ সরকার (৮০)। সোদপুরে একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। অন্যদিকে পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর এলাকায় নাকা চেকিং চলাকালীন শনিবার ভোররাতে একটি অ্যাপ ক্যাবে রক্ত লেগে থাকতে দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। এর পরেই সেই গাড়িটি আটক করা হয়। গাড়ির মধ্যে থাকা চালক-সহ তিন জনকে আটক করে। পুলিশ জানতে পারে তাঁরাই এই গাড়ি ভাড়া করে ট্রলি ব্যাগটি নিউটাউনে ফেলে পালাচ্ছিল। এরপর টেকনো সিটি থানার পুলিশ খবর পেয়ে পটাশপুর থেকে তিনজনকে আটক করে। মৃতদেহ ফেলতে যে গাড়িটিকে ব্যবহার করা হয়েছিল তাও বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। এরপরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় গাড়িটির সম্পূর্ণ ফরেন্সিক পরীক্ষা করা হবে। রবিবার সকালে টেকনো সিটি থানায় নিয়ে আসা হয় আপ ক্যাবটিকে। ইতিমধ্যেই ফরেন্সিকের একটি টিম ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয়।

মৃত আরও একজন, গার্ডেনরিচকাণ্ডে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১২

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গার্ডেনরিচকাণ্ডে মৃত্যু হল আরও একজনের। মৃত ৮৫ বছরের মারিয়াম বিবি। এ নিয়ে এই বহুতল বিপর্যয়ে প্রাণ হারালেন ১২ জন। এখনও তিনজনের চিকিৎসা চলছে এসএসকেএম হাসপাতালে। জানা গেছে, বৃদ্ধাকে শনিবার এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। এও জানা গেছে, দুর্ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে বৃদ্ধাকে প্রথমে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরে সেখান থেকে স্থানান্তরিত করা হয় এসএসকেএমে।

উল্লেখ্য, গার্ডেনরিচের এক নির্মীয়মাণ বহুতল ভেঙে পড়ায় বহুতলের ভগ্নস্তূপ থেকে একের পর এক মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। প্রথমে মৃতের সংখ্যা ২ শোনা গিয়েছিল। তারপর ক্রমেই বেড়েছে সংখ্যা।

গার্ডেনরিচকাণ্ডকে সামনে রেখে বিভিন্ন মহলে প্রশাসন ও পুরনিগমের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্নের মুখে পড়েছেন ওয়ার্ডের জনপ্রতিনিধির ভূমিকাও। কলকাতা পুরনিগম এসওপি তৈরি করেছে। পুরবিল্ডিং আইনের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে কলকাতা পুলিশের ফৌজদারি আইনও। বহুতল বিপর্যয় নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে কলকাতা পুরনিগম।

নির্বাচনী আবহে দোল, আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা লালবাজারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সামনেই লোকসভা নির্বাচন। আর আজ সোমবার দোল উৎসব। দোল ও হোলির দিন শহরে যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য তৎপর রয়েছে কলকাতা পুলিশ। লালবাজার সূত্রে খবর, দোলের দিন অর্থাৎ সোমবার শহরজুড়ে প্রচুর সাদা পোশাকের পুলিশ মোতায়েন থাকবে।

সূত্রের খবর, শহরজুড়ে থাকবে প্রচুর পিসিআর ভ্যান, মোটর সাইকেল পেট্রোলিং বাহিনী। এছাড়াও থাকছে মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য উইনার্স বাহিনী। সোমবার শহরের বিভিন্ন পার্কগুলিতেও বিশেষ নজর রাখবে লালবাজার।

ঘুরপথে রেশন দুর্নীতির মাথাকে ধরতে চাইছে সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:া রেশন দুর্নীতির মাথা পর্যন্ত পৌঁছতে চাইছে সিবিআই। এই মামলার এখনও পর্যন্ত তদন্ত করছে ইডি। এবার একটু ঘুরপথে দুর্নীতির মাথার কাছে পৌঁছতে চাইছে কেন্দ্রীয় এই তদন্ত সংস্থা, এমনটাই ধারনা বিশেষজ্ঞদের। কারণ, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ইডির উপর হামলার ঘটনায় শেখ শাহজাহানের মাধ্যমেই রেশন দুর্নীতির অন্যতম অভিযুক্ত জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক পর্যন্ত পৌঁছতে চাইছে সিবিআই। সেই কারণেই দিল্লির তরফে তদন্তভার স্পেশ্যাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের বদলে দেওয়া হয়েছে সিবিআইয়ের দুর্নীতি দমন শাখাকে।

এদিকে রেশনবণ্টন দুর্নীতিতে এখনও পৃথক মামলা শুরু করেনি সিবিআই। হাইকোর্টও কোনও নির্দেশ দেয়নি। আর সেই কারণেই এই ঘুরপথে রেশন দুর্নীতির মাথা পর্যন্ত পৌঁছতে চায় এজেন্সি। কারণ, আদালতে ইডি দাবি করেছে, রেশন দুর্নীতিতে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের টাকা পাচার করতে সাহায্য করেছে এই শেখ শাহজাহান।

আজ বঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস আবহাওয়া দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার দোলের দিন সকাল থেকেই দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা মেঘে ঢাকা পড়তে পারে, এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়াতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে বলে জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। এর পাশাপাশি আলিপুর আবহাওযা অফিসের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, দুটি নতুন পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আঘাত হানতে চলেছে। যার জেরে আগামী তিনদিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলিতে। বৃষ্টির অশনি সঙ্কেত রয়েছে সিকিমেও। অর্থাৎ, শুধু সোমবার নয়, দুর্যোগের আবহাওয়া থাকছে মঙ্গলবারও। মঙ্গলবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়াও বইতে পারে। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির দেখা মিলতে পারে বুধবারও।

দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি সোমবার ভিজতে পারে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং,আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির মতো জেলাগুলি। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে। বুধবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে মালদা ও দিনাজপুরে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়ার দেখা মিলতে পারে। তবে রবিবার দিনভর দুই বঙ্গেই শুষ্ক হাওয়া থাকবে বলে জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। কিন্তু, রাত থেকেই ভোল বদলাবে বাংলার আকাশ।

হাওয়া অফিস বলছে, আগামী দুই থেকে তিনদিন সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। রবিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শনিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ঘোরাফেরা করছে ৪৫ থেকে ৯১ শতাংশের আশপাশে।

সম্পাদকীয়

রামপ্রসাদের মত সাম্যবাদের পক্ষে এমন স্পষ্ট উচ্চারণ, এমন সমন্বয় চিন্তা আজকের দিনেও বিরল

এক দিকে ঈশ্বর সাধনা, অন্য দিকে সমাজের চলমান ঘটনার উল্লেখ; এই দুইয়ের মেলবন্ধন রামপ্রসাদ সেনের গানকে চিরকালীন সাহিত্য রসে সিক্ত করেছে। রামপ্রসাদ সমকালীন জমিদারি প্রথার ছবিও তুলে ধরেছিলেন অকপটে। তিনি ছিলেন মাতৃভক্ত। মায়ের কাছে অভিযোগ কিংবা আকুতির আশ্রয় ছিল তাঁর গান। নিতান্ত সহজ সুরে সে গান হয়ে উঠেছিল বাঙালির ঘরের কথা। কবির নির্মোহ, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে প্রচলিত ছক ভাঙার প্রেরণা জুগিয়েছিল। তিনি অকাতরে লিখে ফেলেছিলেন, তারা আমার নিরাকার। শাসকের বিরুদ্ধে অবলীলায় উচ্চারণ করেছেন প্রতিবাদের শব্দবন্ধ। তিনি লিখছেন; প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলাম জারি।/ ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তি, তারে দিলে জমিদারী। তোষামোদের রাষ্ট্রব্যবস্থার ঘুণপোকার বিরুদ্ধে সেই কলম আজ কোথায়? কবি লক্ষ করেছিলেন, 'কৃষ্ণ পান্তি'-রা যোগ্যতা ছাড়াই রাজত্ব পেয়ে যান। রাজা হওয়ার শখ বেশির ভাগ মানুষকে যখন উন্মত্ত করে তোলে, অনৈতিক কাজে উৎসাহ জোগায়, তখনও অসহায় মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছেন কবি রামপ্রসাদ সেন। লিখেছেন, চাই না মাগো রাজা হতে/... দু বেলা যেন পাই মা খেতে। দু'বেলা অন্ন জোটে না যেখানে, সেখানে অন্য চিন্তা বৃথা। সমাজের দুই বিপরীত ছবি দেখে কবি চরম সত্য প্রকাশ করেন। লেখেন, জানিগো জানিগো তারা, তোমার যেমন করুণা।/ কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে, কারু পেটে ভাত গেঁটে সোনা।/ কেহ যায় মা পালকি চড়ে, কেহ তারে কাঁধে করে,/ কেহ উড়ায় শাল-দুশালা, কেহ পায় না ছেঁড়া টেনা। জীবনের চলতি পথে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে, কবিরও ছিল। বহু সংশয়, বহু অভিমান, তবু আমরা স্বপ্ন দেখি নতুন সকালের। হিংসামুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত এক শুদ্ধ রাষ্ট্রব্যবস্থা যখন সাধারণের পক্ষে গড়ে তোলা সম্ভব হয় না, তখন অসহায় কবি যথার্থ পরামর্শ দেন। বলেন, বাসনাতে দাও আগুন জ্বেলে;/ ক্ষার হবে তার পরিপাটি/ করো মনকে ধোলাই, আপদ বালাই/ মনের ময়লা ফেলো কাটি। রামপ্রসাদ একাধারে সাধক ও কবি, এবং দু'টিই সমতালে বিরাজ করত। কবিত্ব গুণের জন্য তিনি কবিরঞ্জন উপাধি পেয়েছেন। রাজানুগ্রহ ভোগ করে পার্থিব সুখ উপভোগ করতে পারতেন, কিন্তু করলেন না, বরং অসহায় সাধারণ মানুষের জন্য কলম ধরলেন। রামপ্রসাদের কবিতায় যে সুর শোনা গেল, তা বাংলা সাহিত্যে অভিনব। এই প্রথম বৈষয়িক কামনা-বাসনা কবিতার বিষয় হয়ে আত্মপ্রকাশ করল। সৌভাগ্য-সুখ বঞ্চিত সকল মানুষের হয়ে রামপ্রসাদ গেয়ে উঠলেন, কারেও দিলে ধনজন মা হস্তিরথী জয়ী/ আর কারও ভাগ্যে মজুর খাটা, শাকে অন্ন মিলে কই/ কেহ থাকে অট্টালিকায়, আমার ইচ্ছা তেমনি রই/ ও মা তারা কি তোর বাপের ঠাকুর, আমি কি কেউ নই। বক্তব্যে অভিযোগ আছে। কিন্তু সাম্যবাদের পক্ষে এমন স্পষ্ট উচ্চারণ, এমন সমন্বয় চিন্তা আজকের দিনেও বিরল।

আনন্দকথা

''অনেক রাত্রে সাপের চেতনা হল। সে আস্তে আস্তে অতি কষ্টে তার গর্তের ভিতর চলে গেল। শরীর চূর্ণ — নড়বার শক্তি নাই। অনেকদিন পরে যখন অস্থিচর্মসার তখন বাহিরে আহারের চেষ্টায় রাত্রে এক-একবার চরতে আসত; ভয়ে দিনের বেলা আসত না, মন্ত্র লওয়া অবধি আর হিংসা করে না। মাটি, পাতা, গাছ থেকে পড়ে গেছে এমন ফল খেয়ে প্রাণধারণ করত।

''প্রায় এক বৎসর পরে ব্রহ্মচারী সেই পথে আবার এল। এসেই সাপের সন্ধান করলে। রাখালেরা বললে, 'সে সাপটা মরে গেছে।' ব্রহ্মচারীর কিন্তু ও-কথা বিশ্বাস হল না। সে জানে, যে-মন্ত্র ও নিয়েছে তা সাধন না হলে দেহত্যাগ হবে না।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

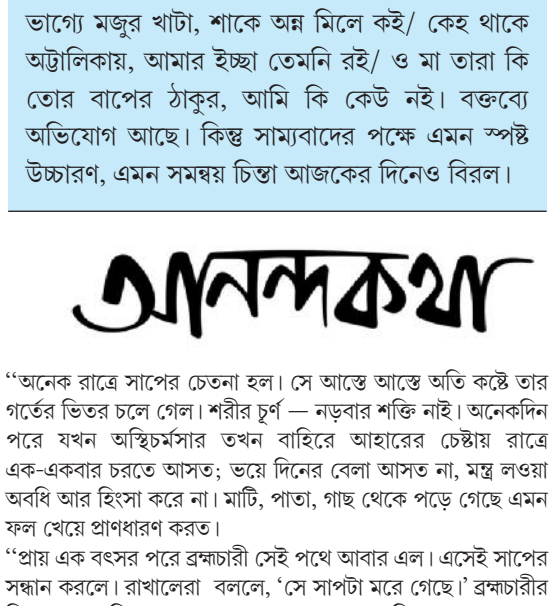

লেসলি ক্লডিয়াস

১৯২৭ *বিশিষ্ট হকি খেলোয়াড় লেসলি ক্লডিয়াসের জন্মদিন।*
১৯৪৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ফারুক শেখের জন্মদিন।*
১৯৫৮ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় যোগরাজ সিংয়ের জন্মদিন।*

শ্রী রাধিকার প্রেম ঋণ শোধ করতে দোল পূর্ণিমার পূর্ণ লগ্নে শ্রীচৈতন্যর আবির্ভাব

প্রদীপ মারিক

চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী, ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি দোলপূর্ণিমার রাতে নদিয়ার নবদ্বীপে চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময় চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল এবং নবদ্বীপ ধামের সমস্ত বাসিন্দারা গঙ্গায় স্নান করার সময় বৈদিক মন্ত্র এবং ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করছিলেন। এই মন্ত্রগুলির উচ্চারণের ফলে বায়ুমণ্ডল আধ্যাত্মিক স্পন্দনে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এবং সেই শুভ মুহূর্তে আবির্ভূত হন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। তাঁর পিতামাতা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার অন্তর্গত নবদ্বীপের অধিবাসী জগন্নাথ মিশ্র ও শচী দেবী। চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন ওড়িশার জাজপুরের আদি বাসিন্দা। তাঁর পিতামহ মধুকর মিশ্র ওড়িশা থেকে বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হলেন শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লিখিত দর্শনের ভিত্তিতে ভক্তিযোগ ভাগবত দর্শনের একজন বিশিষ্ট প্রবক্তা ও প্রচারক। সমাজ জীবন ও ধর্মজীবনের কলুষ দূর করা এবং সমগ্র দেশে ভক্তির বন্যা বইয়ে দেবার জন্যে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল। চৈতন্যদেবের পিতৃদত্ত নাম ছিল বিশ্বম্ভর মিশ্র। যুবক অবস্থায়ই তিনি ছিলেন স্বনামধন্য পণ্ডিত। তর্কশাস্ত্রে নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিতের খ্যাতি ছিল অবিসংবাদিত। জপ ও কৃষ্ণের নাম কীর্তনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ যে ছেলেবেলা থেকেই বজায় ছিল, তা জানা যায় তাঁর জীবনের নানা কাহিনি থেকে। কিন্তু তাঁর প্রধান আগ্রহের বিষয় ছিল সংস্কৃত গ্রন্থাদি পাঠ ও জ্ঞানার্জন। পিতার মৃত্যুর পর গয়ায় পিণ্ডদান করতে গিয়ে নিমাই তাঁর গুরু ঈশ্বরপুরীর সাক্ষাৎ পান। ঈশ্বরপুরীর নিকট তিনি গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত হন। এই ঘটনা নিমাইয়ের পরবর্তী জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। বাংলায় প্রত্যাবর্তন করার পর পণ্ডিত থেকে ভক্ত রূপে তাঁর অপ্রত্যাশিত মন পরিবর্তন দেখে অদ্বৈত আচার্যের নেতৃত্বাধীন স্থানীয় বৈষ্ণব সমাজ আশ্চর্য হয়ে যান। অনতিবিলম্বে নিমাই নদিয়ার বৈষ্ণব সমাজের এক অগ্রণী নেতায় পরিণত হন। চৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর বিশিষ্ট বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবতার মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ছিলেন ভাগবত পুরাণ ও ভগবদ্গীতা-য় উল্লিখিত দর্শনের ভিত্তিতে সৃষ্ট বৈষ্ণব ভক্তিযোগ মতবাদের এক জন বিশিষ্ট প্রবক্তা। তিনি বিশেষত রাধা ও কৃষ্ণ রূপে ঈশ্বরের পূজা প্রচার করেন এবং হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রটি জনপ্রিয় করে তোলেন। সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষাষ্টক নামক প্রসিদ্ধ স্তোত্রটিও তাঁরই রচনা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতানুসারে, ভাগবত পুরাণের শেষের দিকের শ্লোকগুলিতে রাধারানির ভাবকান্তি সংবলিত শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য রূপে অবতার গ্রহণের কথা বর্ণিত হয়েছে। চৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্বাশ্রমের নাম গৌরাঙ্গ বা নিমাই। তাঁর গাত্রবর্ণ স্বর্ণালি আভাযুক্ত ছিল বলে তাঁকে গৌরাঙ্গ বা গৌর নামে অভিহিত করা হত। অন্য দিকে নিম বৃক্ষের নীচে জন্ম বলে তাঁর নামকরণ হয়েছিল নিমাই। ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী সাহিত্য বাংলা সন্তজীবনী ধারায় এক নতুন যুগের সূচনা ঘটিয়েছিল। গঙ্গাদাস, বিষ্ণুদাস ও সুদর্শন এই তিন পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীর পড়া যখন নিমাই শেষ করলেন তখন তার বয়স মাত্র আঠারো বছর। কিছু বছর আগেই জগন্নাথ মিশ্র দেহত্যাগ করেছেন। নিমাইয়ের অসাধারণ প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তা। তাবড় পন্ডিতদের সাথে নানা কূট প্রশ্ন তুলে তাদেরকে বিব্রত করা , অপদস্ত করে রঙ্গ দেখা এখন তাঁর বিলাসে পরিণত হয়েছে। নবদ্বীপের নবীন ও প্রবীণ পণ্ডিতেরা তাঁর ভয়ে ভীত থাকতেন। সবাই তাকে এড়িয়ে চলতেন। নবদ্বীপ শহরে মুকুন্দসঞ্জয় নামে একজন বর্ধিষ্ণু লোক ছিলেন। তার বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে নিমাই টোল খুলে অধ্যাপনা করতে বসলেন। নিমাইয়ের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারিদিকে প্রচারিত হতে লাগলো। দূর দূর থেকে ছাত্ররা আসতে লাগলো নিমাই পণ্ডিতের টোলে। টোল জমে উঠতে দেরি হলো না। ধনী ও প্রতিপত্তিশালী নাগরিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় অচিরে নিমাই বেশ গণ্যমান্য হয়ে উঠলেন। কৃষ্ণ প্রেমে, মহামন্ত্র হারিনামে তিনি বিভোর হয়ে থাকতেন। নবদ্বীপের শাসনকর্তা তখন একজন মুসলমান কাজী। বৈষ্ণবদের কীর্তন নিয়ে এই মাতামাতি হৈ হুল্লোড় তিনি ভাল চোখে দেখতেন না। তিনি আদেশ জারী করলেন নবদ্বীপে সমবেতভাবে কীর্তন করা চলবে না। তাই শুনে নিমাই ক্রোধে রুদ্রমূর্তি ধারন করলেন। সেই দিনই তিনি হাজার হাজার ভক্ত নিয়ে শ্রীহরির নাম গান করতে করতে পথে বেরলেন। সারা শহর প্রদক্ষিণ করে অবশেষে কাজীর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। নিমাইয়ের ভগবদ্ভক্তি ও মধুর নাম গান শুনে কাজীর মনের পরিবর্তন হল। তিনি তাঁর আদেশ তুলে নিলেন। নবদ্বীপ বাসী কৃষ্ণনামে পাগল হয়ে উঠলো। কৃষ্ণ পাগলিনি রাধার মতই নিমাইয়ের অন্তরাত্মায় কৃষ্ণ প্রেমের জোয়ার এলো। বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য তাঁকে এই প্রেমভক্তির প্রবাহকে সঞ্চালিত করতে হবে। গৃহত্যাগ না করলে সেই বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দেওয়া যাবে না। তাই মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের এক রাতে নিমাই গৃহত্যাগ করলেন। ছুটে গেলেন কাটোয়ায়। সেখানে পন্ডিত কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষা নিলেন। নিমাই তখন থেকে পরিচিত হলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে। তখন তাঁর বয়স মাত্র চব্বিশ বছর। জাতিবর্ণ ধর্ম নির্বিশেষ সকল মানুষের মধ্যে প্রেমের বাণী প্রচার করেছিলেন শ্রীচৈতন্য, এর বাইরে তিনি অন্য কোন ধর্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেননি। কোন ধর্মগ্রন্থও রচনা করেন নি। মানবীয় চেতনার পূর্ণবিকশিত, রূপবিগ্রহ ছিলেন তিনি। মানুষে মানুষে বিভেদ মুছে দেবার ব্রতই ছিল তাঁর জীবনসাধনা। সন্ন্যাসী হলেও তিনি আত্মমুক্তিকামী বা মানবতা বিমুখী ছিলেন না। সেই আকর্ষণেই হাজার হাজার মানুষ তার কাছে ছুটে আসত। হিন্দুধর্মের এক দুর্যোগপূর্ণ সময়ে শ্রীচৈতন্য দেব কৃষ্ণ নামেই আবার হিন্দুত্বের জোয়ার আনলেন। তিনি সেই সময় প্রচার করেন, 'ঈশ্বরের আরাধনায় সকলের সমান অধিকার, প্রাণে ভক্তি নিয়ে ঈশ্বরকে ডাকলে তাকে পাওয়া যায়, ভক্তিতেই মুক্তি।' চব্বিশ বছর তিনি অতিবাহিত করেন জগন্নাথধাম পুরীতে। ওড়িশার সূর্যবংশীয় হিন্দু সম্রাট গজপতি মহারাজা প্রতাপরুদ্র দেব চৈতন্য মহাপ্রভুকে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ অবতার মনে করতেন। মহারাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেব ও তাঁর সংকীর্তন দলের পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হয়েছিলেন। ভক্তদের মতে, জীবনের শেষ পর্বে চৈতন্যদেব ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে হরিনাম সংকীর্তন করতেন এবং অধিকাংশ সময়েই ভাবসমাধিস্থ থাকতেন। সে যুগে একাধিক কবি চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করে গিয়েছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর-শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (সবথেকে পুরনো এবং প্রমাণিত শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনচরিত্রাবলী), শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের - শ্রীমদ্ চৈতন্য ভাগবত এবং শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের- শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ কর্তৃক প্রণীত চৈতন্যচারিত্রামৃত সাহিত্য ধারার চূড়ান্ত প্রামাণ্য রচনা হিসেবে মর্যাদাময় আসনে অধিষ্ঠিত। গ্রন্থটিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদের সংক্ষিপ্তসার বলা হয় যার মধ্যে আছে চৈতন্য জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, বিশেষ করে তার সন্ন্যাস জীবনের বছরগুলি এবং কীভাবে সেই জীবন ভক্তির আদর্শ হিসেবে উদাহরণে পরিণত হল তার বৃত্তান্ত। চৈতন্যচরিতামৃত তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। আদি লীলা, মধ্য লীলা ও অন্ত্য লীলা। আদি লীলা রাধারাণীর (রাধাকৃষ্ণের যুগল অবতার) ভাবান্বিত কৃষ্ণের অবতার হিসেবে চৈতন্যের অনন্য ধর্মীয় পরিচয় প্রকাশ করেছে, তার নিকটতম শৈশব সহচর এবং তাদের পরম্পরা (অনুষঙ্গী উত্তরাধিকার) এবং তার ভক্তিমূলক সহযোগীদের বর্ণনা রয়েছে। মধ্য-লীলা চৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের বিশদ বিবরণ, মাধবেন্দ্র পুরীর আখ্যান, অদ্বৈতবাদের পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে একটি দার্শনিক কথোপকথন উল্লেখ আছে। চৈতন্যভাগবত গ্রন্থের আদি নাম ছিল চৈতন্যমঙ্গল। কিন্তু পরে জানা যায় যে কবি লোচন দাসও এই নামের একটি চৈতন্যজীবনী রচনা করেছেন। তখন বৈষ্ণব সমাজের গণ্যমান্য পণ্ডিতগণ বৃন্দাবনে একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন যে বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের গ্রন্থটির নাম হবে চৈতন্যভাগবত এবং লোচন দাসের গ্রন্থটিই চৈতন্যমঙ্গল নামে পরিচিত। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মতো চৈতন্যভাগবত গ্রন্থেও চৈতন্য মহাপ্রভুকে কেবলমাত্র এক সাধারণ অবতার রূপে না দেখিয়ে ভগবানরূপী কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ অবতার রূপে বর্ননা করা হয়েছে। গ্রন্থকারের মতে, চৈতন্য অবতারের উদ্দেশ্য ছিল বর্তমান কলিযুগের যুগ-ধর্ম (হরিনাম-সংকীর্তন) প্রবর্তনের মাধ্যমে মানবজাতির কল্যাণ। নিজ নাম প্রচার সম্পর্কে চৈতন্যদেব বলেছেন, 'পৃথিবীর যত আছে দেশ-গ্রাম / সর্বত্র সঞ্চারিত হবে মোর নাম।' চৈতন্যদেবের সত্যরূপ ও অবতারগ্রহণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে বৃন্দাবন দাস চৈতন্য-সমকালের ব্যাসদেব নামে পরিচিত। স্কন্দপুরাণে বয়েছে, 'অন্তঃকৃষ্ণো বর্হিগৌরঃ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদঃ / শচী গর্ভে সমাপ্লুয়াৎ মায়া মানুষ কর্মকৃৎ।' অর্থাৎ ভগবান অন্তরে কৃষ্ণ এবং শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি দ্বারা বাহিরে গৌররূপ ধারণপূর্বক অঙ্গ (শ্রীনিত্যানন্দাদি), উপাঙ্গ (শ্রীঅদ্বৈতাদি),অস্ত্র (হরিনাম) ও পার্ষদ (শ্রীবাসাদি) সহ শচীগর্ভে প্রকটিত হয়ে মনুষ্য জাতির ন্যায় কর্ম করিবে। সৌরপুরাণে উল্লেখ রয়েছে, 'সুপূজিতঃ সদা গৌরঃ কৃষ্ণো বা বেদবিদ্ দ্বিজঃ।' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই বৈদিক ব্রাহ্মণ হয়ে বা শ্রী গৌরাঙ্গরূপে জগতে পূজিত হবেন। তাই আজকের দিনে সকলের কর্তব্য হচ্ছে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাসিক্ত হয়ে হরিনাম সাগরে অবগাহনের মাধ্যমে নিজেদের বিশুদ্ধ করে তোলা। একজন আত্ম-উপলব্ধিকারী আত্মা হল সেই ব্যক্তি, যিনি দৈব প্রকাশের মাধ্যমে পরম সত্যকে সরাসরি অনুভব করেছেন, সাধারণভাবে মানুষের উপকারের জন্য বস্তু এবং আত্মার মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন। মহাপ্রভুর মতো ব্যক্তিত্বের পরিচয় সম্পর্কে আত্ম-উপলব্ধি আত্মার অন্তর্দৃষ্টি বিদ্বান পণ্ডিত এবং ঐতিহাসিকদের পর্যবেক্ষণের চেয়ে উচ্চতর বলে বিবেচিত হয় কারণ আত্ম-উপলব্ধি আত্মা মায়া , প্রতারণা, ভুল এবং অসম্পূর্ণতার ঊর্ধ্বে চৈতন্য-চরিতামৃত জীবনের অঙ্গীকার। ষোড়শ শতাব্দীতে স্ব-উপলব্ধি আত্মা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী দ্বারা সংকলিত, মহাপ্রভুর অন্তর্নিহিত পরিচয় প্রকাশ করে, যা তাঁর সমস্ত অনুসারীদের দ্বারা গৃহীত হয়। ১৭ টি খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থটি থেকে মহাপ্রভুর পরম সত্য, পরম সত্তার সারমর্ম উপলব্ধি করা যায়। কৃষ্ণদাস বলেছেন, 'উপনিষদগুলি যাকে নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্ম বলে বর্ণনা করে তা হল মহাপ্রভুর অতীন্দ্রিয় দেহের দীপ্তি, এবং সমস্ত জীবের হৃদয়ে থাকা পরমাত্মা, তিনি পরব্রহ্ম স্বয়ং কৃষ্ণ, তিনিই পরম সত্য, পরতত্ত্ব এবং অন্য কোন সত্য তাঁর চেয়ে বড় বা সমতুল্য নয়।' শ্রীরাধিকার বিরহ অভিসার এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেম সত্বার যুগল রূপ হলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। তিনি জগৎ সংসারের প্রত্যেক মানুষের কণ্ঠে এবং অন্তরাত্মায় হরিনাম সংকীর্তন প্রবেশ করিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন আকুল নয়নে কৃষ্ণ নামই কলি যুগের মানুষের পরম ভরসার জায়গা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অন্তরঙ্গে কৃষ্ণ বহিরঙ্গে রাধা।

দোল পূর্ণিমা বাংলার বসন্ত উৎসব

এস ডি সুব্রত

দোল পূর্ণিমার অন্য নাম দোলযাত্রা। একটি সনাতন হিন্দু বৈষ্ণব উৎসব। বহির্বঙ্গে পালিত হোলি উৎসবটির সঙ্গে দোলযাত্রা উৎসবটি সম্পর্কযুক্ত। এই উৎসবের অপর নাম বসন্ত উৎসব। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দোল যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। ভগবান রাঁধা-কৃষ্ণ এই দিন পুজিত হয়। বাঙালি হিন্দুদের দোলযাত্রাটি রাঁধা কৃষ্ণকে ঘিরেই, তাকে দোলায় বসিয়ে ওই দিনে পূজা পার্বণ করা হয়। দোল পূর্ণিমার মূল আকর্ষণ আবির। এই দিনটি আবিরের রঙে রাঙিয়ে দেওয়ার দিন। দোলের পরের দিন হোলি উৎসব। হোলি হল রঙের উৎসব। দোল পূর্ণিমা বাংলার বসন্ত উৎসব। প্রতি বছর বাঙালীরা এই দিনটিতে রঙ খেলায় আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে। দোলযাত্রা যেন বসন্তের আহ্বান।

এই দিনে বাতাসে যেন একটাই সুর বয়ে চলে 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও যাও গো এবার যাবার আগে'। কোথাও এই দোল পূর্ণিমাকে দোল যাত্রা বলে। আবার ফাল্গুনী পূর্ণিমাকেও দোল পূর্ণিমা বলা হয়ে থাকে। মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যের জন্ম হয়েছিল এই পূর্ণিমার তিথিতে, তাই দোল পূর্ণিমাকে গৌরী পূর্ণিমা বলা হয়। দোল পূর্ণিমা অনেক পৌরাণিক ঘটনা। এই তিথিতে বৃন্দাবনে আবির ও গুলাল নিয়ে শ্রী কৃষ্ণ, রাঁধা এবং তার গোপীগনের সঙ্গে হোলি খেলেছিল আর সেই ঘটনা থেকে উৎপত্তি হয় দোল খেলা। দোল পূর্ণিমার মূল আকর্ষণ আবির। এই দিনটি আবিরের রঙে রাঙিয়ে দেওয়ার দিন। এই দিনের পূজিত ঈশ্বর রাঁধা-কৃষ্ণ। দোল শুধুমাত্র বাঙালিদের উৎসব না, সারা বিশ্বজুড়ে দোল পূর্ণিমা পালন হয় শুধু আলাদা নামে। সারা বিশ্বজুড়ে এই উৎসবটি ত্হোলিদ নামে পরিচিত।

দোল সাধারণত পূর্ণিমা তিথিতে পালন করা হয়। দোল এবং হোলি দুটি আলাদা অর্থ হলেও দুটি একই জিনিস। এর পিছনে কারণও এক। হোলি কথাটি 'হোলিকা' থেকে সৃষ্ট হয়েছে। হোলিকা ছিলেন মহর্ষি কশ্যপ এবং দিতির ছেলে হিরণ্যকশিপুর বোন। আর হিরণ্যকশিপুরের ছেলে ছিলেন প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদ অসুরবংশে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও ছিলেন প্রভু বিষ্ণুর ভক্ত। এর জন্য তার পিতা তার উপর ক্রুদ্ধ ছিলেন। কারন সে প্রভু বিষ্ণুকে তার বাবার উপর স্থান দিয়েছিলেন। তাই তার পিতা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন নিজের ছেলেকে হত্যা করবেন।প্রহ্লাদ ধার্মিক ছিলেন। তাই তাকে হত্যা করা সহজ ছিল না। কোনোভাবেই তাকে হত্যা করা যাচ্ছিল না। তখন হিরণ্যকশিপু তার ছেলেকে পুড়িয়ে মারার নির্দেশ দেন। অন্যদিকে হোলিকা আগুনে কোন দিন ক্ষতি হবে না এই বর পেয়েছিল। তাই প্রহ্লাদকে হত্যা করার জন্য হোলিকা সিদ্ধান্ত নেয় সে প্রহ্লাদকে নিয়ে আগুনে ঝাঁপ দেবে। কিন্তু হোলিকা বর পাওয়া সত্ত্বেও সেদিন শেষ রক্ষা হয়নি। প্রহ্লাদ তো বিষ্ণুর আশীর্বাদে বেঁচে যায়। কিন্তু আগুনে ভস্ম হয়ে যায় হোলিকা। সে তার বরের অপব্যবহার করায় আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার সময় তার বর নষ্ট হয়ে যায় এবং সে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সেই দিনটি থেকে পালন করা হয় হোলি বা দোল উৎসব।

অনেক আবার হোলিকার উদ্দেশ্যে মাটির পুতুল বানিয়ে ওই শুকনো ডালপালা ঘরে রেখে জ্বালিয়ে দেয়। ওই দিনটি মানুষ নানা ভাবে পালন করে থাকে। এবং পরের দিন হয় দোল উৎসব। আবার অন্য তথ্যমতে বসন্ত পূর্ণিমার দিনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, কেশি নামে একজন অসুরকে বধ করেন। কেশি একজন অত্যাচারী এবং নিষ্ঠুর অসুর ছিলেন। এর জন্য এই অত্যাচারী অসুর দমন হওয়ার জন্য এবং অন্যায় শক্তি ধ্বংস হওয়ার জন্য আনন্দ উৎসবে এই দিনটি উদযাপিত হয়ে থাকে। বৈষ্ণবরা বিশ্বাস করতেন দোল পূর্ণিমার দিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে রাধাকে আবির মাখিয়ে রঙ খেলায় মেতে ছিলেন। এবং সঙ্গে ছিলেন তাদের গোপীগন। তারপর থেকে দোলের দিন আবির নিয়ে রঙ খেলার সূচনা হয়।

দোল পূর্ণিমার দিনেই ঠাকুর শ্রী শ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ দেব পূর্ণতা প্রাপ্তি পেয়েছিলেন

১৩২৪ সালের দোল পূর্ণিমার পূর্ণ লগ্নে প্রতিপদে পারিবারিক নিয়মে শ্রী ব্রজনাথের দোল। শ্রী সীতারাম দাস নিজ কার্য্য সাধনের জন্য আগের দিন পূর্ণিমাতে এসে পৌছলেন হুগলি জেলার ডুমুর দহে। আধ্যাত্মিক জগতের এক সুউচ্চ অবস্থায়, অবতার কোটি ঈশ্বর প্রতীম পুরুষের এক ঐশী অন্তর স্থিতিতে সীতারাম দাস দোল পূর্ণিমার পূণ্য তিথিতে পূর্ণতা লাভ করলেন। সাধারণভাবে এই 'পূর্ণতা প্রাপ্তি' অভিধানটি অন্য লীলায় দর্শন হয় না। বশিষ্ঠ রামায়ণে জ্ঞানী গুরু শ্রী বশিষ্ঠ দেব মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রী রামচন্দ্র কে তার স্বরূপ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে উপদেশ দিয়েছেনঃ হে রাম! তুমি যা প্রাপ্তব্য বস্তু তা সবই প্রাপ্ত হয়েছ। তোমার আর কিছুই প্রাপ্তব্য নেই। তোমার চিত্ত শুদ্ধ হয়েছে, জ্ঞান রূপ অগ্নির দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়ে গিয়েছে অতএব তুমি জন্ম- মরণ রহিত। তুমি চৈতন্য স্বরূপ। তুমি নিজ স্বরূপ স্মরণ কর। তুমি পরিপূর্ণ তুমি পরম শান্ত তুমি সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্ম, তুমি পরমাত্মা তোমাকে প্রণাম। দেখা যায় আত্ম মায়ায় মুগ্ধ শ্রী ভগবান রামচন্দ্র গুরু বৈশিষ্ট্য দেবের উপদেশ মাত্র নিজেরূপ ধারণ করলেন।

একইভাবে বাল্যকালে খালি চোখে শিব দর্শন, যৌবনে সবিকল্প সমাধিতে অন্তরলোকে হর-গৌরী দর্শনের পরেও তিনি বুঝি পরিপূর্ণভাবে নিঃ সংশয় হতে পারছিলেন না। পরম জ্ঞানী গুরু দশরথী দেবের উপদেশে তিনি অনেকটাই সংশয় মুক্ত হলেন। প্রায় একই সময় জন্মান্তর দর্শন তিনি পরম পুলকিত ও অশ্রু পরি প্লাবিত হলেন। দোল পূর্ণিমার পূণ্য লগ্নে তিনি পূর্ণতা লাভ করলেন এবং এই স্থিতিতে সু প্রতিষ্ঠিত হলেন। অনন্ত শক্তিতে এখন তিনি শক্তিমান,অসীম আনন্দে তিনি নিমজ্জমান। এই অবস্থায় তিনি পুনঃ আবির্ভাব রহস্যকে সমস্ত সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করলেন। তিনি বললেন 'আমি লীলা করার জন্য দেহ ধারন করি আবার লীলা অন্তে স্বনামধামে চলে যাই, আমার জীবকে আমি বড়ই ভালবাসি, তাই জীবের উদ্ধারের জন্য বারবার লীলা দেহ ধারণ করে অবতীর্ণ হই'।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

খানাকুলে প্রাণঘাতী হামলার অভিযোগে গ্রেপ্তার তৃণমূল প্রধান

৬ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: লোকসভা ভোটের মুখে তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান গ্রেপ্তার। আদালতে তোলা হলে মহামান্য বিচারক তাকে ছয় দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

চরম অস্বস্তিতে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। ধৃত অঞ্চল প্রধানের নাম দেবাশিস সিং। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ মহকুমার খানাকুল থানার অন্তরগত অরুন্ডা অঞ্চলের লাউসরে গ্রামে। বাবার নাম কানাই সিং। প্রানঘাতী হামলার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন তৃণমূল অঞ্চল প্রধান বলে জানা যাচ্ছে। স্থানীয় ও পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, লাউসরে গ্রামে একটি বাড়ি তৈরি করাকে কেন্দ্র করে বচসা থেকে মারপিটের ঘটনা ঘটে। সম্পতিগত বিবাদের জেরে এই ঘটনা ঘটে। অরুন্ডা অঞ্চলের প্রধান দেবাশিস সিং একটি বাড়ি নির্মাণ করছিলেন। সেই বাড়ি অবৈধ ভাবে হচ্ছে বলে বাঁধা দেন তারই সম্পর্কে কাকা বিনোদন বিহারী সিং। এই বাড়ি নির্মাণ বন্ধ করার জন্য থানায় ও কোর্টেও আবেদন করেন। অভিযোগ প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অরুন্ডা অঞ্চলের তৃণমূল প্রধান পেশি শক্তি প্রয়োগ করে দলবল নিয়ে এসে বাড়ি তৈরি শুরু করেন। ঘটনার দিন ছিল শনিবার। এদিন বাড়ি তৈরি শুরু হলে বিনোদ বিহারী সিং থানায় জানালে পুলিশ গিয়ে বাড়ি তৈরি বন্ধ করে দেয়। অভিযোগ বাড়ি তৈরি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দেবাশিস সিং দলবল নিয়ে এসে ওই দিন সন্ধ্যার সময় বিনোদ বিহারীর উপর হামলা চালায়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মারে তাকে। রক্তাক্ত অবস্থায় ছটফট করতে থাকে বিনোদ বিহারীবাবু। তাকে উদ্ধার করে প্রথমে খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তারপর অবস্থার অবনতি হলে আরামবাগের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই বিষয়ে গুরুতর জখম বিনোদ বিহারীর বৌমা সুভ্রা সিং বলেন, শ্বশুরমশাই বিনোদ বিহারীর পৈতৃক সম্পত্তির উপর অধিকার রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য ভাইয়েরা তাকে বঞ্চিত করে বাড়ি নির্মাণ করছিল। শ্বশুর মশাই তাই বাড়ি নির্মাণ বাঁধা দেন। থানা ও কোর্টে আবেদন করা হয়। ভোর থেকে বাড়ি তৈরি শুরু হয়। সকাল দশটা নাগাদ পুলিশ বাড়ি তৈরি বন্ধ করে দেয়। তারপর সেই রাগে পাঁচিল টপকে বাড়িতে ঢুকে প্রধান দেবাশিস সিং দলবল নিয়ে মারধর করে। ধাক্কা দেওয়ায় ধারালো অস্ত্রের কোপ পড়ে ঘাড়ে। বিশেষ সূত্রে জানা যাচ্ছে বিজেপি নেতা দিবেন্দু সিংয়ের বাবা হলেন বিনোদ বিহারী সিং এবং শুভ্রা সিং নাকি ওই এলাকার বিজেপি মহিলা মোর্চার নেত্রী। এখান থেকেই পারিবারিক অশান্তিতে রাজনৈতিক রং লাগে। এই বিষয়ে দিবেন্দু সিং বলেন, অরুন্ডার প্রধান জোর করে ভিটেতে বাড়ি করছিল। নিষেধ করা হয়। এদিন সন্ধ্যা বেলায় বাবার উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় দেবাশিস সিং। গুরুতর জখম বিনোদবাবু বলেন দল বেঁধে এসে হামলা করে। পুরশুড়ার বিধায়ক তথা বিজেপি নেতা বিমান ঘোষ বলেন, এটা তৃণমূল কংগ্রেসের কালচার। গ্রেপ্তার হয়েছে প্রধান। উপযুক্ত শাস্তি হোক। যদিও ধৃত তৃণমূল অঞ্চল প্রধান বলেন, ফাঁসানো হয়েছে। ওনার ছেলে বিজেপি করে। তাই রাজনৈতিক ভাবে ফাঁসানো হয়। এই বিষয়ে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী বলেন, এটা প্রশাসনের ব্যাপার। তদন্ত করে যা হবে সেটাই মেনে নিতে হবে। সবমিলিয়ে তৃণমূলের অঞ্চল প্রধান ভোটের মুখে গ্রেপ্তার হওয়ায় শোরগোল রাজনৈতিক মহলে।

ঘাটালে বিজেপি কর্মীকে খুনের অভিযোগ, মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন হিরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: খড়গপুর-২ ব্লকের বারবাশি এলাকায় ভারতীয় জনতা পার্টির শান্তনু ঘোড়ুই নামে এক কর্মীকে খুন করার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। এলাকাটি ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের পিংলা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত হওয়ায় রবিবার মৃত কর্মীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে যান বিজেপি প্রার্থী অভিনেতা হিরণ চট্টোপাধ্যায়। তিনি পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। মৃত ওই কর্মীর পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে দেওয়াল লিখন সহ বিজেপি করার কারণে খুন করা হয়েছে শান্তনুকে। মৃতের বাবার দাবি, তৃণমূলের পক্ষ থেকে বহুবার তাঁর ছেলেকে হুমকি দেওয়া হত।

শনিবার দুপুরে খড়গপুর-২ ব্লকের বারবাশি এলাকায় একটি ধান জমি থেকে শান্তনু ঘোড়ুইয়ের মৃতদেহ উদ্ধার করেছিল পুলিশ। তারপরেই মৃতের পরিবার অভিযোগের আঙুল তোলে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের দিকে। বিজেপির প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন, মৃত তৃণমূল কর্মীর মাথায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। তার হাত দুটি বেঁধে ফেলা হয়েছিল। পুলিশ জমি থেকে রক্তাক্ত মৃতদেহ তুলে অতি দ্রুত চাঁদমারি হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং বাড়ির লোককে সই করতে চাপ দিতে থাকে। হিরণের অভিযোগ সন্দেশখালির মতোই এখানে জুলুম চলছে। খড়গপুর টাউন থানায় ৯ ঘণ্টা বসিয়ে রেখেও এফআইআর না নেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি প্রার্থী হিরণ। যদিও এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে পিংলার তৃণমূল বিধায়ক অজিত মাইতি বলেন, পুলিশ একটি মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। কি কারণে মৃত্যু হয়েছে তা সঠিক তদন্ত করে দেখতে দাবি করা হয়েছে। তবে বিজেপি খুনের দাবি করলেও ঘটনাটি খুনের ঘটনা নয় বলে আমরা মনে করি। মৃতদেহ নিয়ে বিজেপি রাজনীতি করতে চাইছে।

রানাঘাটের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকারের উপর হামলার আভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: হঠাৎই রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকারের ওপরে দুষ্কৃতী হামলা। বেশ কয়েকজন কর্মীকে মারধর করার অভিযোগ, গলা থেকে সোনার চেন ছিঁড়ে নেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। পরিকল্পিতভাবেই এই হামলা বলে অভিযোগ করেন বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার। অভিযোগ, রবিবার নদিয়ার চাকদা বিধানসভার এক নম্বর চাদুরিয়া মালাপাড়া মোড়ে এক হরিনাম সংকীর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যান। অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার সময় হঠাৎই একদল দুষ্কৃতী তাদের ওপরে চড়াও হয়। মারধর করে বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মীকে। ছিঁড়ে দেওয়া হয় জামা কাপড়। যদিও এই ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার। বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ, পুলিশ প্রশাসনকে জানানো সত্ত্বেও কোনওরকম পদক্ষেপ নেয়নি প্রশাসন। এই ঘটনার পেছনে প্রশাসনের মদত আছে বলেই অভিযোগ করছেন জগন্নাথ সরকার। অন্যদিকে এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এ বিষয়ে রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার জানান, কীর্তন কমিটির নিমন্ত্রণ পেয়ে আমি এখানে আসি। তারপরেই দু-তিনজন তৃণমূল মদতপুষ্ট দুষ্কৃতী আমার উপর হামলা চালায়। আমার গাড়ি সামনে যেতে দেবে না বলে রুখে দাঁড়ায়। এই অবস্থা দেখে বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী ছুটে আসে তখন তাদের উপর চড়াও হয় তারা। মোবাইল কেড়ে নেওয়া হয় এমনকী সোনার চেন ছিনতাই করার চেষ্টা করে দুষ্কৃতী বাহিনী। এরা অতীতেও পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় এরকম করেছিল এবং লোকসভা নির্বাচনেও সেই ধারা অব্যাহত রাখছে। আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি। প্রশাসন ও এক প্রকার নির্বিকার বলে দাবি করেন জগন্নাথ বাবু।

দলিল হারিয়ে গিয়েছে

এই বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সকল জানানো হচ্ছে :
যে শ্রী মদন মোহন রাবাবী পিতা- শ্রী শক্তি পদ রাবাবী হলেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কর্মচারী এবং এ.ডি.এস.আর. বর্ধমানে ১৯৯৫ সালের ১২৯৫ নম্বরে নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের স্বত্বাধিকারী। উক্ত দলিলের স্বত্বাধিকারী হিসাবে, তিনি উক্ত দলিলটি বন্ধক রেখে আমার মক্কেল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পারবিরহাটা শাখা থেকে হাউস বিল্ডিং লোন পেয়েছেন। উল্লিখিত হাউস বিল্ডিং লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর হল ১০২৩৩৩৯৫৮০৬। ০৫.০৮.২০২২ তারিখে উল্লিখিত পারবিরহাটা শাখার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা চলাকালীন, এটি নজরে এসেছে যে এ.ডি.এস.আর. বর্ধমানে ১৯৯৫ সালের ১২৯৫ নম্বর নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলটি হারিয়ে গেছে আমার ক্লায়েন্টের অর্থাৎ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার হেপাজত থেকে এবং সেই কারণে আমার উক্ত ক্লায়েন্ট স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বর্ধমান থানায় একটি জেনারেল ডায়েরিও দায়ের করেছে যার জিডি নং ১৮৫১ তারিখ- ১৯.০৩.২০২৪।
যদি কেউ উপরে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট দলিলের ব্যাপারে কোন আপত্তি থাকে, তাহলে প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে রিসিট সহ লিখিতভাবে দাবি করতে হবে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পারবিরহাটা শাখা, পোস্ট- শ্রীপল্লী, থানা- বর্ধমান এবং জেলা- পূর্ব বর্ধমান- ৭১৩১০৩ -তে। এই নির্দিষ্ট সময়ের পরে কোন দাবি বা আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।

সোহম সোম অ্যাডভোকেট
নৈবেদ্য, বারোবালিডাঙ্গা, পোস্ট- শ্রীপল্লী,
থানা- বর্ধমান ও জেলা- পূর্ব বর্ধমান
মোবা. নং ৯৪৭৪০৪২৫৪০

মালদার কর্মিসভায় যোগ দিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির কড়া সমালোচনায় বিমান বসু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: একটা আঞ্চলিক দল তৃণমূল। অথচ নির্বাচনী বন্ড যে হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে জাতীয় দল কংগ্রেসের থেকে অনেক বেশি অর্থ পেয়েছে ওরা। সেই অর্থের পরিমাণ প্রায় ৪৪৪ কোটি টাকা। একটি বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থার কাছ থেকেই এই টাকা এসেছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের বিদ্যুতের সারচার্জ বাড়ছে। রবিবার দুপুরে মালদায় একটি নির্বাচনী কর্মিসভায় যোগ দিয়ে রাজ্যের তৃণমূল সরকারের এভাবেই সমালোচনা করেছেন সিপিএমের কেন্দ্র কমিটির সদস্য তথা দলের রাজ্যের প্রাক্তন সম্পাদক বিমান বসু। শুধু তৃণমূলই নয়, এদিন কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকেও সমালোচনার মাধ্যমে এক হাত নিয়েছেন বিমান বসু। তিনি বলেন, বর্তমান অদ্ভুত রাজনীতির পরিস্থিতিতে বিজেপি এবং তৃণমূল এক হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যই কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে গিয়েছে বামেরা। মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্ট প্রার্থী দেয়নি ঠিকই। কিন্তু আবার প্রার্থীও আছে। জোট শরিক দল কংগ্রেসের হয়ে নির্বাচনী প্রচার করবে বামেরা।

এদিন মালদা শহরের সানাউল্লাহ মঞ্চে লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সিপিএমের একটি কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিমান বসুর সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন অপর এক সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ। এছাড়াও ছিলেন দলের জেলা সম্পাদক অম্বর মিত্র সহ বিশিষ্টজনেরা।

এদিন সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্য সিপিএমের প্রাক্তন সম্পাদক বিমান বসু বলেন, মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্র হচ্ছে উত্তর মালদা এবং দক্ষিণ মালদা। সেখানে আমাদের প্রার্থী নেই ঠিকই। কিন্তু আবার প্রার্থীও আছে। কংগ্রেস দলের দুইজন প্রার্থী হয়েছেন। আসলে বিজেপি এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে যারা লড়বে, তাদের সঙ্গে বামফ্রন্ট আছে। তাই এই পরিস্থিতিতে এবারে মালদায় বামফ্রন্ট কোনও প্রার্থী দেয়নি।

বিমান বসু বলেন, তৃণমূল হচ্ছে বিজেপির দোসর। সুতরাং ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যই বামফ্রন্ট জোট শরিক কংগ্রেসকে বেছে নিয়েছে। এবারের নির্বাচনী বন্ডে একটা আঞ্চলিক দল তৃণমূল, জাতীয় দল কংগ্রেসের থেকে বেশি অর্থ পেয়েছে। একটি বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থার কাছ থেকে প্রায় ৪৪৪ কোটি টাকা পেয়েছে। অথচ বিদ্যুতের সারচার্জ বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে ফেলা হচ্ছে। এরকম ভাবে দেশেরও পরিস্থিতি বিপদজনক জায়গায় গিয়ে পৌঁছচ্ছে। তাই এই দুই দলের বিরুদ্ধে কংগ্রেস লড়াই করছে। তাই তাদের সঙ্গে বামফ্রন্ট রয়েছে। এবারের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে সমর্থন জানিয়ে প্রচার চালাবে বামফ্রন্ট।

তৃণমূল কর্মী পবিত্র বিশ্বাসের আত্মার শান্তি কামনায় ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে মৌন মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসার গোপালপুরে তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় রবিবার সন্ধ্যায় মোমবাতি নিয়ে এলাকায় মৌন মিছিল করলেন তৃণমূল কর্মীরা। এদিন মৃত তৃণমূল কর্মী পবিত্র বিশ্বাসের আত্মার শান্তি কামনায় এলাকায় শান্তি বজায় রাখ তে ও দোষীদের যাতে কঠোরতম শাস্তি হয় তার দাবি নিয়েই এদিন মৌন মিছিল করা হয়।

এদিন মিছিলে কাঁকসার গোপালপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা সহ মৃত তৃণমূল কর্মীর বাড়ির সদস্যরা ও কাঁকসা ব্লকের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি কুলদীপ সরকার উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূলের কিষান খেত মজদুর সংগঠনের জেলা সভাপতি জয়ব্রত বৈদ্য, জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী স্বপ্না বৈদ্য সহ অন্যান্যরা।

পবিত্রর বাড়ির সদস্যরা বলেন, শম্ভু দাস ও তার স্ত্রী গ্রেপ্তার হলেও তার দুই ছেলে জড়িত আছে পবিত্রর খুনের ঘটনায়। তাদের গ্রেপ্তার ও দোষীদের ফাঁসির দাবি তোলেন তারা।

প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার গভীর রাতে কাঁকসার গোপালপুরে উত্তর পাড়ায় তৃণমূল কর্মী পবিত্র বিশ্বাসকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে। ঘটনার দিন ভোর রাতে পবিত্রকে এলাকারই বাসিন্দা শম্ভু দাসের বাড়ির সামনে থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় পাওয়া যায়। পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে রাজবাঁধের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পবিত্র এলাকায় তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পবিত্রর মৃত্যুর খবর বুধবার সকালে গ্রামে পৌঁছতেই গ্রামের মানুষ শম্ভু দাসের বাড়ি ভাঙচুর করে ও তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি চারচাকা গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

পরিস্থিতি সামাল দিতে গ্রামে পৌঁছয় কাঁকসা থানার বিশাল পুলিশ ও কমব্যাট ফোর্স। বৃহস্পতিবার দুপুরে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর গ্রামে পৌঁছতেই ফের উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। শম্ভু দাসের ভাইয়ের ব্যবসার জায়গায় একটি চালায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় ও শম্ভু দাসের ভাইয়ের বাড়িতেও ভাঙচুর চালায়। অন্য দিকে মৃতদেহ শ্মশান থেকে তুলে শম্ভু দাসের বাড়ির সামনে রেখে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। পরে পুলিশের আশ্বাসে মৃতদেহ তুলে নেয় গ্রামবাসী। পুলিশের আশ্বাসের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দুর্গাপুরে আত্মীয়ের বাড়ি থেকে বৃহস্পতিবার রাতেই গ্রেপ্তার করা হয় শম্ভু দাস ও তার স্ত্রী পূর্ণিমা দাসকে। শুক্রবার কাঁকসা থানার পুলিশ দুই জনকে মহকুমা আদালতে পেশ করলে। মহকুমা আদালতের বিচারক তাদের ৬দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেয়। যদিও শম্ভু দাস জানিয়েছেন ওই দিন রাতে পবিত্র ধারালো অস্ত্র নিয়ে তার বাড়ি ঢোকে তাদের মারধর করছিল। সেই সময় প্রাণ বাঁচাতে লাঠি দিয়ে তাকে মারা হয়। পরে তার মৃত্যু হয়।

খণ্ডঘোষে ভোট প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভোট প্রচারে ঝড় তুলছেন সুজাতা মণ্ডল। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সুজাতা মণ্ডলকে প্রার্থী ঘোষণা করার পর থেকেই ভোট প্রচারে ঝড় তুলছেন সুজাতা। রবিবার খণ্ডঘোষে ভোট প্রচারে আসেন বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল।

প্রথমে তিনি খণ্ডঘোষের বুড়ো শিবতলায় পুজো দেন এবং তারপর খণ্ডঘোষের বিভিন্ন এলাকায় তিনি পদযাত্রা করেন, মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান এবং এদিন খণ্ডঘোষের বিধায়ক কার্যালয়ের পাশেই একটি সভা করা হয়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুজাতা মণ্ডল জানান, খণ্ডঘোষে প্রচারে এসে মানুষের অভূতপূর্ব সাড়া পাচ্ছি এবং তিনি নাম করে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থীর উদ্দেশে বলেন, সাংসদ হিসেবে কোনো কাজ তিনি এই এলাকায় করেননি। এদিনের এই কর্মসূচিতে ছিলেন খণ্ডঘোষ বিধানসভার বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগ, ছিলেন খণ্ডঘোষ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি অপার্থিব ইসলাম সহ অন্যান্যরা।

বন্ধুর মৃত্যু মেনে নিতে-না পেরে আত্মঘাতী আর এক বন্ধু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বন্ধুর মৃত্যু শোক সামলাতে না পেরে মানসিক অবসাদে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা আরেক বন্ধুর। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলকোটের সাঁড়ি গ্রামে। মৃতদেহ রবিবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ।

'এ দোস্তি হাম নেহি ছোড়েঙ্গে' হ্যাঁ শোলে সিনেমার সেই গানের কথা যেন সত্য ঘটে গেল পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটের সাঁড়ি গ্রামে। গত ৬ দিন আগে সাঁড়ি গ্রামের এক যুবক পথ দুর্ঘটনায় মারা যায়। ওই যুবকের নাম গৌর নাগ। বয়স ২৬ বছর। তার বন্ধু হলেন তীর্থ ঘোষ। বয়স ২৬ বছর। দীর্ঘ কুড়ি বছরের বন্ধুত্ব ছিল তাদের। তারা দুজনে একসঙ্গে স্কুল যাওয়া, থাকা, খাওয়া, পড়াশোনা করেছে। গত ৬ দিন আগে বন্ধু বাইক দুর্ঘটনায় মারা যায়। এরপর তীর্থ ঘোষ বাড়িতে কেবল অন্যান্য সদস্যদের বারবার বলতে শোনা যায় সে তার বন্ধুকে ছাড়া থাকতে পারবে না। তার এই জীবন রেখে কি লাভ। রবিবার সকালে বাড়ির সদস্যরা তাকে ঘরের ভিতরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়।

খবর দেওয়া হয় মঙ্গলকোট থানায়। মঙ্গলকোট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাটোয়া হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। এই ঘটনার খবরে গোটা গ্রাম জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।

আত্মঘাতী গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: স্বামী-স্ত্রী অশান্তির কারণে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী এক গৃহবধূ। মৃত গৃহবধূর নাম চন্দনা মেটে, বাড়ি নানুর থানার অন্তর্গত জলুন্দি। রবিবার সকাল ৬টা থেকে সাড়ে ৬টার মধ্যে মৃত্যু হয় ওই গৃহবধূর। পরিবার সূত্রে জানা যায়, শনিবার সকাল ৮টায় বিষ খান তিনি, তাকে প্রথমে বোলপুরের সিএন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সেখান থেকে রেফার করে রবিবার সকাল ৫টা নাগাদ বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। এদিন বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় তার।

নির্বাচনের আগে ভারী বুটের শব্দে অস্থির আরামবাগবাসী

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

ভোট এলেই ভারী বুটের শব্দ। আবারও একটা লোকসভা নির্বাচন। আরামবাগ মহকুমা জুড়ে শুরু হয়েছে ভারী বুটের আনাগোনা। ভয়ে আতঙ্কে আতঙ্কিত আরামবাগ মহকুমাবাসী। ভোটে কী হবে তা নিয়ে চিন্তায় অস্থির। তাঁদের দাবি, আসলে বর্তমান রাজনীতি ক্রমশ সৌজন্যবোধ ও মানবিকতা হারিয়ে ফেলছে। হিংস্র রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে আকড়ে ধরছেন বর্তমান রাজনীতিবিদরা। তাই একদিকে শাসকদল গণতন্ত্রের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে হিংসার আশ্রয় নিচ্ছে। আর অন্যদিকে বিরোধ দলগুলিও ক্ষমতায় আসতে হিংসার আশ্রয় নিচ্ছে।

কিন্তু কেন? উঠছে প্রশ্ন। এলাকাবাসীর দাবি, বর্তমান পরিস্থিতিতে একটা নির্বাচন এলেই দেশে গণতন্ত্রের উৎসব না হয়ে রক্তের হোলি দেখা যায়। মানুষ ভীত স্বন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। চারিদিকে কেবল শাসক আর বিরোধী দলের মধ্যে মারামারি হানাহানি। আসলে মানুষ ক্ষমতার লোভে মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে, রাজনীতির নাম করে মানুষ খুন করতেও দ্বিধা করে না। মানুষ মানুষকে মারছে। যড়যন্ত্র করছে, কী ভাবে গদি পেতে একজন মানুষকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। এটাই কি রাজনীতি!

বিশিষ্টজনেদের দাবি, সভ্যতা যত আধুনিকতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, মানুষের

মূল্যবোধ ততই কমে যাচ্ছে। ক্রমশ একাকিত্বের বাঁধনে আটকে পড়ে মানবিকতা হারিয়ে ফেলে মানুষ ক্রমশ স্বার্থপর হয়ে উঠছে। আর এ থেকেই জন্ম নিচ্ছে হিংস্র রাজনীতির। এই স্বার্থপরতা থেকেই জন্ম নিচ্ছে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রবণতা। এই ক্ষমতা ধরে রাখতেই রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার চলছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন। বাংলার মানুষ দেখেছে নির্বাচনের আগে থেকেই সারা রাজ্যজুড়ে কী ভাবে একের পর এক রাজনৈতিক খুন হয়েছে। শাসক ও বিরোধী দলের কত মানুষের প্রাণ গিয়েছে কেবলমাত্র রাজনৈতিক কারণে। গণতন্ত্রে শ্রেষ্ঠ উৎসবকে শান্তিপূর্ণ করতে নির্বাচন কমিশনকে কেন্দ্রীয় বাহিনী নামাতে হয়েছে। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। ভোটের দিনগুলিতেও একজন মানুষ রাজনীতি করতে এসে আর একজন মানুষকে হত্যা করেছে। এর পরেও রাজনৈতিক হানাহানি থামেনি। ভোটের পরেও বহু মানুষের ঘরবাড়ি ধ্বংস হওয়া থেকে শুরু করে খুন হতে হয়েছে। এমনকি ঘরছাড়া হতে হয়েছে কয়েক হাজার মানুষকে। তবুও শান্তি স্থাপিত হয়নি। সবই কিন্তু একজন মানুষ রাজনীতির জন্য আর একজন মানুষের প্রতি অত্যাচার করছেন।

তা হলে এই রকম ভয়ংকর রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে গুণীজনেরা আসবেন কেন? সমাজের উন্নয়ন যাঁদের সংকল্প হওয়া উচিত, তাঁরা যদি আগ্নেয়াস্ত্র হাতে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকেন, তা হলে মানবতার মঙ্গল হবে কী করে! এই সব নানা প্রশ্ন উঠলেও বর্তমানে এই সংস্কৃতির কোনও পরিবর্তন হওয়ার লক্ষন দেখা যাচ্ছে না। রাজনৈতিক সৌন্দর্য্যের পরিবর্তে প্রতিপক্ষকে যেন শত্রুপক্ষের একজন সেনাপতি হিসাবে দেখলে তো রাজনীতিতে হিংসা হবেই।

তাই সাধারণ মানুষের দাবি, এই সংস্কৃতির পরিবর্তন প্রয়োজন। বাংলার ঐতিহ্যবাহী রাজনীতি ফিরে আসুক। বাংলায় আবার রাজনৈতিক সৌজন্যবোধ গড়ে উঠুক। তবেই বাংলা আবার ভারত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। দেশের সেরা রাজ্যে পরিণত হবে পশ্চিমবঙ্গ। তবে এই স্বর্ণযুগের অপেক্ষায় রয়েছেন আপামর বাঙালি।

SBI এসবিআই মেদিনীপুর টাউন শাখা (১১৩৮৫)

রাজাবাজার পোস্ট : মেদিনীপুর, জেলা: পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১০১, ই-মেল : sbi.11385@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সংশোধনী

গত ইংরাজি ২১.০৩.২০২৪ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সংশোধিত রূপ নিম্নে প্রকাশ করা হল।

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই মেদিনীপুর টাউন শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : চুনী লাল নন্দ

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২২.০৪.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ১৫.২৪০ নিট ওজন ১৫.২০০	২টি চুড়
২.	২২.০৪.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ১২.৭৩০ নিট ওজন ১২.৭০০	১টি নেকলেস
৩.	২২.০৪.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ৪.৯৮০ নিট ওজন ৪.৯০০	২টি দুল
৪.	২২.০৪.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ৭.৯১০ নিট ওজন ৭.৮৫০	১টি হাতের আংটি
৫.	২২.০৪.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	গ্রস ওজন ৫.৮৭০ নিট ওজন ৫.০০০	১টি চিক

তারিখ: ২১.০৩.২০২৪
স্থান: মেদিনীপুর শাখা

অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ফর্ম জি
গ্রীন ভ্যালি এনার্জি ভেঞ্চারস্ প্রাইভেট লিমিটেড
দিল্লি, হরিয়ানায় লাস্ট মাইল ডেলিভারি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছে
-এর জন্য আগ্রহ প্রকাশের আমন্ত্রণ
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্সি রেগুলেশনস্ ৩৬এ এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে (ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পারসনস্) রেগুলেশনস, ২০১৬)

বিবরণ

১.	প্যান / সিআইএন / এলএলপি নং সহ কর্পোরেট দেনাদারের নাম	গ্রীন ভ্যালি এনার্জি ভেঞ্চারস্ প্রাইভেট লিমিটেড CIN : U13100WB2010PTC140900 PAN : AADCG6416E
২.	নিবন্ধনকৃত কার্যালয়ের ঠিকানা	**রেজিস্টার্ড অফিস:** ১৯এ/বি মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০৭
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	স্থায়ী সম্পদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যেখানে অবস্থিত সেই জায়গার বিবরণ	কিছু প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি দিল্লি এবং হরিয়ানাতে অবস্থিত
৫.	প্রধান পণ্য/ পরিষেবাগুলির ইনস্টল ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	গত আর্থিক বছরে বিক্রি হওয়া প্রধান পণ্য / পরিষেবাদির পরিমাণ ও মূল্য	২০২১-২২ আর্থিক বর্ষে পরিষেবা বিক্রি থেকে রাজস্ব ছিল ১৪.০৭ কোটি টাকা। তারপরের যাচাইকৃত বিবরণ বর্তমানে উপলব্ধ নেই। কোম্পানির বর্তমানে কোন কার্যক্রম নেই।
৭.	কর্মচারী/শ্রমিকের সংখ্যা	শূন্য
৮.	দুই বছরের সর্বশেষ উপলব্ধ আর্থিক বিবৃতি (তফসিল সহ) সহ আরও বিশদ,পাওনাদারদের তালিকা ইউআরএল -এ পাওয়া যায় :	greenvalley.cirp@gmail.com -তে একটি ইমেল পাঠানোর মাধ্যমে প্রাপ্ত করা যেতে পারে
৯.	কোডের ধারা ২৫ (২) (এইচ) এর অধীনে রেজোলিউশন আবেদনকারীদের যোগ্যতা ইউআরএল -এ পাওয়া যায়:	greenvalley.cirp@gmail.com -তে একটি ইমেল পাঠানোর মাধ্যমে প্রাপ্ত করা যেতে পারে
১০.	আগ্রহপত্র প্রাপ্তির শেষ তারিখ	১৫.০৪.২০২৪
১১.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের অস্থায়ী তালিকা জারির তারিখ	২৫.০৪.২০২৪
১২.	অস্থায়ী তালিকায় আপত্তি জমার শেষ তারিখ	৩০.০৪.২০২৪
১৩.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের তারিখ	১০.০৫.২০২৪
১৪.	তথ্য স্মারকলিপি মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স ইস্যুর তারিখ এবং সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের রেজোলিউশন পরিকল্পনার জন্য অনুরোধ	১৫.০৫.২০২৪
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৭.০৬.২০২৪
১৬.	ইওআই জমা দিতে ইমেল আইডি প্রক্রিয়াকরণ	greenvalley.cirp@gmail.com

নীরজ আগরওয়াল - রেজোলিউশন প্রফেশনাল
আইপি রেজি নং: IBBI/IPA-001/IP-P00130/2017-2018/10272
এএফএ নং নং: AA1110272102/1911241106361
এএফএ নিবন্ধন ১৯.১১.২০২৪ পর্যন্ত বৈধ
আইবিবিআইএর সাথে আরপি-এর নিবন্ধিত ঠিকানা: ম্যাট্রিক্স টাওয়ার, ডিএন - ২৪, ৪র্থ ফ্লোর, রুম নং ৪০৭, সেক্টর - ৫, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১
তারিখ: ২৫.০৩.২০২৪
স্থান: কলকাতা
গ্রীন ভ্যালি এনার্জি ভেঞ্চারস্ প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে

P-6-AMAR BANGLA 25_03_2024_Layout 1 3/24/2024 9:42 PM Page 1

সন্দেশখালিতে নতুন করে তৃণমূলের পার্টি অফিস উদ্বোধন

সন্দেশখালির মাটি তৃণমূলের মাটি, বার্তা বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: সন্দেশখালিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্গ অটুট। রবিবার নতুন করে তৃণমূলের পার্টি অফিস খুললেন স্থানীয় বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। এই পার্টি অফিস উদ্বোধনে কয়েক হাজার মানুষের উপস্থিতিই প্রমাণ করল সন্দেশখালির মানুষের আস্থা ভরসা সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বসিরহাটে বিজেপির প্রার্থী ঘোষণার আগেই সন্দেশখালিতে নতুন করে তৃণমূলের পার্টি অফিস উদ্বোধন রাজনৈতিক ভাবে কর্মীদের মনোবলকে চাঙ্গা করল বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞরা।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের সন্দেশখালি। সেখানের রাজ্য রাজনীতিতে আলোচিত নামগুলি শেখ শাহাজান, শেখ আলমগীর, শিবপ্রসাদ প্রসাদ হাজরা, সহ ২২ জন এখনও সিবিআই এর হাতে। সন্দেশখালি কাণ্ডে শেখ শাহজাহানের গ্রেপ্তারির পর তার মাছের আড়ত সরবেড়িয়াতে তৃণমূলের ফ্লাগের পাশে দীর্ঘ ১২-১৩ বছর বাদে বিজেপির ফ্লাগ আবার কখনো আইএসএফের দলীয় পতাকা উড়তে দেখা গেছে। সাংবাদমাধ্যমে খবরও হয়েছে। কিন্তু সন্দেশখালিতে তৃণমূলের সংগঠন যে অটুট তা এদিন দেখা গেল সরবেড়িয়া মাছের বাজারের পাশে আকুঞ্জি বিল্ডিংয়ে তৃণমূলের নতুন দলীয় কার্যালয় উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে। সেটির উদ্বোধন করলেন সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো সহ তৃণমূল নেতৃত্ব। বসিরহাট তৃণমূলের প্রার্থী শেখ হাজিনুরুল ইসলামের লোকসভা নির্বাচনের এই পার্টি অফিস অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। বারবার দেখা গিয়েছে সন্দেশখালিতে তৃণমূল নেতৃত্বের বিভিন্ন কার্যক্রম, আর এর মধ্যেই সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি আরও একবার সামনে চলে এল। যেখানে ৪৮ ঘণ্টা আগে বিজেপি এবং আইএসএফের পতাকা উড়েছে, সেখানেই তৃণমূলের পার্টি অফিস খোলা হল। এর থেকেই প্রমাণিত লোকসভা নির্বাচনের তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধীদের এক ইঞ্চিও জায়গা ছাড়তে চাইছে না। সেই বার্তাই আজকের এই পার্টি অফিসের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে জানিয়ে দিলেন বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। সুকুমার বলেন, সন্দেশখালির মাটি যে এখনও তৃণমূল কংগ্রেসের, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তা এদিনের দলীয় কার্যালয় উদ্বোধনে মানুষের উপস্থিতিই প্রমাণ করল। কেউ এখন বলতে পারবে না তৃণমূল জোর করে মানুষ নিয়ে এসেছে। এদিন মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই এসেছে। কারণ তারা জানেন গত কয়েক মাসে সন্দেশখালির উন্নয়ন যে ভাবে হয়েছে সেটা সম্ভব হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই। তারা বুঝতে পেরেছে অন্য সব দল মুখে বড় বড় কথা বললেও অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে ও উন্নয়নের মাধ্যমে একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ই সন্দেশখালির মানুষের সঙ্গে ছিল, আছে এবং থাকবে।

বেপরোয়া পেট্রো পণ্যবোঝাই লরির ধাক্কা গাড়িতে, ঘটনাস্থলে মৃত ৩

মৃতদের পরিবারকে সমবেদনা জানালেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তিনজনের। শনিবার গভীর রাতে এই পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার যদুপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পুলিশ সুপার অফিস সংলগ্ন ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের বাইপাস রোড এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, দাঁড়িয়ে থাকা পেট্রোপণ্য বোঝাই একটি লরির পিছনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে চার চাকার একটি গাড়ি। আর তাতেই ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তিনজনের। ওই চার চাকার গাড়িটি দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। এই দুর্ঘটনার পর আতঙ্কে লরি ফেলে পালিয়ে যায় চালক। পরে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে চার চাকার গাড়ির যাত্রীদের উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তিনজনকেই মৃত বলে জানিয়ে দেয়। পরে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ লরিটি আটক করে। চালক পলাতক। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এদিন এই পথ দুর্ঘটনার খবর পেয়ে মালদা মেডিক্যাল কলেজে মৃত পরিবারদের সঙ্গে দেখা করতে যান উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম লিয়াকত শেখ (৫৫), একরাম শেখ (৩৪) এবং সঞ্জয় মণ্ডল (৩৬)। এদের বাড়ি মোথাবাড়ি থানার বিরামপুর এবং ইংরেজবাজারের সাগরদিঘি এলাকায়। এই দুর্ঘটনার খবর জানার পরেই মৃতদের পরিবারের সঙ্গে মালদা মেডিক্যাল কলেজে সমবেদনা জানাতে যান রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন।

পুলিশ জানিয়েছে, মোথাবাড়ি থেকে পুরাতন মালদার দিকে চার চাকার গাড়ি নিয়ে ওই তিনজন যাত্রী কোনও একটি কাজে যাচ্ছিলেন। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি পেট্রোপণ্য বোঝায় লরি পিছন সজোরে ধাক্কা মারে ওই চার চাকার গাড়িটি। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তিনজনের। পরে স্থানীয় বাসিন্দারাই খবর দেয় পুলিশকে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বাইপাস রোডে সব সময় বেপরোয়া ভাবেই ভারী যানবাহন চলাচল করছে। যেখানে সেখানে নিয়মিতভাবে ভারী যানবাহন রাস্তার ধারে পার্কিং করা হয়। ট্রাফিক মোতায়েন না থাকার কারণে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে। এব্যাপারে ট্রাফিক মোতায়েনের দাবিও জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা।

রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানিয়েছেন, পথ দুর্ঘটনায় তার বিধানসভা কেন্দ্র মোথাবাড়ি এলাকার দুইজন মারা গিয়েছেন এবং একজন ইংরেজবাজারের সাগরদিঘি এলাকার বাসিন্দা রয়েছেন। ঘটনাটি খুব দুঃখজনক। বিষয়টি জানতে পেরে মেডিক্যাল কলেজে ছুটে গিয়েছেন মন্ত্রী। কথা বলেছেন মৃতের পরিবারের সঙ্গে। কিভাবে এই দুর্ঘটনাটি ঘটল সে ব্যাপারেও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশও দিয়েছেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। পুলিশ জানিয়েছে, পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। লরির চালকের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

সিউড়ির কড়িধ্যা ব্রজের গ্রাম ত্রিনয়নী ক্লাবের সহযোগিতায় নৃত্যভূমি পারফরমিং গ্রুপের উদ্যোগ ও পরিচালনায় শুরু হলো বসন্ত উৎসব। রবিবার বিকালে এই উপলক্ষে একটি নগর পরিক্রমার পাশাপাশি সন্ধ্যায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ও আয়োজন করা হয়।

রবিবার সিউড়ি রামকৃষ্ণ সভাগৃহে ইয়ং নাট্য সংস্থার আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো বীরভূম জেলা আন্ত বিদ্যালয় নাট্য প্রতিযোগিতা, প্রায় দশটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এই নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

নিরুদ্দেশ হওয়া থেকে খুনের খবর ছড়িয়ে পরতেই উদ্ধার নেশাগ্রস্ত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: গল্পের গোরু যেমন গাছে উঠে যায় ঠিক তেমনই খুনের গল্প ফেঁদে গোটা গ্রাম জুড়ে উত্তেজনার সৃষ্টি করলেন কয়েকজন গ্রামবাসী। এদিকে যাকে ঘিরে দুই পাড়ার মধ্যে সংঘর্ষ লাগার উপক্রম শুরু হয়। সেই গুণধর যুবক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় গ্রামেরই একটি পরিত্যক্ত জায়গা থেকে। ঘটনার সূত্রপাত, রবিবার সকালে বুদবুদের কোটা গ্রামের শেষ প্রান্তে শ্মশান থেকে কোটা গ্রামের বাসিন্দা শেখ ইসরাকের (রানা) মোটরসাইকেল ও একজোড়া জুতো উদ্ধার হয়। চারিদিক খোঁজাখুঁজি করার পরেও ওই যুবকের কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। এলাকাবাসী মোটরসাইকেল ও জুতো পড়ে থাকতে দেখে ওই যুবকের বাড়িতে খবর দিলে পরিবারের সদস্যরা সন্দেহ করেন এলাকার কেউ তাকে হত্যা করে তার দেহ অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। পরিবারের সদস্যদের এবং এলাকার কয়েকজন বাসিন্দার এই কথায় গোটা গ্রাম জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ ওঠে নিরুদ্দেশ হওয়া যুবক সকাল আটটা নাগাদ বাড়ি থেকে বের হয়। গ্রামেরই কয়েকজন তৃণমূল কর্মী তাকে মারধর করে। তারপর থেকেই সে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে বুদবুদ থানার পুলিশ শ্মশান থেকে ওই যুবকের মোটরসাইকেল ও একজোড়া জুতো উদ্ধার করে ওই যুবকের সন্ধান শুরু করে। ঘটনার প্রায় তিন ঘণ্টা পর ঘটনাস্থলের প্রায় ৩০০ মিটার দূরে সেচ খালের ধারে একটি পরিত্যক্ত মাটির ঘরের পিছনে অচৈতন্য অবস্থায় তাকে দেখতে পান এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা। খবর দেওয়া হয় গ্রামবাসীদের এবং বুদবুদ থানার পুলিশকে।

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই যুবককে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে মানকর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার পর বুদবুদ থানায় নিয়ে যায়।

বুদবুদ থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই যুবক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়েছিল। তবে মারধর করা হয়েছে কিনা সেই বিষয়ে ওই যুবকের কাছে কিছু জানা যায়নি। এলাকা সূত্রে জানা গিয়েছে, শেখ ইশরাক শনিবার নেশা মুক্তি কেন্দ্র থেকে বাড়ি ফেরে। গত কয়েক বছর ধরে সে মাদকাসক্ত হয়ে যায়। যার কারণে তাকে নেশা মুক্তি কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছিল। শনিবার বাড়ি ফিরে সে ফের মাদক সেবন করে এবং সম্ভবত শ্মশান থেকে সে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরার পথেই ওই পরিত্যক্ত এলাকায় পড়েছিল।

পুলিশ গ্রামবাসীদের নিয়ে বৈঠক করে যাতে আগামী দিনে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে তার জন্য সকলকে সচেতন হওয়ার আবেদন জানায়।

হিরণের প্রচারের অস্ত্র সন্দেশখালি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঘাটাল: সন্দেশখালিকে প্রচারে রেখে গ্রামগঞ্জে জনসংযোগ যাত্রা করছেন ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়। বিশেষ করে মহিলাদের সামনে সন্দেশখালির প্রসঙ্গ তুলে ধরছেন তিনি। পিংলা বিধানসভা এলাকায় প্রচারের সময় গ্রামের রাস্তার চেহারা তুলে ধরে প্রতিপক্ষ তৃণমূল প্রার্থী দীপক অধিকারী তথা অভিনেতা দেবকে একহাত নেন। ভোটে জিতে রাস্তা তৈরি করে দেবেন বলে বাসিন্দাদের প্রতিশ্রুতিও দেন। হিরণের অভিযোগ, পিংলায় গ্রামের পর গ্রাম সন্ত্রাস চালাচ্ছে তৃণমূল। তবে এই সন্ত্রাসের দিন শেষ হবে এবার। গ্রামবাসীদের উদ্দেশে হিরণ বলেন, তৃণমূলের গুন্ডারাজ শেষ করে ছাড়ব। পুলিশ গিয়ে যদি জুলুমবাজি করে তাহলে ওসি, আইসিদের ছবি তুলে আমাকে পাঠাবেন। আমি ঘরে বাঁধিয়ে রাখব। বাকি কথাটা আপনারা বুঝে নিন।

তবে হিরণের এই সন্ত্রাসের অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। দলের পিংলা ব্লক সভাপতি তথা জেলা পরিষদের সদস্য শেখ সবরাতি বলেন, এসব ভোটের চমক ছাড়া কিছু নয়। তৃণমূল কোথাও কোনও সন্ত্রাস করে না। করলে হিরণ কি এলাকায় ঘুরতে পারতেন? বিজেপি পতাকা টাঙাতে পারত? আসলে ওদের মিটিং-মিছিলে লোক হচ্ছে না, তাই এসব বলে বাজার গরম করতে চাইছে। মানুষ সব জানে। ২১ সালের বিধানসভা ভোটে কারা সন্ত্রাস করেছিল, তা মানুষ ভুলে যায়নি। ওরা এবার ভোটে তার জবাব পেয়ে যাবে।

লোকসভা নির্বাচনের আগে সমীর গড়ে শুভেন্দুর হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উদয়নারায়ণপুর: লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনীতির পারদ চড়তে শুরু করেছে। এ রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ও বিরোধী দল বিজেপি এই মুহূর্তে যুযুধান। গ্রামীণ হাওড়ার রাজনীতিতে উদয়নারায়ণপুর বরাবর খবরের শিরোনামে। উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের উদয়নারায়ণপুরে ওয়ান সাইড পলিটিক্সে। যে যখন ক্ষমতায়-তখন তার দিকেই জনতা থাকে। লোকসভা নির্বাচনে জয়-পরাজয় কিংবা লিডের ক্ষেত্রে উদয়নারায়ণপুরের ভূমিকা থাকে। কিন্তু সেই উদয়নারায়ণপুরেই এবার তৃণমূলে ভাঙন। রাজনৈতিক মহল 'সমীর গড়ে শুভেন্দুর হানা' বলে মনে করছে। গ্রামীণ হাওড়ার রাজনীতিতে উদয়নারায়ণপুর বরাবর দিক নির্দেশ করে। রবিবার বিজেপি হাওড়া গ্রামীণ সাংগঠনিক জেলার ডাকে বিজয় সংকল্প সভা অনুষ্ঠিত হয় রাজাপুর দেশবন্ধু কৃষি সমবায় সমিতি মাঠের কাছে।

এদিনের সভায় শুভেন্দু অধিকারীর হাত থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির দলীয় পতাকা হাতে নিয়ে কয়েকশো তৃণমূল কর্মী ঘাসফুল শিবির ছেড়ে পদ্মফুল শিবিরে যোগ দেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদয়নারায়ণপুরের বিধায়ক সমীর পাঁজার একদা ছায়াসঙ্গী ও উদয়নারায়ণপুর পঞ্চায়েত সমিতির বর্তমান সদস্য ও দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান প্রশান্ত দে ও তার অনুগামীরা। এদিন শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'উদয়নারায়ণপুরে ও সন্দেশখালির পার্টি অফিসে রাতে মহিলাদের ডাকা হয়। এসব চলতে দেবেন না।' এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণাত্মক ছিলেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, 'এটা ট্রেলার দেখালাম।' এদিন স্বভাবসিদ্ধ ভাবেই আক্রমণাত্মক ছিলেন শুভেন্দু। যদিও এই দলের তার প্রসঙ্গে উদয়নারায়ণপুরে বিধায়ক সমীর পাঁজা জানিয়েছেন, এতে দলের কোনও ক্ষতি হবে না। সাধারণ মানুষ এখনো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই আছে।'

গুমা উপপ্রধান খুনের পুনর্নির্মাণ পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: উপপ্রধান খুনে মূল অভিযুক্তকে নিয়ে পুনর্নির্মাণ পুলিশের। গুমা এক নম্বর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিজন দাস খুনে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছে মূল অভিযুক্ত গৌতম দাসকে। রবিবার অভিযুক্তকে পুনর্নির্মাণ করতে নিয়ে আসা হয় ঘটনাস্থলে। অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে রাতে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়ন করা হয়। অভিযুক্ত গৌতম দাসকে দেখতে এলাকাবাসীদের ভিড় জমে যায়, পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে করে ভিড় সরাতে রাস্তায় নামে ও রাস্তার পাশে সমস্ত দোকান বন্ধ করিয়ে দেয়। এসডিপিও হাবড়া সিআই, হাবড়া আইসি, হাবড়া ও অশোকনগর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি উপপ্রধান বিজন দাসকে গুলি করে খুন করে, পরবর্তীতে ২৬ দিনের মাথায় বাংলাদেশে পালানোর আগে গৌতমকে বসিরহাট থেকে গ্রেপ্তার করে জেলা পুলিশের একটি টিম।

কি করে খুন করেছিল, খুনে কেউ সাহায্য করেছিল কিনা, আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে পেয়েছিল এবং ঘটনার পর কোথায় ফেলে গেছিল সেভেন এমএম পিস্তলটি সমস্ত কিছু পুনর্নির্মাণ করে দেখায় এদিন অভিযুক্ত।

প্রকাশ্য দিবালোকে গমের জমিতে আগুন লাগাল দুষ্কৃতীরা, মাথায় হাত চাষি পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ভূমিহীন এক হতদরিদ্র ভাগচাষির ফসল ঘরে তোলার আগে ফলন্ত গমে দিনের আলোতেই দুষ্কৃতীরা লাগিয়ে দিল আগুন। ধার দেনা করে কোনও রকমে চাষ করে খাওয়া ওই কৃষক এখন এতটাই শোকার্ত যে তার আর ঘুরে দাঁড়ানোর উপায় নেই। পথে বসতে হবে পরিবার নিয়ে। অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার মাজদিয়া কানাইপুরে। ভাগচাষি সুকেশ বিশ্বাস বেশ কয়েক বছর ধরে পার্শ্ববর্তী এলাকার এক কৃষকের টুংরি মৌজার সিংহীর খালের পাশে একটি ২৫ কাঠা জমিতে চুক্তিভিত্তিক ভাগ চাষ করে থাকেন, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা উপেক্ষা করে সন্তান স্নেহে ফসল উৎপাদন করে থাকেন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। শনিবার বেলা ১১টা নাগাদ শোনেন তার গমের ওই জমিতে আগুন লেগেছে, কিন্তু সেখানে পৌঁছনোর আগেই পুরো জমির ফলন শেষ হয়ে গেছে পুড়ে। তবে কে বা কি কারণে এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে তা বলতে পারছেন না পার্শ্ববর্তী জমির কৃষকরাও। তবে অত্যন্ত শারীরিক অসুস্থতা নিয়েও শুধুমাত্র দুটো মেয়ের লেখাপড়া শেখানোর জন্য দিনরাত অন্যের জমিতে পরিশ্রম করে থাকেন সুকেশ ও তার স্ত্রী, এ অবস্থায় সরকারি সহযোগিতার কিংবা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কিংবা শুভাকাঙ্ক্ষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সকলেই। তবে শনিবার রাতে কৃষ্ণগঞ্জ থানায় বিষয়টি নিয়ে ওই কৃষক লিখিতভাবে জানালেও এখনো পর্যন্ত পুলিশ প্রশাসন শুরু করেনি তদন্ত।

বিজেপির দুই কর্মীর বচসা থামাতে গিয়ে আহত এক বৃদ্ধ, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে দুই কর্মীর বচসা ঠেকাতে গিয়ে মারধরে আহত হল বৃদ্ধ, ধৃত এক। বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে দুই কর্মীর বচসা। ঠেকাতে গিয়ে মারধরে আহত হল বৃদ্ধ। শনিবার রাতে গোপালনগর থানার নহাটা বাজার এলাকায় বিজেপি প্রার্থীর পথসভা থেকে ঢিলছোঁড়া দূরত্বে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ালে পুলিশ এক বিজেপি সমর্থককে গ্রেপ্তার করেছে। আহত বৃদ্ধর নাম নরেন্দ্রনাথ ভৌমিক। তিনি নহাটা বাজার এলাকার বাসিন্দা। ধৃত বিজেপি সমর্থকের নাম রানা গোস্বামী। রবিবার সকালে ধৃত রানাকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে গোপালনগর থানার পুলিশ। তৃণমূলের অভিযোগ ওদের নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি থেকে গন্ডগোল ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। অভিযোগ নরেন্দ্রনাথ বাবু দু'জনের বচসা থামাতে গেলে রানা নরেন্দ্রনাথকে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধর করে। পুলিশ ঘটনাস্থলেই রানাকে গ্রেপ্তার করে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার। তিনি আরও বলেন, তৃণমূলের পায়ের তলায় মাটি নেই তাই এই ধরনের নোংরা রাজনীতি করছে।

বর্ধমান সদরঘাট এলাকায় অবৈধ নির্মাণ বন্ধ করল পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: বর্ধমান শহরের সদরঘাট ১৬ নম্বর ওয়ার্ড পুরাতন বাজার এলাকায় অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিল বর্ধমান পুরসভা। অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ পেয়ে রবিবার দুপুর ১২টা ১৫মিনিটে বাড়ির ঢালাই বন্ধ করল বর্ধমান পুরসভার চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র সরকার। জানা যায়, বর্ধমান পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ ভগত অবৈধ উপায়ে বাড়ি নির্মাণের কাজ করছিলেন। যেটা কিনা সরকারি জায়গা এমনকী কোনও বৈধ কাগজপত্র নেই বিশ্বজিৎ ভগতের কাছে। কিভাবে সরকারি জায়গার উপর সরকারি অনুমতি ছাড়া দোতলা বিশাল বাড়ি করছিলেন বাড়ির মালিক বিশ্বজিৎ ভকত? প্রশ্ন স্থানীয়দের।

স্থানীয় বাসিন্দা পাপ্পু ভকত জানিয়েছেন, একেবারে অবৈধ উপায় তৈরি হচ্ছিল বাড়ি। বাড়ির সামনে বিভিন্ন ট্রান্সপোর্টের গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে যার ফলে রাস্তা ব্লক হয়ে যায় প্রতিনিয়ত। বাড়ির জায়গাটির সরকারি জায়গা এবং কোনও পারমিশন নেই বাড়ি তৈরির। যদি সরকারি জায়গা না হয় তাহলে বাড়ির মালিককে ডেকে বাড়ির দলিল চেক করলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হিরণ মণ্ডলকেও জানানো হয়েছিল, কাউন্সিলর বলেছিলেন ঘটনাটি দেখছি কিন্তু তারপরেও বাড়ির কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে। পরে বর্ধমান পুরসভার চেয়ারম্যান এসে কাজ বন্ধ করে দেন। অবৈধ বাড়ির মালিক বিশ্বজিৎ ভকতের মা অভিযোগ স্বীকার করে বলেন, আমরা জানি সরকারি জায়গা, কিন্তু কি করব গরিব মানুষ। বর্ধমান পুরসভার চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র সরকার বলেন, শনিবার রাতে আমরা অভিযোগ পেয়েছিলাম সদরঘাট পুরাতন বাজার এলাকায় একটি বেআইনি নির্মাণের। শুধু বেআইনি নির্মাণ নয়, যে জায়গার উপরে বাড়ি তৈরির কাজ হচ্ছিল তার কোনো কাগজপত্র মালিকের কাছে নেই। জায়গাটা সরকারি জায়গা বলেই চিহ্নিত। সরকারি জায়গার উপরে দোতলা নির্মাণের কাজ চলছে যেটা অসাধুচক্রের অসাধু কাজ। অভিযোগ পেয়ে আমি নিজে পৌঁছে কাজ বন্ধ করে দিই।

উত্তরপাড়ায় বিবেকানন্দ সংঘের পরিচালনায় বসন্ত উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: সোমবার দোল পূর্ণিমা বসন্ত উৎসব শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা দোল যাত্রার প্রাক্কালে হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা বিবেকানন্দ সংঘের পরিচালনায় রবিবার সন্ধেবেলায় স্থানীয় মাখলা হাইস্কুল মাঠে বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হল। বিকাল থেকেই উৎসব শুরু হয়, নৃত্যনাট্য রবীন্দ্র সংগীত সহ ভাটিয়ালি গান পরিবেশিত হয়। ফোক ডান্স হয়, রবীন্দ্র নৃত্য পরিবেশন করেন শিল্পীরা। নৃত্য পরিবেশন করে মোট ১৮টি দল। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে প্রচুর দর্শকের সমাগম হয়। ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব সহ বিশিষ্ট অতিথিরা। এই অনুষ্ঠানে শিল্পীদের গানের সঙ্গে নৃত্য পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা হয়।

PAGE 7_EKDIN 25.03.2024 n_Layout 1 3/24/2024 9:44 PM Page 1

জেএনইউ-এর ছাত্র নির্বাচনে বাম-এবিভিপির জোর টক্কর

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ফলে নজর সকলেরই। রবিবার ২৫ মার্চ গণনা শুরু হতেই একসময় এবিভিপি এগিয়ে যায়। ফলে জোর গুঞ্জন শুরু করে তবে কি দেশের বাম রাজনীতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্র জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোটের ফলে দেখা যাবে উল্টো পুরাণ!

তবে কিছুক্ষণের মধ্যে খেলা ঘুরে যায়। ফের শুরু হয় বাম সংগঠন ও এবিভিপি-র মধ্যে জোর টক্কর। এই হাইভোল্টের ভোটের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে দেশের রাজনীতির একটা বড় অংশ। সন্ধে ৭ টার মধ্যে খেলা ঘুরে যায়। দেখা যায়, চারটি পদের মধ্যে তিনটিতেই এগিয়ে বামেরা।

কোভিড ঘিরে গত ৪ বছরের নানান পর্ব পার করে ২০২৪ সালে শেষমেশ ভোট হচ্ছে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভোটের দৌড়ে রয়েছে অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস ফেডারেশন, স্টুডেন্ড ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া, অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট ফেডারেশন, এই বাম সংগঠনগুলি একত্রে লড়ছে আরএসএস-অধিভুক্ত অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ-এর বিরুদ্ধে। এছাড়াও ভোট যুদ্ধে নেমেছে একাধিক সংগঠন। রাত আটটা পর্যন্ত শেষ পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, এবিভিপি-র প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী উমেশ চন্দ্র এখনও পর্যন্ত গণনা করা ১৯৯৫ ভোটের

মধ্যে ১১৬২টি পেয়েছেন, যেখানে বাম মনোনীত প্রার্থী ধনঞ্জয় ১৩৬১টি ভোট পেয়েছেন (গণনা চলছে)। ভাইস প্রেসডেন্ট পদে এবিভিপির প্রার্থী ৯৮৪ ভোট, বামেরা ১২১৪ টি ভোট পয়েছেয়েছে (গণনা চলছে)।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয়। উল্লিখিত এই চার পদের জন্য মোট ১৯ জন প্রার্থী ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন। স্কুল কাউন্সিলর পদের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন ৪২ জন। সূত্রে খবর, কেবলমাত্র জেএনইউএসইউ প্রেসিডেন্ট পদের জন্য লড়াই করছেন সাত জন। সেন্ট্রাল প্যানেলের মধ্যে রয়েছে প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, জয়েন্ট সেক্রেটারি এবং জেনারেল সেক্রেটারি।

দিল্লির রাজনীতিতে জেএনইউয়ের ছাত্রভোটের এক আলাদা তাৎপর্য রয়েছে। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শেষ বার জেএনইউতে ছাত্র সংসদের ভোট হয়েছিল। সে বার ভোটে জিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সভানেত্রী হয়েছিলেন বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের নেত্রী ঐশী ঘোষ।২, ৩১৩ ভোট পেয়ে এবিভিপির প্রার্থীকে হারিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু গত চার বছরে দিল্লির প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টিতে শক্তি বাড়িয়েছে এবিভিপি। লোকসভা নির্বাচনের মুখে জেএনইউয়ের ছাত্রভোটে তাই আলাদা তাৎপর্য তৈরি হয়েছে। এবিভিপি কতটা শক্তিশালী হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এসএফআইয়ের ভিত তারা টলিয়ে দেবে কি না তার দিকে নজর রয়েছে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের। এই নির্বাচনের ফলাফল দিল্লির ছাত্র রাজনীতির ভবিষ্যতের সূচক হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিকে সূত্রে খবর, বামফ্রন্ট সমর্থিত এআইএসএ-র ছাত্রনেতা ধনঞ্জয়, এসএফআই-এর অভিজিৎ ঘোষ, এআইএসএফ-এর মহম্মদ সাজিদ সেন্ট্রাল প্যানেলের পদগুলির জন্য লড়ছেন। তবে ভোটের কয়েকঘণ্টা আগে বাম প্রার্থী স্বাতী সিংয়ের নাম বাতিল করে দেওয়া হয়। এদিকে এবিভিপি-র উমেশ চন্দ্র আজমীরা, দীপিকা শর্মা, অর্জুন আনন্দ এবং গোবিন্দ দাঙ্গি এই সেন্ট্রাল প্যানেলের দৌড়ে ছিলেন। পাশাপাশি কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই-এর তরফে এই দৌড়ে ছিলেন জুনাইদ রাজা, ফাহরিন জাইদি। বিএপিএসএ-র তরফে দাঁড়িয়েছিলেন বিশ্বজিৎ মিঞ্জি, মহম্মদ আনস এ, প্রিয়ংশী আর্য এবং রূপক কুমার সিং।

অযোধ্যায় রামলালার সঙ্গে হোলি খেলবেন ভক্তরা, সাজো সাজো রব

অযোধ্যা, ২৪ মার্চ: রামলালার সঙ্গে হোলি খেলতে প্রস্তুত অযোধ্যা। রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার পরে প্রথমবার। মহা ধুমধাম করে হোলি পালন করবে অযোধ্যার রামমন্দির। তার আগে সেজে উঠছে গোটা মন্দির চত্বর। বিশেষ আয়োজন হয়েছে। ঠাণ্ডাই-সহ মোট ৫৬ রকমের ভোগ নিবেদন করা হবে রামলালাকে। ভগবানের সঙ্গে হোলি খেলার সুযোগ পাবেন ভক্তরাও।

হোলি উপলক্ষে প্রতিবারই মথুরা-বৃন্দাবনে ভিড় জমান বহু ভক্ত। এবার তাঁদের অনেকেরই গন্তব্য অযোধ্যার রামমন্দির। লক্ষ লক্ষ ভক্ত সমাগম হতে পারে বলে মন্দির কর্তৃপক্ষের অনুমান। হোলির আগে থেকেই উৎসবের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাঁরা। রামলালাকে প্রতিদিন নতুন পোশাকে সাজানো হচ্ছে। ফুলের বিশেষ সাজও রাখা হচ্ছে প্রতিদিন। এছাড়াও ফাগ সংগীত চালানো হচ্ছে রামলালার বিগ্রহের আশেপাশে। মরশুমি খাবারে সাজা

গত ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন হয়েছে। তার পরে প্রথমবার দোল। সেই জন্যই রামলালার সঙ্গে ভক্তদের হোলি খেলার ব্যবস্থা করছে মন্দির কর্তৃপক্ষ। জানা গিয়েছে, কাচনার ফুল দিয়ে তৈরি আবির নিয়েই হোলি খেলা হবে। পুরাকালে কাচনা গাছকে অযোধ্যার রাজবৃক্ষ হিসাবে মনে করা হত। এই কাচনা ফুল দেওয়া হয় গোরক্ষপুর মন্দিরেও। সেই ফুল থেকে তৈরি আবিরেই হোলি পালন করবে অযোধ্যা। রামমন্দির প্রাঙ্গনে রামলালার বিগ্রহে আবির দিতে পারবেন ভক্তরা, সেই ব্যবস্থাও রাখা হচ্ছে।

হোলি উপলক্ষে নানা রঙের পোশাকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে রামলালাকে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের কথা মাথায় রেখে মরশুমি খাবার দিয়ে ভোগ নিবেদন করা হচ্ছে। তবে হোলির দিন থাকছে বিশেষ ভোগ। সেদিন ঠাণ্ডাই দেওয়া হবে রামলালাকে। তার সঙ্গে সাজিয়ে দেওয়া হবে আরও ৫৬ রকমের পদ। ওইদিন রামলালার বিগ্রহে ফুলের আবির দিতে পারবেন ভক্তরা। অন্যদিনের তুলনায় ভক্তরা যেন সহজে রামলালার দর্শন করতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করতে চাইছে মন্দির কর্তৃপক্ষ। সবমিলিয়ে, ৪৯০ বছরেরও বেশি সময় পরে রাম দরবারে হোলির উৎসব পালন করতে মুখিয়ে রয়েছে গোটা অযোধ্যা।

হোলিকা দহনে কেজরিওয়ালের কুশপুতুল দাহ করল বিজেপি

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ: দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারি ঘিরে তপ্ত রাজধানী। দফায় দফায় বিক্ষোভ করছেন আপ সমর্থকরা। তবে এবার হোলির আগে 'হোলিকা দহনে' অরবিন্দ কেজরিওয়ালের কুশপুতুল দাহ করলেন দিল্লির বিজেপি নেতা-কর্মীরা। পাশাপাশি বিজেপির প্রতিবাদ কর্মসূচি থেকে কেজরিওয়ালের ইস্তফাও দাবি করা হয়েছে। পরে দিল্লি বিজেপির এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডল থেকে এই কর্মসূচির একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন দিল্লির বিজেপি সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেব। কুশপুতুলের মুখে কেজরিওয়ালের পোস্টার বসিয়ে সেটিকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

দিল্লির বিজেপি সভাপতি সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে বলেন, 'হোলি অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির জয়ের উৎসব। আমরা আজ দুর্নীতির হোলিকা দহন করলাম। যদি দিল্লিতে দুর্নীতির মুখ কেউ থেকে থাকেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রী কেজরীওয়াল।' একই সঙ্গে আপ প্রধানকে আক্রমণ করে তাঁর সংযোজন, 'কেজরিওয়াল দেশের কথা ভাবেননি। কেবল নিজের পরিবার এবং পকেটের কথা ভেবেছেন। তাই তিনি এবং তাঁর মন্ত্রীরা আজ জেলে।'

বন্দে ভারতের পর ছুটবে বুলেট ট্রেন, কাজ এগোচ্ছে দ্রুত, জানালেন রেলমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ: ইতিমধ্যেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সেমি হাইস্পিড ট্রেন 'বন্দে ভারত'। এবার ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের আগে পূর্ব ঘোষিত বুলেট ট্রেনের কথা উস্কে দিলেন রেল মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে মুম্বই-আমেদাবাদ ৫০৮ কিমি দীর্ঘ পথে বুলেট ট্রেন চালানোর স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তারপর কেটে গিয়েছে ৭ বছর। লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষিত হয়েছে।

সম্প্রতি এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রেলমন্ত্রী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, 'ভারতের বুলেট ট্রেন প্রকল্পটি খুব ভালোভাবে এগোচ্ছে। খুব শীঘ্রই মুম্বই থেকে আমদাবাদে প্রথম করিডরটি চালানো হবে। এর ফলে অর্থনৈতিক উন্নতিও ঘটবে।' রেল মন্ত্রক সূত্রের খবর, পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম বুলেট ট্রেন চলবে গুজরাটের সুরাট এবং বিলিমোরার মধ্যে। তারপরে ধীরে ধীরে অন্যান্য জায়গায় ট্রায়াল রান হবে। মুম্বই ও আহমেদাবাদের মধ্যে ৫০৮ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেবে বুলেট ট্রেন। তার মধ্যে ৪৪৮ কিলোমিটার পথ ফ্লাইওভার থাকবে। যাত্রাপথে থাকবে সুড়ঙ্গ এবং সেতুও। এই প্রকল্পটি শেষ হওয়ার কথা ছিল ২০২৩ সালেই। কিন্তু, নানা প্রতিবন্ধকতায় সেই প্রকল্প অনেকটাই

পিছিয়ে গিয়েছে। প্রকল্পের সম্ভাব্য ডেডলাইন ২০২৬ সাল। সেই রেলপথ তৈরির ভিডিও প্রকাশ করেছে রেলমন্ত্রক মুম্বই থেকে আহমেদাবাদের মধ্যেকার এই বুলেট ট্রেন প্রকল্পের কাজ হওয়ার কথা জাপান থেকে ৮০ শতাংশ ঋণ নিয়ে। সেদেশের সরকারের প্রতিশ্রুতিমতো মাত্র ০.১ শতাংশ সুদ এবং ১৫ বছরের মোরাটরিয়ামে এই ঋণ পাওয়ার কথা ভারতের। এই প্রকল্পটি সম্পন্ন হওয়ার কথা সম্পূর্ণ জাপানি প্রযুক্তিতে এবং জাপানি সংস্থাগুলির মাধ্যমে। আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, ট্রায়াল রানে ৩৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে চলবে বুলেট ট্রেন। যা বিমানের টেক-অফ গতির সঙ্গে তুলনীয়।

আমেরিকায় মৃত্যু ভারতীয় তরুণীর

নিউ ইয়র্ক, ২৪ মার্চ: পথ দুর্ঘটনায় আমেরিকার পেনসিলভেনিয়ায় মৃত্যু হল এক ২১ বছরের এক ভারতীয় তরুণী আর্শিয়া জোশীর। রবিবার নিউ ইয়র্কে ভারতীয় কনসুলেট ওই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছে। ২১ মার্চ পেনসিলভেনিয়া পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। ভারতীয় কনসুলেট জানিয়েছে, তারা মৃতের পরিবারের পাশে রয়েছে। দেহ দেশে ফেরানোর আশ্বাসও দিয়েছে। এক্স (সাবেক টুইটার)-এ নিউ ইয়র্কে ভারতীয় কনসুলেট লিখেছে, 'আর্শিয়া জোশীর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। ২১ মার্চ পেনসিলভেনিয়ায় দুঃখজনক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। তাঁর আত্মার শান্তিকামনা করি।' আর্শিয়ার পরিবার থাকেন দিল্লিতে। তাঁর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছে আমেরিকায় ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। বিদেশে কোনও ভারতীয় বিপদে পড়লে বা মৃত্যু হলে তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসে এই সংগঠন। দিন কয়েক আগে মেক্সিকোতে দুই ভারতীয় ট্রাক চালকের মৃত্যু হয়। এক চালকের দেহ অমৃতসরে তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছিল এই সংগঠন।

সম্প্রতি আমেরিকায় রহস্যমৃত্যু হয়েছে বেশ কয়েক জন ভারতীয়ের। বেশির ভাগকেই খুন করা হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি গুলি করে খুন করা হয়েছে শিখ যুবককে। তাঁর নাম রাজ সিং। উত্তরপ্রদেশের বিজনোর জেলার বাসিন্দা ছিলেন তিনি। আমেরিকায় এক কীর্তনের দলের সঙ্গে ঘুরছিলেন। আলবামা প্রদেশে একটি গুরুদ্বারের সামনে তাঁকে গুলি করা হয় বলে অভিযোগ। গত জানুয়ারিতে ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক ছাত্রের দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে। সম্প্রতি জানা গিয়েছে, রাতে তাঁকে নাইট ক্লাবে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। অতিরিক্ত ঠান্ডার কারণে তাঁর মৃত্যু হয়। গত ফেব্রুয়ারিতে ক্যালিফর্নিয়ার একটি ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার করা হয় কেরলের দম্পতি এবং তাঁদের যমজ শিশুর দেহ। তারও আগে ওয়াশিংটনের রেস্তরাঁয় বচসার সময় খুন হন ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিবেক চান্দের তানেজা।

পুড়ে মৃত্যু ৪ শিশুর

মিরাট: পুড়ে মৃত্যু হল ৪ শিশুর। ঘটনাস্থল উত্তরপ্রদেশের মিরাট। পুলিশ জানিয়েছে, মিরাটের পল্লবপুরমের জনতা কলোনির একটি বাড়িতে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। শনিবার বিকেলে ওই বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়েই দমকল পৌঁছয় সেখানে। পৌঁছয় পুলিশ বাহিনী। পুলিশ জানিয়েছে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে শট সার্কিট থেকেই বাড়িতে এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, গৃহকর্তা এবং গৃহকর্ত্রীর নাম জনি এবং ববিতা। চার শিশু সহ দম্পতিকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষরক্ষা হয়নি। মৃত্যু হয়েছে চার শিশুর। জনির পরিস্থিতি স্থিতিশীল, শারীরিক পরিস্থিতি বিচারে ববিতাকে অন্য হাসপাতালে স্থানাতরিত করা হয়েছে।

প্রবল ঝড়ে মৃত্যু ১২ জনের, নিখোঁজ ৭

রিও ডি জেনেইরো, ২৪ মার্চ: দক্ষিণ-পূর্ব ব্রাজিলে শক্তিশালী ঝড়ে মৃত্যু হল অন্তত ১২ জনের। রিও ডি জেনেইরোর পাহাড়ি এলাকায় প্রবল ঝড়ে ঘটনাটি ঘটেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ঝড় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ার একটি নমুনা মাত্র। কিছুদিন আগেই এক তীব্র দাবদাহের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপরেই শুক্রবারের এই ভয়ানক ঝড়ে রিও ডি জেনেইরোতেই মারা যান ৮ জন। পাশের এস্পিরিটো সান্টো অঞ্চলে মৃত্যু হয় আরও ৪ জনের। সাত জনকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা ডি সিলভা নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানিয়েছেন, 'কয়েক হাজার মানুষ এই ঝড়ের কারণে ঘর ছাড়া।'

সরকারের তরফে পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছেন তিনি। রিও ডি জেনেইরোর পেট্রোপলিস শহরে ঝড়ের কারণে ভেঙে পড়ে একটি বাড়ি। এতে মারা যান ওই পরিবারের চার জন। শনিবার সকালে ধ্বংসস্তূপ থেকে এক শিশুকে বের করে আনে উদ্ধারকর্মীরা। শিশুটি ১৬ ঘণ্টা ধরে চাপা পড়ে ছিল। শিশুটিকে বাঁচাতে গিয়ে তার বাবা মারা যায়। ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করতে সেনা এবং ডগ স্কোয়াড পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় স্কুল খুলে দেওয়া হয়েছে ঘরছাড়া মানুষের আশ্রয়ে। শুক্রবার থেকে এখন পর্যন্ত ৯০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে।

মস্কোয় জঙ্গি হামলার ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ

মস্কো, ২৪ মার্চ: মস্কোর ক্রকার্স হলে অনুষ্ঠান চলাকালীন এলোপাথাড়ি গুলি। মৃত্যু হয়েছে কম করে ১৪৩ জনের। রাইফেল আর ধারালো ছুরি নিয়ে তেড়ে যাচ্ছে জঙ্গিরা। দেখে প্রাণভয়ে ছুটছেন আমজনতা। তার মধ্যেই নির্মমভাবে গুলি চালাচ্ছে হামলাকারীরা। শুক্রবার মস্কোর কনসার্টে ভয়াবহ হামলার ভিডিও প্রকাশ করল ইসলামিক স্টেট । অন্য দিকে, রাশিয়ায় এই হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন মার্কিন বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। জঙ্গি হামলার পরে রবিবার দেশজুড়ে জাতীয় শোক পালনের ডাক দিয়েছে রাশিয়া।

সাম্প্রতিককালের অন্যতম বড় সন্ত্রাসবাদী হামলার শিকার রাশিয়া। শুক্রবার রাতে মস্কোর ক্রকার্স হলে অনুষ্ঠান চলাকালীন ঢুকে পড়া চার বন্দুকবাজের গুলিবৃষ্টিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৪৩। ইতিমধ্যেই হামলার দায় স্বীকার করেছে জঙ্গি গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট। তবে হামলা নিয়ে একে অপরকে দোষারোপ করছে রাশিয়া ও ইউক্রেন। আপাতত ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে রুশ প্রশাসন। তার মধ্যে ৪ জন কনসার্টে হামলা চালিয়েছে বলে অনুমান।

বাংলাদেশি মুসলিমদের জন্য 'শর্ত' চাপালেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ২৪ মার্চ: অসমের বাসিন্দা হতে বাংলাদেশি মুসলিমদের জন্য 'শর্ত' চাপালেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। চলতি মাসেই দেশে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) চালু হয়েছে। বাংলাদেশি মুসলিমেরা অসমে 'মিঞা' নামে পরিচিত। সেই 'মিঞা' সম্প্রদায়কে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রসঙ্গে হিমন্ত বলেন, 'অসমিয়া সমাজের কিছু সাংস্কৃতিক নিয়ম এবং ঐতিহ্য রয়েছে। যদি অসমের অধিবাসী হতে হয় তবে সেই সব মেনে চলতে হবে।' তাঁর মন্তব্যে লোকসভা ভোটের আগে নতুন বির্তক তৈরি হয়েছে। দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় আসার পর ২০১৯ সালের ১১ ডিসেম্বর সিএএ পাশ করিয়েছিল কেন্দ্রের মোদি সরকার। ওই আইন অনুযায়ী, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মতো মুসলিম ধর্মাবলম্বী দেশ থেকে যদি সে দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে এ দেশে আশ্রয় চান, তা হলে তা দেবে ভারত। কিন্তু সিএএ-তে হিন্দু, শিখ , জৈন, বৌদ্ধ, পার্সি এবং খ্রিস্টান শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হলেও সেখানে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্তদের কথা উল্লেখ করা হয়নি। এই 'বৈষম্য' কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে বিরোধী দলগুলি।

সিএএ নিয়ে ইতিমধ্যেই বিজেপি বিরোধী দলগুলি সুর চড়াতে শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গ, কর্নাটকে সিএএ চালু হতে দেবেন

না, বলে দাবি করেছেন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা।

উল্লেখ্য,হিমন্ত জানান, কোনও পরিবারে যদি দুইয়ের বেশি সন্তান থাকে, তবে বাংলাদেশি মুসলিমেরা অসমের বাসিন্দা হতে পারবেন না। এ ছাড়াও, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ বন্ধ করার শর্তও দিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'যদি এ রাজ্যের বাসিন্দা হতে হয় তবে নাবালিকার বিয়ে দেওয়া যাবে না।' পাশাপাশি হিমন্ত জানান, ছেলেমেয়েদের মাদ্রাসায় পড়ানো যাবে না। অসমের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মাদ্রাসার পরিবর্তে ডাক্তারি এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো ক্ষেত্রে মনোযোগ দেওয়া উচিত।'

অসমে হিমন্তের নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার ২০২৩ সালে রাজ্যে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করেছে। বাল্যবিবাহ করার অভিযোগে প্রায় ন'হাজার মামলা দায়ের করা হয়েছিল। ২০২২ সালে অসম মন্ত্রিসভা আনুষ্ঠানিক ভাবে ৪০ লাখ অসমিয়া ভাষী মুসলিমকে 'আদিবাসী অসমিয়া মুসলিম' হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। অসমের মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রায় ৩৭ শতাংশ 'অসমিয়া মুসলিম'। বাকিরা বাংলাদেশি মুসলিম। তাঁদের 'আদিবাসী' স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নেই মন্তব্য করে নতুন করে বিতর্কে জড়ালেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী।

গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবি জানালেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব

প্যালেস্টাইন: টানা সাড়ে পাঁচ মাসেরও বেশি সময় ধরে প্যালেস্টাইনের গাজা ভূখণ্ডে বর্বরচিত আক্রমণ চালাচ্ছে ইজরায়েল। প্যালেস্টাইনের অবরুদ্ধ ওই ভূখণ্ডে তীব্র মানবিক সংকট দেখা দিয়েছে।

বিশ্বব্যাপী যুদ্ধবিরতির আহ্বান জোরাল হলেও ইজরায়েল বিষয়টি গুরুত্ব না দিয়ে হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত রেখেছে। এই পরিস্থিতিতে আবারও অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি কার্যকরের আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অ্যান্তোনিও গুতেরেস শনিবার মিশর-গাজার মধ্যে অবস্থিত রাফাহ ক্রসিংয়ের মিশরীয় অংশে সফরে যান। আর সেখানেই গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির জন্য নতুন করে আহ্বান জানান রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব। রাফাহ ক্রসিংয়ের মিশরীয় দিক থেকে কথা বলার সময় তিনি বলেন, 'বন্দুকগুলোকে নীরব করার সময় এসেছে।' এসময় গাজা ভূখণ্ডজুড়ে মানবিক পণ্যের 'সম্পূর্ণ, নিরবচ্ছিন্ন' প্রবেশাধিকার দেওয়ার জন্যও ইজরায়েলের প্রতি আহ্বান জানান গুতেরেস।

চলতি সপ্তাহে রাষ্ট্র-সমর্থিত একটি খাদ্য নিরাপত্তা মূল্যায়নে বলা হয়েছে, গাজার ১১ লাখ মানুষ ক্ষুধা ও অনাহারের সঙ্গে লড়াই করছেন। এমনকী এখনই যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া না হলে আগামী মে মাসের মধ্যে গাজার উত্তরাঞ্চলে মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে বলেও এতে জানানো হয়েছে।

মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, 'জীবন রক্ষাকারী সাহায্য দিয়ে গাজাকে সত্যিকারের অর্থে প্লাবিত করার সময় এসেছে। পরিস্থিতি পরিষ্কার হয় মানবিক সহায়তার সরবরাহ বাড়াতে হবে বা না হয় মানুষকে অনাহারে থাকতে হবে। সীমান্তের মিসরীয় অংশে ত্রাণবাহী ট্রাক অবরুদ্ধ করে রাখা নৈতিক নারকীয়তা।'

এসময় গাজায় আটক থাকা ইজরায়েলিদের মুক্তির আহ্বানও জানান গুতেরেস। তিনি বলেন, 'আমি চাই গাজার প্যালেস্টাইনিরা জানুক আপনারা একা নন। এই ভূখণ্ডে যে ভয়াবহতা হচ্ছে, তা দেখে সারা বিশ্বের মানুষ ক্ষুব্ধ। গাজার প্যালেস্টাইনিরা একটি বিরতিহীন দুঃস্বপ্নের মধ্যে আটকে আছেন।' প্যালেস্টাইনের গাজা ভূখণ্ডের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গাজায় ইজরায়েলি হামলায় রিপোর্ট পর্যন্ত ৩২ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। যাদের বেশিরভাগই মহিলা ও শিশু। এছাড়া আহত হয়েছেন আরও ৭৪ হাজারের বেশি মানুষ।

সঞ্জুর অর্ধশতরানে জিতল রাজস্থান

রাহুল রান পেলেও হার লখনউয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘরের মাঠে লখনউ সুপার জায়ান্টসকে হারিয়ে দিল রাজস্থান রয়্যালস। জয়পুরে আইপিএলের প্রথম ম্যাচে ২০ রানে জিতল রাজস্থান। সঞ্জু স্যামসনের অর্ধশতরানে ভর করে আগে ব্যাট করে ১৯৩/৪ তোলে রাজস্থান। জবাবে কেএল রাহুল এবং নিকোলাস পুরান অর্ধশতরান করলেও লখনউয়ের ইনিংস থেমে যায় ১৭৩/৬ স্কোরে।

রাজস্থানের বিরুদ্ধে ১৯৪ রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা খুবই খারাপ হয়েছিল লখনউয়ের। প্রথম ওভারেই ফিরে যান কুইন্টন ডি'কক (৪)। দেবদত্ত পাড়িক্কল (০) এবং আয়ুষ বাদোনিও (১) ব্যর্থ। ১১ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় লখনউ। দলকে ধসের হাত থেকে বাঁচান অধিনায়ক কেএল রাহুল এবং দীপক হুডা। রাহুল ধরে খেললেও হুডা চালিয়ে খেলতে থাকেন। দু'টি চার এবং দু'টি ছয় মেরে ১৩ বলে ২৬ করে ফেরেন হুডা।

এর পর সহ-অধিনায়ক নিকোলাস পুরানের সঙ্গে হাল ধরেন রাহুল। পুরান মেরে খেললেও রাহুল অনেক ক্ষণ ধরে খেলেন। কিন্তু আস্কিং রেট বাড়তে থাকায় চালিয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নেন লখনউ অধিনায়ক। ৪৪ বলে ৫৮ রান করে ফিরে যান তিনি। তার আগে পঞ্চম উইকেটে দু'জনে ৮৫ রান যোগ করেন। রাহুল ফেরার পরেই আউট হন মার্কাস স্টোইনিসও (৩)। তখনও পুরানের উপর ভরসা ছিল লখনউয়ের। কিন্তু শেষ দিকে প্রত্যাশামতো খেলতেই পারলেন না তিনি।

টসে জিতে আগে ব্যাট করে রাজস্থান। গত বার যশস্বী এবং জস বাটলারের ওপেনিং জুটি নজর কেড়েছিল। এ বারও তাঁরা শুরুটা ভালই করেছিলেন। কিন্তু নবীন উল-হককে তুলে মারতে গিয়ে আউট হন বাটলার। সঞ্জুর সঙ্গে ভালই এগোচ্ছিলেন যশস্বী। পঞ্চম ওভারে মহসিন খানকে স্কুপ করে একটি ছয় মারেন। পরের বলে আবার চালাতে গিয়ে মিড উইকেটে ক্রুণাল পাণ্ড্যের হাতে ক্যাচ দেন তিনি।

চতুর্থ উইকেটে সঞ্জুর সঙ্গে পরাগের জুটি রাজস্থানকে ভরসা দেয়। লখনউয়ের বোলারদের পিটিয়ে দু'জনে যোগ করেন ৯৩ রান। একটি চার এবং তিনটি ছয়ের সাহায্যে ২৯ বলে ৪৩ করেন পরাগ। তবে শেষ পর্যন্ত খেলেন স্যামসন। তাঁর ৮২ রানের ইনিংসে রয়েছে তিনটি চার এবং ছ'টি ছয়। ভারতীয় টেস্ট দলের নতুন ক্রিকেটার ধ্রুব জুরেল অপরাজিত থাকেন ১২ বলে ২০ রানে। লখনউয়ের ক্রুণাল এর মধ্যেও ভাল বল করেন। চার ওভারে দেন মাত্র ১৯ রান।

পুরনো দল গুজরাতের বিরুদ্ধে বল হাতে ব্যর্থ হার্দিক, জিততে হলে মুম্বইকে করতে হবে ১৬৯ রান

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক সময় যে গ্যালারি হার্দিক পাণ্ড্যের জয়ধ্বনি দিত, রবিবার তারাই ছিল বিপক্ষে। গুজরাত টাইটান্স ব্যাট করার সময় প্রথম ওভারটাই করেন হার্দিক। আর সেই ওভারে দেন ১১ রান। ঋদ্ধিমান সাহা প্রথম বলেই চার মারেন। বোলার হার্দিক বেশ লম্বা লাইন আপ নিয়ে বল করলেন। কিন্তু মন জয় করতে পারলেন না। প্রশ্ন উঠতেই পারে, রোহিত শর্মা মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক হলে আদৌ হার্দিককে দিয়ে তিন ওভার বল করাতেন কি না। গুজরাত তুলল ১৬৮ রান।

মুম্বই দলে যশপ্রীত বুমরার মতো এক জন পেসার রয়েছেন। কিন্তু তাঁকে দিয়ে ইনিংসের প্রথম বল করালেন না হার্দিক। বুমরা বল করতে এলেন চতুর্থ ওভারে। এসেই তুলে নেন ঋদ্ধিমান সাহার উইকেট। ইয়র্কার সামলাতে পারেননি বাঙালি উইকেটরক্ষক। উইকেট ভেঙে যায় ঋদ্ধির। দ্বিতীয় স্পেলে বল করতে এসে বুমরা প্রথম বলেই আউট করেন ডেভিড মিলারকে। এমন এক জন বোলারকে দিয়ে প্রথম ওভার বল কেন করানো হবে না? এমন প্রশ্ন তুললেন ধারাভাষ্যকারেরাও।

গুজরাতের হয়ে শুরুটা খারাপ করেননি অধিনায়ক শুভমন গিল এবং ঋদ্ধিমান। ১৫ বলে ১৯ রান করে ঋদ্ধি আউট হলে নামেন সাই সুদর্শন। তিনি এবং শুভমন মিলে ৩৩ রান যোগ করেন। শুভমন ৩১ রান করে আউট হলেও সুদর্শন ছিলেন। তিনি ৪৫ রান করেন।

জেরাল্ড কোয়েটজ়ি নেন দু'টি উইকেট। পীযূষ চাওলা একটি করে উইকেট নেন। কোয়েটজ়ি চার ওভারে ২৭ রান দেন। চাওলা তিন ওভারে দেন ৩১ রান। কোয়েটজ়ি এবং বুমরা ছাড়া কোনও বোলারই রান আটকাতে পারেননি। সেই সুযোগে গুজরাত ১৬৮ রান তুলে নিল। ঠিক মতো বোলারদের ব্যবহার করতে পারলে হয়তো আরও আগেই থেমে যেত গুজরাতের ইনিংস। সেই দায় হার্দিককে নিতেই হবে।

আইপিএলের প্রথম ম্যাচেই সফল, নেপথ্যে ধোনির পরামর্শের কথা বললেন বাংলার অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার দিল্লি ক্যাপিটালসের 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' হিসাবে নেমে সফল হয়েছেন অভিষেক পোড়েল। বাংলার ক্রিকেটারের ১০ বলে ৩১ রান নজর কেড়ে নিয়েছে। দিল্লিকে জেতাতে না পারলেও শিরোনামে উঠে এসেছে অভিষেকের ভূমিকা। অভিষেক জানালেন, মহেন্দ্র সিংহ ধোনির থেকে পাওয়া পরামর্শই তাঁর সাফল্যের কারণ

ম্যাচের পর দিল্লি একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছে। সেখানে সৌরভ এবং ধোনির কথা উল্লেখ করেছেন অভিষেক। সৌরভের সম্পর্কে বলেছেন, 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে নামার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। ঠিক করে রেখেছিলাম ব্যাট করার সুযোগ পেলে দলের কথা ভেবেই খেলব। সৌরভ স্যর বলেছিলেন যে কোনও সময় সুযোগ চলে আসতে পারে। সেটা লুফে নিতে হবে। আমার মনের ভিতরেও সেটাই চলছিল। ব্যাটিংয়ের সময় বল দেখে শট মেরেছি।

গত বছর ধোনির থেকে পরামর্শ পেয়েছিলেন অভিষেক। কী বলেছিলেন প্রাক্তন অধিনায়ক? অভিষেকের কথায়, 'ধোনি বলেছিল ডেথ ওভারে ব্যাট করতে নামলে ম্যাচটা শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে। শেষ ৬টা বলের প্রতি বিশেষ নজর রাখতে। ব্যাটিংয়ের থেকে নিজের ফিল্ডিং নিয়ে বেশি চিন্তায় ছিলাম। কারণ অনেক দিন পরে ফিল্ডিং করতে নামছিলাম। তা-ও আবার আইপিএলের মতো ম্যাচে। ফলাফল আমার দলের পক্ষে যায়নি। তবে আমরা শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসব।

শেষ ওভারে কেকেআরকে জিতিয়েই শাস্তির মুখে নায়ক হর্ষিত, পড়লেন গাওস্করের রোষেও

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচের শেষ ওভারে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে জয় এনে দিয়েও শাস্তি পেতে হল হর্ষিত রানাকে। কেকেআরের জোরে বোলারের ম্যাচ ফির ৬০ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়েছে। তাঁর বিতর্কিত আচরণের সমালোচনা করেছেন ক্ষুব্ধ সুনীল গাওস্করও।

শনিবার ইডেন গার্ডেন্সে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে প্রায় হাতছাড়া হতে যাওয়া ম্যাচে রুদ্ধশ্বাস জয় এনে দিয়েছেন হর্ষিত। শেষ ওভারে প্যাট কামিন্সের দলের প্রয়োজন ছিল ১৩ রান। হর্ষিতের নিয়ন্ত্রিত বোলিং হায়দরাবাদকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে দেয়নি। শেষ ওভারে তিনি আউট করেছেন পিচে জমে যাওয়া দুই ব্যাটার শাহবাজ আহমেদ এবং হেনরিক ক্লাসেনকে। শনিবারের ম্যাচে ৩৩ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন তিনি। ময়ঙ্ক আগরওয়ালকে আউট করে প্রতিপক্ষ শিবিরে প্রথম ধাক্কাও দেন তিনি। নজরকাড়া পারফরম্যান্স করেও অতি আগ্রাসী আচরণের জন্য শাস্তি পেতে হল তাঁকে। প্রথমে ময়ঙ্ক এবং পরে ম্যাচের চূড়ান্ত উত্তেজনার সময় ক্লাসেনকে আউট করে মাত্রাতিরিক্ত উত্তেজনা প্রকাশ করেন তিনি। হায়দরাবাদের দুই ব্যাটারকেই বিদ্রুপ করেন হর্ষিত। যা আইপিএলের আচরণবিধি সম্মত নয়। আচরণবিধির ২.৫ নম্বর ধারা লঙ্ঘন করেছেন হর্ষিত। তাঁকে 'লেভেল ১' পর্যায়ের অপরাধে অভিযুক্ত করেছেন ম্যাচ রেফারি মনু নায়ার। ম্যাচের পরের শুনানিতে নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়েছেন কেকেআরের জোরে বোলার। প্রথম অপরাধের জন্য ম্যাচ ফির ১০ শতাংশ এবং দ্বিতীয় বার একই অপরাধ করায় ম্যাচ ফির আরও ৫০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে তাঁকে। অর্থাৎ ম্যাচ ফির মোট ৬০ শতাংশ জরিমানা হয়েছে তাঁর।

হর্ষিতের এমন আচরণ মেনে নিতে পারেননি গাওস্করও। কেকেআরের বোলারের সমালোচনা করে তিনি বলেছেন, ''বাউন্ডারি মারার পর ময়ঙ্ক কিন্তু হর্ষিতকে এমন কিছু করেনি। একটা উইকেট নিয়েই এমন আচরণ! রানা সাহেব, একটা উইকেট নিয়ে এমন করার দরকার নেই। এটা ক্রিকেট। আমরা সবাই জানি, টেলিভিশনের পর্দায় সব কিছুই এখন ধরা পড়ে যায়। তাই আরও সংযত থাকার চেষ্টা করা উচিত।'' ক্ষুব্ধ গাওস্কর আরও বলেছেন, ''এ সব না করেও ক্রিকেট খেলা যায় হর্ষিত। উচ্ছ্বাস থাকবেই। সতীর্থদের সঙ্গে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করো। প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে বিদ্রুপ করার দরকার কী?''

ময়ঙ্ক এবং ক্লাসেনকে করা হর্ষিতের বিদ্রুপের ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশও হর্ষিতের এমন আচরণ সমর্থন করছেন না। বিশেষ করে ময়ঙ্ককে আউট করার সময় হর্ষিতের আচরণ একটু বেশিই বেমানান লেগেছে। একই ভুল এক জন ক্রিকেটার এক ম্যাচে কী করে একাধিক বার করেন তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তাই শনিবার কেকেআরকে জিতিয়েও শাস্তি পেলে হল হর্ষিতকে। প্রশংসার পাশাপাশি জুটল সমালোচনাও।

দেশের হয়ে খেলতে না চাওয়া ক্রিকেটারকে ক্ষমা করে দিল পাকিস্তান, বার্ষিক চুক্তিতে ফিরলেন রউফ

নিজস্ব প্রতিবেদন: হ্যারিস রউফকে ক্ষমা করে দিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। পাক পেসার দেশের হয়ে টেস্ট খেলতে চাননি। কিন্তু লিখিত ভাবে ক্ষমা চাওয়ায় হ্যারিসকে ক্ষমা করে দিল বোর্ড। নিউ জ়িল্যান্ডে খেলতে গিয়েছিল পাকিস্তান। সেই সফরের সময় বার্ষিক চুক্তি থেকে রউফকে সরিয়ে দিয়েছিল বোর্ড।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলতে অস্বীকার করেছিলেন রউফ। বলেছিলেন টেস্ট খেলার মতো পরিশ্রম করতে পারবেন না। কিন্তু সেই সময় বিগ ব্যাশ লিগে খেলেছিলেন রউফ। বোর্ড প্রধান মহসিন নাকভি মনে করেন, একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। নাকভি বলেন, 'রউফ আমাদের কাছে লিখিত ভাবে ক্ষমা চেয়েছে। সেই চিঠি পাওয়ার পর আমরা ওকে বোর্ডের চুক্তিতে ফিরিয়ে নিচ্ছি। পাকিস্তান সুপার লিগে খেলার সময় ও চোট পেয়েছে। রউফের চিকিৎসার দায়িত্ব আমাদের। ওকে দ্রুত সুস্থ করতে হবে।দ আগামী দিনে রউফ টেস্ট খেলেন কি না সেই দিকে নজর থাকবে।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলতে রাজি হননি রউফ। তাঁকে কোচ এবং অধিনায়ক দলে চেয়েছিলেন। কিন্তু তবুও তিনি খেলতে রাজি হননি। সেই পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক ওয়াসিম আক্রম তাঁর সমালোচনা করেছিলেন। আক্রম বলেন, 'একজন ক্রিকেটার খেলবে কি খেলবে না, সেটা সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত। কিন্তু রউফ পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। তাই পাকিস্তান দল দেশে ফিরলে রউফকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে।

সেটাই হয়েছিল। রউফকে চুক্তি থেকেই ছেঁটে ফেলেছিল বোর্ড।

একই দলের দুই ব্যাটারের দুই ইনিংসে শতরান, টেস্টে এখনও ৪৬৪ রানে পিছিয়ে বাংলাদেশ, হাতে ৫ উইকেট

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দুই ইনিংসেই শতরান ধনঞ্জয় ডি'সিলভা এবং কামিন্দু মেন্ডিস। শ্রীলঙ্কার এই দুই ব্যাটারের শতরানে বাংলাদেশের সামনে ৫১১ রানের লক্ষ্য রাখে শ্রীলঙ্কা। যা তাড়া করতে নেমে ৪৭ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে বেশ চাপে লিটন দাসেরা।

টেস্টে এর আগেও বহু ব্যাটার দুই ইনিংসে শতরান করেছেন। তবে একই ম্যাচ একই দলের দুই ব্যাটার দুই ইনিংসে শতরানের ঘটনা খুব বেশি দেখা যায়নি। ১৯৪৭ সালে ইয়ান চ্যাপেল এবং গ্রেগ চ্যাপেল একই টেস্টের দুই ইনিংসে শতরান করেছিলেন। গ্রেগের একটি ইনিংসে দ্বিশতরানও ছিল। সেই কীর্তি ছুঁলেন মেন্ডিস এবং ডি'সিলভা। মেন্ডিসের কৃতিত্ব আরও বেশি। ক্রিকেটের ১৪৭ বছরের ইতিহাসে কোনও ব্যাটার সাত বা তার নীচে ব্যাট করতে নেমে দুই ইনিংসে শতরান করেননি। মেন্ডিস সেই কাজটাই করলেন শরিফুল ইসলামদের বিরুদ্ধে।

শ্রীলঙ্কা প্রথম ইনিংসে ২৮০ রান করে। এর মধ্যে অধিনায়ক ডি'সিলভা করেন ১০২ রান। সাত নম্বরে নেমে মেন্ডিসও ১০২ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটার ২০ রানের গণ্ডি পার করতে পারেননি। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশের ইনিংস শেষ হয়ে যায় ১৮৮ রানে। বাংলাদেশের প্রথম দিকের ব্যাটারেরা ব্যর্থ হন। অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ৫ রান করেন। লিটন করেন ২৫ রান। শ্রীলঙ্কার হয়ে চার উইকেট নেন বিশ্ব ফার্নান্দো। তিনটি করে উইকেট নেন কাসুন রাজিতা এবং লাহিরু কুমারা।

দ্বিতীয় ইনিংসে শ্রীলঙ্কার হয়ে আবার শতরান করেন ডি'সিলভা (১০৮) এবং মেন্ডিস (১৬৪)। ওপেনার দিমুথ করুণারত্নে করেন ৫২ রান।

কেকেআরে হর্ষধ্বনি! নেট বোলার থেকে স্ট্রাইক বোলার হর্ষিত ব্যাট হাতে ডিভিলিয়ার্স

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্স-সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচের পর আলোচনায় উঠে এসেছেন হর্ষিত রানা। পারফরম্যান্সের জন্য যেমন প্রশংসিত হয়েছেন, তেমন অতিরিক্ত আগ্রাসী আচরণের জন্য নিন্দিতও হয়েছেন। ২২ বছরের তরুণের জীবন হঠাৎ বদলে দিয়েছে ম্যাচের শেষ ওভারের দু'টি বল।

হায়দরাবাদের দুই ব্যাটার হেনরিক ক্লাসেন এবং শাহবাজ আহমেদ কেকেআরের হাত থেকে ম্যাচ প্রায় ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। হর্ষিতের দু'টি বল শেষ পর্যন্ত তা হতে দেয়নি। প্রথমে ইডেনের ঘরের ছেলে শাহবাজকে আউট করে কেকেআরকে লড়াইয়ে ফেরান। পরে ক্লাসেনকে আউট করে দলের জয় কার্যত নিশ্চিত করে দেন। সমালোচকেরা বলতেই পারেন, ক্লাসেনের উইকেট হর্ষিতের থেকেও বেশি সুযশ শর্মার। তিনি কঠিন ক্যাচটি ধরতে না পারলে ম্যাচের ফল অন্য রকম হতে পারত। তবু, ক্রিকেটের নিয়ম অনুযায়ী উইকেট প্রাপ্তির কৃতিত্ব হর্ষিতেরই।

কে এই হর্ষিত? দু'টি বলের জন্য আগ্রহের কেন্দ্রে! দিল্লির ২২ বছরের বাসিন্দার জাতীয় পর্যায়ের ক্রিকেটে অভিষেক ২০২২ সালে। একই মরসুমে আইপিএলে অভিষেক কেকেআরের হয়ে। তাও আবার দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে। শনিবারের আগে পর্যন্ত ১২টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে হর্ষিতের সংগ্রহ ছিল ৯টি উইকেট।

গত দু'বছর আইপিএল খেললেও তেমন কিছু করতে পারেননি। অথচ এ বার প্রথম ম্যাচেই ৩৩ রানে ৩ উইকেট নিয়ে নায়ক হর্ষিত। ২০২২ সালে তাঁর কেকেআরে যোগ দেওয়া এক দুর্ঘটনার ফল। তিনি ছিলেন আদতে গুজরাত টাইটান্সের নেট বোলার। কেকেআরের রাসিখ সালাম পিঠে চোট পেয়ে ছিটকে যান প্রতিযোগিতা থেকে। তাঁর পরিবর্তে এক জন জোরে বোলার খুঁজছিলেন কেকেআর কর্তৃপক্ষ। সুযোগ পান হর্ষিত।

দিল্লির ক্রিকেটার হওয়ায় আগে থেকে পরিচয় ছিল কেকেআরের সহ-অধিনায়ক নীতীশ রানার সঙ্গে। সে প্রসঙ্গে হর্ষিত বলেছেন, ''নীতীশ ভাই আমাকে ডেকেছিল কেকেআরে ট্রায়াল দেওয়ার জন্য। অভিষেক নায়ার স্যর (কেকেআরের সহকারী কোচ) আমার পরীক্ষা নেন। তিনি সন্তুষ্ট হন। আমাকে বলেছিলেন, কলকাতার হয়ে খেলার সুযোগ পেতে পারি।'' হর্ষিতকে দলে নেওয়া প্রসঙ্গে কেকেআরের প্রাক্তন মেন্টর ডেভিড হাসি বলেছেন, ''হর্ষিতকে প্রথম থেকে পছন্দ করত নীতীশ। ওই হর্ষিতের নাম সালামের পরিবর্ত হিসাবে সুপারিশ করেছিল ব্রেন্ডন ম্যাকালামের (কেকেআরের প্রাক্তন কোচ) কাছে।''

ট্রায়াল দেওয়ার পরেও সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল কিছু দিন। কারণ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে নেওয়ার ক্ষমতা ছিল না নায়ারের। হর্ষিত বলেছেন বলেছেন, ''গুজরাতের নেট বোলার ছিলাম। এক দিন অভিষেক স্যরের ফোন পাই। সে দিন রাতেই আমাকে চুক্তিপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়, সে দিনের অনুভূতির কথা বলে বোঝাতে পারব না।'' কেকেআরে সুযোগ পেলেও হর্ষিত জানতেন, তাঁর মূল কাজ হবে নেটে বল করা। ম্যাচ খেলার সুযোগ খুব বেশি পাবেন না শুরুতে। তাই নেটেই দলের ব্যাটারদের বিব্রত করে প্রথম একাদশের দরজা খোলার পরিকল্পনা করেছিলেন ২০ হর্ষিত। কারণ তার আগে হর্ষিত মূলত অনূর্ধ্ব ১৯ এবং অনূর্ধ্ব ২৫ স্তরে খেলতেন। সিনিয়র স্তরে খেলার তেমন অভিজ্ঞতা ছিল না।

২০২২ সালেই আইপিএল খেলার সুযোগ পান। প্রথম বলেই প্রতিপক্ষ ব্যাটার তাঁকে চার মারেন। বেশ হতাশ হয়েছিলেন। সাহস দেন নীতীশ। দু'বল পর সেই ব্যাটারকে আউট করে দেন হর্ষিত। ২০২২ সালে দু'টি ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন। উইকেট সেই একটাই। ২০২৩ সালে নীতীশ কেকেআরের অধিনায়ক হওয়ায় কিছুটা সুবিধা হয় হর্ষিতের। খেলেন ৬টি ম্যাচ। ৫টি উইকেট পান। তেমন কিছু করতে না পারলেও হর্ষিতের মধ্যে ভবিষ্যতের মশলা দেখে ছিলেন কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত।

দিল্লির হয়ে অভিষেকের আগেই আইপিএল খেলা হর্ষিতের উপর আস্থা রাখা ভুল হয়নি, তা এ বার প্রথম ম্যাচেই প্রমাণিত। কোচ পণ্ডিতের আস্থার মর্যাদা দিয়েছেন। জানেন, এই সাফল্যও হয়তো তাঁকে দলের প্রথম একাদশে নিয়মিত করবে না। তবু আশাবাদী দিল্লির তরুণ। আইপিএলে কেকেআরকেই নিজের দল বলে মনে করেন। কারণ জাতীয় স্তরের ক্রিকেটে তাঁকে পরিচিতি দিয়েছে কেকেআরই।

হর্ষিতের সাফল্যে খুশি হাসি। তিনি শনিবারের পারফরম্যান্স দেখে বলেছেন, ''অভিষেক ম্যাচ দিয়ে কাউকে বিচার করা যায় না। কাকে কোথা থেকে আনা হচ্ছে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ নয়। যাকে ২৪ ঘণ্টা আগেও প্রায় কেউ চিনত না, সেই এখন প্রায় নায়কের মর্যাদা পাচ্ছে। এটাই ক্রিকেট। চার দিকে প্রচুর প্রতিভা রয়েছে। আর একটা ছেলে আগামী দিনের তারকা হয়ে উঠতে পারে।'' এখানেই থামেননি হাসি। তিনি বলেছেন, ''ভাববেন না হর্ষিত শুধু ভাল বল করতে পারে। বেশ ভাল ব্যাট করে। আশা করব সবাই ওর ব্যাটিং দক্ষতার পরিচয় পাবে দ্রুত। মাঠের সব দিকে শট মারতে পারে। বিশ্বাস হবে না হয়তো। ওর ব্যাট করার ধরণ অনেকটা এবি ডিভিলিয়ার্সের মতো। এক বছরের মধ্যে সেটাও দেখতে পাবেন আশা করি। কেকেআরে ওর ক্রিকেটজীবন দীর্ঘ এবং সফল হওয়া উচিত। হর্ষিত একটা পদ্ধতির ফসল। কয়েক বছর আগে যে পদ্ধতির শুরু।''

হর্ষিত কত দূর এগোবেন, তা সময় বলবে। কেকেআরের প্রাক্তন মেন্টর আশাবাদী। এখনকার মেন্টর গৌতম গম্ভীরও নিশ্চয় খুশি হবেন নিজের শহরের তরুণকে দেখে। কৃতিত্ব নিতেই পারেন নীতীশ। তবু নেট বোলার থেকে স্ট্রাইক বোলার হওয়ার পথটা পেরোতে হয়েছে হর্ষিতকেই।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**